Contents
মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৭

Contents

মাসিক
আত-তাহরীক
১১তম বর্ষ নভেম্বর ২০০৭ ইং ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

শুধু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নয়, চাই সুবিচারের নিশ্চয়তাঃ

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ ৩৬ বছরের দাবী অবশেষে পূরণ হ'ল। নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হ'ল বিচার বিভাগ। ১লা নভেম্বর থেকে স্বাধীনভাবে বিচার বিভাগের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদ ও প্রধান বিচারপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমীন 'বিচারের বাণী বৃথা যাবে না' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে স্বাধীন বিচার বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিগত দু'টি রাজনৈতিক সরকারের দীর্ঘ ৯ বছরে ২৮ বার সময় ক্ষেপণের পর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদিচ্ছায় মাত্র কয়েকমাসে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। ফলে বিলম্বে হ'লেও দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী বাস্তবে রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতারণামূলক নির্বাচনী ইশতেহারে সর্বোচ্চ বঞ্চিত ও সর্বাধিক প্রতারিত জনগণের মনে সৃষ্টি হয়েছে আশার সঞ্চার। নির্যাতিত মানবতা বিশেষত রাজনৈতিক হায়রানির শিকার, বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারানির্যাতিত নিরপরাধ মানুষের সুবিচার পাওয়ার অন্তত একটি দ্বার হ'লেও উন্মুক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন বিচারকগণ। নির্বিঘ্ন বিচারের পথ হয়েছে সুগম। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হ'লেও স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম সরকারের শাসনামলেই সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। এরপর থেকেই মূলতঃ এই দাবী উত্থাপিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে দেশে প্রথম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে নতুন ধারা শুরু হয়, তারপর থেকে সকল রাজনৈতিক দলই তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ওয়াদা করেন। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সুপরিকল্পিতভাবে সে ওয়াদা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকেন। ফলে স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম কাগজে কলমেই থেকে যায়।

বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথককরণকেও অন্তর্ভুক্ত করেন এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর তা বাস্তবে রূপ লাভ করে। এই গণকাংখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আমরা এই সরকারকে সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে এই মাহেন্দ্রক্ষণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কেবলমাত্র বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নয়, সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুবিচারের নিশ্চয়তা এবং বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রতার অবসান। দেশের সর্বত্র আইনের শাসন

প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করা। মনে রাখতে হবে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সকলের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করাই বিচার বিভাগের মূল লক্ষ্য। আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তার মাধ্যম মাত্র।

যে দাবীর উপর ভিত্তি করে বিচার বিভাগ পৃথক হ'ল তার বাস্তবায়ন বা রূপায়ণ কতটুকু হয় সেটিই দেখার বিষয়। যে বিচারকগণ নিজেদের ক্যারিয়ার চিন্তায় এতদিন সুবিচার করতে সক্ষম হননি। এমনকি শতভাগ নির্দোষ কোন ব্যক্তিকে অদৃশ্য কারণে বছরের পর বছর আটকে রেখেছেন, ন্যূনতম যামিন পর্যন্ত দিতে পারেননি, তাদের দ্বারা কি পরিমাণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে সেটিই দেখার বিষয়। এ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাম্প্রতিক বক্তব্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ও প্রশংসার দাবী রাখে। গত ১৮ অক্টোবর বিচারকদের উদ্দেশ্য প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমীন বলেন, 'নিষ্ঠার সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে পদ ছেড়ে দিন। যেসব বিচারক বিচারপ্রার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, তাদের পদে থাকা উচিত নয়। যামিনের শুনানি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রায় দিয়ে দিন। খাস কামরায় গিয়ে রায় দিলে পরে এ বিষয়ে কথা ওঠে'। তিনি আরও বলেন, 'বিচারকরা সঠিকভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করেন না, এটি দীর্ঘদিনের অভিযোগ। যামিনের বিষয়েও বিচারকদের ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। কাজেই এখন থেকে বিচারকদের আরো সতর্ক হ'তে হবে'।

আমরা মনে করি, দেশে সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য শুধু বিচার বিভাগের স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন বিচারকদের দায়বদ্ধতার মনোভাব সৃষ্টি করা। যে দায়বদ্ধতা কোন মানুষের কাছে নয়। বরং তা হবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকটে। কেননা ন্যায় বিচারকদের জন্য যেমন মহা পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে, তেমনি অন্যায় বিচারকারীদের জন্যও প্রস্তুত আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিচারক তিন প্রকারের। এক প্রকারের বিচারক জান্নাতে যাবে এবং দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামে যাবে। যিনি সত্য বুঝবেন ও সে অনুযায়ী সঠিক বিচার করবেন, তিনি জান্নাতে যাবেন। আর যিনি সত্য অনুধাবন করবেন কিন্তু বিচারকার্যে জালিয়াতি করবেন, তিনি জাহান্নামে যাবেন এবং যিনি সত্য অনুধাবন না করে মূর্খতার সাথে বিচার করবেন তিনিও জাহান্নামে যাবেন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*।

অপরদিকে বিচার কাজে দীর্ঘসূত্রতা আজ নিত্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণে কত পরিবার যে ধ্বংস হচ্ছে তার কোন হিসাব নেই। কথায় বলে, 'কারো যদি সর্বনাশ করতে চাও, তাহ'লে তাকে বিবাদী বা বাদী হিসাবে একটি মামলায় জড়িয়ে দাও'। বিচারের দীর্ঘসূত্রতাই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হবে। মূলতঃ বিচারকার্যে বিলম্বই অবিচারের শামিল। প্রবাদ আছে, Justice delayed justice denied 'বিলম্ব বিচার অবিচারের নামান্তর'। দীর্ঘ কারাভোগের পর যখন কোন ব্যক্তি নির্দোষ হয়ে বেরিয়ে আসেন, তখন তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া বছরগুলোর হিসাব কি কোন বিচারক বা সরকার দিতে পারবেন? নাকি ফিরিয়ে দিতে পারবেন হারিয়ে যাওয়া তার দিনগুলো? যেমনটি করা হচ্ছে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর ও মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সাথে। দীর্ঘ প্রায় তিনটি বছর যাবৎ তিনি প্রায় বিনা বিচারে কারানির্যাতন ভোগ করছেন। তাঁর জঙ্গীবাদ বিরোধী সুদৃঢ় অবস্থান জানা সত্ত্বেও তাঁকে যামিন পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিন্দুমাত্রও সরকার অদ্যাবধি প্রমাণ করতে পারেনি। অধিকাংশ মামলায় তিনি খালাছ পেলেও ২/১টি মামলায় ষড়যন্ত্রমূলক চার্জশীটের কারণে তিনি মুক্তি পাচ্ছেন না। একটি মামলার বিচারকার্যে তিন বছর সময়ক্ষেপণ কোন বিবেচনাতেই সুবিচার হ'তে পারে না। আমরা বর্তমান স্বাধীন বিচার বিভাগের নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা সমূহের আশু নিষ্পত্তি এবং তাঁর যামিন প্রত্যাশা করছি।

আমরা স্বাধীন বিচার বিভাগের নিকটে এই দাবীও পেশ করছি যে, নিরপরাধ নির্দোষ ব্যক্তিদের যেমন দ্রুত মুক্তি দেওয়া উচিত, তেমনি মিথ্যা মামলার মাধ্যমে হয়রানির জন্য একই রায়ে বাদী পক্ষেরও শাস্তির বিধান রাখা উচিত। ফলে উল্টো শাস্তির ভয়ে একদিকে যেমন কেউ মিথ্যা মামলা করতে উদ্যত হবে না, তেমনি আদালতে মামলার বোঝাও কমবে। সেই সাথে বিচার বিভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে 'বৃটিশ ল' প্রত্যাহার করে 'ইসলামিক ল' প্রবর্তন করতে হবে। ইসলামী শরী'আ ভিত্তিক বিচার-ফায়ছালার মাধ্যমে একদিকে যেমন সমাজে সুবিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি বিচারকগণও মহান সৃষ্টিকর্তার নিকটে সম্মানিত হবেন। অন্যথায় আল্লাহর আদালতে একদিন সকলকেই দণ্ডায়মান হ'তে হবে।

পরিশেষে আমরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে যেমন স্বাগত জানাই, তেমনি বিচারকগণের নিকটে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশা করি। আমরা মনে করি, বিচারকগণের মধ্যে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হ'লেই কাংক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হবে। বিচারকগণ যদি তাদের সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার শতভাগ উজাড় করে দিয়ে বিচার কাজ করেন, তাহ'লে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার সুফল জনগণের জন্য নিশ্চিত হবে। গরীব, দুঃখী, সুবিধাবঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের বেলায় বিচারের বাণী আর নীরবে-নিভৃতে কাঁদবে না। দেশের বিগত ৩৬ বছরের কলঙ্কিত ইতিহাস ইনছাফ ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে অলংকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। আর এটিই হচ্ছে জাতির একান্ত চাওয়া। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী**

[শেষ কিস্তি]

চতুর্থঃ মনযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করা

কুরআন মাজীদের আর একটি হক বা দাবী হ'ল, যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা হয়, তখন মনযোগ সহকারে একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করা। কুরআন তেলাওয়াত করা যেমন ইবাদত ও পুণ্যের কাজ, তেমনি কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করাও ইবাদত ও পুণ্যের কাজ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শোনার আদেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও বেশী বেশী তাকীদ করেছেন। ফেরেশতারাও দলে দলে কুরআন শোনার জন্য আসমান থেকে আসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ–

'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়' *(আ'রাফ ২০৪)*। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে নীরব থেকে কুরআন শ্রবণের আদেশ দিলেন। এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে যে, এ হুকুমটি কি ছালাতে কুরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন আলোচনায় কুরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায়, তা ছালাতেই হোক বা অন্য কোন অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক।[৪৬]

এ কারণেই অনেক আলেম ছালাতে মুক্তাদীদেরকে মোটেই ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন যখন তারা ইমামের ক্বিরাআত শুনবে, আবার যারা ইমামের পিছনে জাহরী ছালাতেও সূরা ফাতেহা পাঠ করার কথা বলেছেন, তারাও বলেছেন যে, চুপি চুপি এবং ইমামের ক্বিরাআতের ফাঁকে ফাঁকে পড়বে। এ থেকে কুরআন শ্রবণের গুরুত্ব অনুধাবন করা কারো পক্ষে দুষ্কর হবে না। তবে জাহরী ছালাতে ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পাঠের বিষয়টি খাছ এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। সেকারণ এই আয়াত দ্বারা সূরা ফাতেহা পাঠ নাকচ করা যাবে না।

কুরআন তেলাওয়াত শুনার জন্য ফেরেশতাদের আগমনঃ

কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ কত যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা কুরআন শুনার জন্য ফেরেশতাদের আগমন এবং উপস্থিতি দ্বারাও বুঝা যায়। অনেক হাদীছে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ফেরেশতারা মানুষের কুরআন তেলাওয়াত অতি আগ্রহের সাথে শ্রবণ করে থাকেন। যদি তেলাওয়াত শুনা আল্লাহ্র কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও পুণ্যের কাজ না হ'ত, তাহ'লে তাঁরা আগমন করতেন না এবং শুনতেনও না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসায়দ ইবনু হুযায়র (রাঃ) যখন তাঁর আস্তাবলে তেলাওয়াত করছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর ঘোড়াটি অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। তিনি আবার তেলাওয়াত করলে ঘোড়া আবার অস্থির হয়ে উঠল। তিনি আবার তেলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবারও অস্থির হয়ে উঠল। উসায়দ (রাঃ) বলেন, এমন আশংকা হ'ল যে, ঘোড়া আমার পুত্র ইয়াহইয়াকে পদদলিত করতে পারে। তাই আমি উঠে তার কাছে গেলাম, দেখলাম যে, আমার মাথার উপরে একটি চাঁদোয়ার মত কিছু, যার মাঝে প্রদীপের ন্যায় কিছু শূন্যে ঝুলে আছে। পরে আমি তা আর দেখলাম না। উসায়দ (রাঃ) বলেন, সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! গত মধ্য রাতে যখন আমি আমার আস্তাবলে তেলাওয়াত করছিলাম, হঠাৎ আমার ঘোড়া অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র পাঠ করতে থাকতে। তিনি বললেন, আমি পাঠ করতে থাকলাম, সে আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র! তুমি পাঠ করতে থাকতে। তিনি বলেন, আমি আবার পাঠ করতে থাকলাম, ঘোড়াটি আবারও অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র! তুমি পাঠ করতে থাকতে। ইবনু হুযায়র বলেন, তখন আমি পাঠ সমাপন করলাম। ইয়াহইয়া ছিল ঘোড়াটির কাছে, তাই আমার আশংকা ছিল যে, তাকে পদদলিত করতে পারে। আমি তখন দেখলাম একটি চাঁদোয়ার মত, যার নীচে অনেক প্রদীপ ঝুলে আছে। পরে আর তা দেখলাম না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। তোমার তেলাওয়াত মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তুমি যদি তেলাওয়াত করতে থাকতে তবে তাঁরা সকাল পর্যন্ত থেমে যেত এবং লোকেরা তা দেখতে পেত। তাঁরা তাদের কাছ থেকে আত্মগোপন করত না'।[৪৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا 'এবং কায়েম করবে ফজরের ছালাত। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত উপস্থিতির সময়' *(বনী ইসরাঈল ৭৮)* এ আয়াত সম্পর্কে

* *খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

৪৬. *মা'আরিফুল কুরআন, পৃঃ ৫১১।*

৪৭. *মুসলিম হা/১৮৫৬ 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়।*

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, রাতের ফেরেশতারা ও দিনের ফেরেশতারা এ সময় উপস্থিত থাকেন।[৪৮]

ছালাতের ক্বিরাআত ফেরেশতারাও শুনেনঃ

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা রাত্রে ছালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন মিসওয়াক করে নিবে। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন কোন ব্যক্তি দিন রাতের যে কোন সময় ছালাতের জন্য ভালভাবে ওযূ করবে এবং মিসওয়াক করবে অতঃপর ছালাতে দাঁড়াবে, তখন ফেরেশতা তার আশে পাশে ঘুরে এবং তার নিকটবর্তী হয়। এমনকি তার মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে দেয়। ছালাত আদায়কারী যা পাঠ করে তা তাদের মুখে গিয়ে পড়ে। আর যদি মিসওয়াক না করে তখনও ফেরেশতা তার আশে-পাশে থাকে কিন্তু মুখে মুখ লাগায় না।[৪৯]

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন বান্দা ছালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন তার কাছে ফেরেশতা আসে এবং তার পিছনে দাঁড়ায় আর কুরআন শুনতে থাকে এবং নিকটবর্তী হ'তে থাকে, এমনকি তার মুখে মুখ রেখে দেয়, তখন যে আয়াতই পড়ে তা ফেরেশতার পেটে গিয়ে পড়ে'।[৫০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং অন্যের মুখ থেকে কুরআন শুনতেনঃ

যদিও নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তথাপি কুরআন শুনার গুরুত্বের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে কুরআন শুনার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজেও অন্যের মুখ থেকে কুরআন শুনাকে পসন্দ করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) নিম্নোক্ত আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, 'হে নবী! এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়িও না' যখনই জিবরীল (আঃ) অহী নিয়ে নবীর নিকট আগমন করতেন, তিনি খুব তাড়াতাড়ি নিজ জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতেন এবং এটা তাঁর জন্য কঠিন হ'ত আর সহজেই অন্য একজন এ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারত। সুতরাং এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, 'হে নবী! এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াবেন না। উহা মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। কাজেই আমরা যখন উহা পড়তে থাকি তখন আপনি উহার পাঠকে মনযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। পরে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্বে রয়েছে'।[৫১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার সম্মুখে কুরআন তেলাওয়াত কর', তদুত্তরে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বললেন, আমি আপনার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করব? অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালবাসি'।[৫২]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বলেছেন, 'যদি তুমি দেখতে গত রাতে যখন আমি তোমার ক্বিরাআত শুনছিলাম! হে আবু মূসা! তোমাকে দাঊদ (আঃ)-এর পরিবারের সংগীত যন্ত্রের মধ্য থেকে একটি যন্ত্র অর্থাৎ সুললিত কণ্ঠ দান করা হয়েছে'।[৫৩]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে [অন্য বর্ণনা মতে আব্বাছ (রা)-কে] রাত্রে মসজিদে নববীতে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনে বললেন, তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক, কেননা সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলতে বসেছিলাম'।[৫৪]

উক্ত আলোচনা থেকে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কাজেই যখনই কেউ সরাসরি কোন ক্বারী থেকে বা কোন রেডিও, টেলিভিশন, অডিও বা ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে ঘরে, বাজারে, সভা-মজলিসে, মসজিদ-মাদরাসায় বা অন্য কোন স্থানে কুরআন তেলাওয়াত শুনবে তখনই পূর্ণ আদব বজায় রেখে একাগ্রচিত্তে শুনবে। আজকাল রেডিও, টেলিভিশন বা টেপরেকর্ডারে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল, গাড়ি ও জনসমাবেশে রেডিও টেপ খুলে দেয়া হয়। হোটেলের কর্মচারীরা তাদের কাজকর্মে এবং গ্রাহকরা খানা-পিনায় মশগূল থাকে। ফলে দৃশ্যতঃ এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা কাফেরদের আলামত ছিল। এরূপ পরিবেশে তেলাওয়াতের জন্য রেডিও, টেপ ও টেলিভিশন খুলে দেয়া উচিত নয়।

পঞ্চমঃ কুরআন মুখস্থ করা

কুরআন মাজীদের আর একটি দাবী হ'ল, কুরআন মুখস্থ করা। এটি দুই প্রকার, পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা এবং আংশিক মুখস্থ করা। কুরআন মাজীদকে পূর্ণ মুখস্থ করার গুরুত্ব অনেক বেশী। পূর্ণ কুরআন হিফয করা শরী'আত মতে ফরযে কিফায়াহ।[৫৫] অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোকেরা আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ আদায় না করে তাহ'লে সবাই গুনাহগার হবে।

---

৪৮. *ছহীহ তিরমিযী ৩/২৬৮/৩১৩৫।*
৪৯. *বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর ২/৭২০, ৭২৩।*
৫০. *বায়হাক্বী ১/৩৮; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩১৩।*
৫১. *ছহীহ বুখারী, ৪/৬৫৬/৪৬৭১।*
৫২. *বুখারী, ৪/৬৫৭ হা/৪৬৭৬।*
৫৩. *মুসলিম হা/৭৯৩।*
৫৪. *বুখারী, হা/২৬৫৫, ৫০৩৭, ৫০৩৮।*
৫৫. *ইমাম নববী, আল-মাক্বাছিদ, পৃঃ ১৬, সুয়ূতী, আল-ইতক্বান ১/১৩০।*

কুরআনের হাফেযের উচ্চ মর্যাদা বুঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'লেন সর্বপ্রথম হাফেযে কুরআন। অতঃপর ছাহাবীগণের মধ্যে হিফযে কুরআনের ব্যাপারে সদা প্রতিযোগিতা চলত। তাঁদের মধ্যে ছিল অনেক হাফেযে কুরআন। আল-হামদুলিল্লাহ আজও পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে সেই বরকতময় ধারা অব্যাহত আছে। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এটি কুরআন মাজীদের তথা উম্মতে মুহাম্মাদীর এমন এক বৈশিষ্ট্য যে, আজকে বিশ্বের আনাচে-কানাচে লক্ষ কোটি হাফেযে কুরআন পাওয়া যাবে, কিন্তু তাওরাত, ইঞ্জীল তথা বাইবেলের অনুসারীরা একটি ব্যক্তিকে বাইবেলের হাফেয হিসাবে দেখাতে পারবে না। তাদের বড় বড় পাদ্রী বা ধর্ম যাজকদের মধ্যেও হয়ত কেউ এমন নেই যে বাইবেলকে আদ্যোপান্ত মুখস্থ শুনাতে পারবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত অনেক সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন শুনিয়ে দিতে সক্ষম। ফালিল্লাহিল হামদ।

হাফেযে কুরআনের মর্যাদাঃ

পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে হাফেয হওয়া অতি সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ একটি কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন হাদীছে হাফেযে কুরআনের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। দু'একটি হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হ'লঃ

হাফেযে কুরআন ফেরেশতাদের সাথে থাকবেঃ

আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'কুরআন পাঠকারী হাফেযের দৃষ্টান্ত হ'ল, সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে আর তা হিফয করা তার জন্য অতীব কষ্টকর হ'লেও তা হিফয করতে চেষ্টা করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে'।[৫৬]

হাফেযে কুরআন জান্নাতে উচ্চ মর্যাদায় থাকবেঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন হাফেযে কুরআনকে বলা হবে, পাঠ করতে থাক ও উপরে আরোহণ করতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে ঠিক সেরূপে ধীরে-সুস্থে পড়তে থাক। যে আয়াতে তোমার পাঠ শেষ হবে সেখানেই তোমার স্থান'।[৫৭]

হাফেযে কুরআন ও তার মাতা-পিতাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবেঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ একটি সুন্দর পুরুষের রূপ ধারণ করে আসবে এবং হাফেযকে বলবে, তুমি আমাকে চিন? আমি তো তোমাকে রাত্রে জাগ্রত রাখতাম এবং ব্যবসার পিছনে থাকবে, আমি আজকে তোমার জন্য সব ব্যবসায়ীর পিছনে আছি। অতঃপর তার ডান হাতে মালিকানা দেয়া হবে আর বাম হাতে দেয়া হবে সদা-সর্বদা থাকার নে'মত এবং তার মাথার উপর সম্মানের মুকুট রাখা হবে। আর তার মাতা-পিতাকে এমন দু'টি জোড়া পরানো হবে, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে সব দিয়েও তার মূল্যের সমান হবে না। তখন মাতা-পিতা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা এ জোড়া পেলাম কীভাবে? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের ছেলেকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছ বিধায়'।[৫৮]

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে, শিখেছে এবং আমল করেছে তার মাতা-পিতাকে ক্বিয়ামতের দিন আলোর মুকুট পরানো হবে। যার আলো হবে সূর্যের আলোর ন্যায়। আর তার মাতা-পিতাকে এমন জোড়া পরানো হবে, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে সব মিলেও তার মূল্যের সমান হবে না। তারা জিজ্ঞেস করবে, কী কারণে আমাদেরকে এ সম্মানের বস্ত্র পরানো হ'ল, উত্তরে বলা হবে, তোমরা তোমাদের ছেলেকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছ বিধায় এ সম্মান প্রাপ্ত হ'লে'?।[৫৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন হাযির হয়ে বলবে, হে আমার রব! একে (হাফেযে কুরআনকে) অলংকার পরিয়ে দিন। অতঃপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার রব! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে পুনরায় বলবে, হে আমার রব! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত পড়তে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে নেকী বাড়ানো হবে'।[৬০]

হাফেযে কুরআনের সম্মান হ'ল আল্লাহ্‌র সম্মানঃ

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, হাফেযে কুরআনকে সম্মান করা, যিনি কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জিতও করে না এবং কুরআন মুতাবেক আমল ও কুরআন তেলাওয়াত থেকে দূরেও থাকে না, আর ন্যায় বিচারক বাদশাকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত'।[৬১]

হাফেযে কুরআন আযাব মুক্ত থাকবেঃ

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ কর, কুরআনের এ সকল লটকানো কপি তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়া উচিত (অর্থাৎ তোমরা কুরআন মুখস্থ কর)। কারণ যে

৫৬. *বুখারী, ৪/৫৯৮, হা/৪৫৬৮ 'তাফসীর' অধ্যায়।*
৫৭. *আবুদাঊদ হা/১৪৬৪; তিরমিযী হা/২৯১৫; ইবনু হিব্বান হা/১৭৯০; সিলসিলা ছহীহা হা/২২৪০।*
৫৮. *ত্বাবারানী, ইবনে আবী শায়বাহ, আব্দুর রাযযাক, সিলসিলা ছহীহা হা/২৮২৯।*
৫৯. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২/১৬৯, হা/১৪৩৪।*
৬০. *ছহীহ তিরমিযী, ৩/১৬৫, হা/২৯১৫।*
৬১. *ছহীহ আবু দাউদ, ৩/১৮৯, হা/৪৮৪৩; ছহীহুল জামে' হা/২১৯৯; ছহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১/১৫১/৯৮।*

অন্তর কুরআন মুখস্থ করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন না'।[৬২]

হাফেযে কুরআন আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্তঃ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লোকজনের মধ্যে আল্লাহ্র দু'টি আহল রয়েছে, আহলে কুরআন (কুরআনের হাফেয, কুরআন মতে আমলকারী) হ'লেন আল্লাহ্র আপন জন ও বিশেষ বান্দা'।[৬৩]

হাফেযে কুরআনের দৃষ্টান্তঃ

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি যাকে ঈমান ও কুরআন দেয়া হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর মত, যা খেতেও সুস্বাদু এবং যার ঘ্রাণও মনমাতানো সুগন্ধিযুক্ত। আর ঐ ব্যক্তি যাকে ঈমান ও কুরআন দেয়া হয়নি তার উদাহরণ হচ্ছে হানযালা (মাকাল ফল জাতীয় এক প্রকার ফল) ফলের ন্যায়, যা খেতেও বিস্বাদ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। আর যাকে ঈমান দেয়া হয়েছে অথচ কুরআন দেয়া হয়নি তার উদহারণ হচ্ছে সেই খেজুরের ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু কোন সুগন্ধি নেই। আর যাকে কুরআন দেয়া হয়েছে কিন্তু ঈমান দেয়া হয়নি তার উদাহরণ হচ্ছে সেই রায়হানার (এক ধরণের সুগন্ধিযুক্ত গুল্ম) ন্যায়, যার মনমাতানো সুগন্ধি আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ'।[৬৪]

হাফেযে কুরআনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়ঃ

আব্দুর রহমান ইবনু কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, জাবের (রাঃ) তাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদের যুদ্ধের দুই দু'জন শহীদকে একই কাপড়ে একত্রে কাফন দিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এদের উভয়ের মধ্যে কার কুরআন অধিক মুখস্থ আছে? তাদের কোন এক জনের প্রতি ইশারা করা হ'লে তিনি তাকে প্রথমে ক্বিবলার দিকে কবরে রাখতেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ক্বিয়ামতের দিন এদের জন্য সাক্ষী হব'।[৬৫]

আমর ইবনু সালমা (রাঃ) বলেন, আমরা এমন জায়গায় বসবাস করতাম যেখান দিয়ে লোকেরা আসা-যাওয়া করতেন। তারা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে আসতেন, তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর কথাগুলো আমাদেরকেও বলতেন। আমি একজন স্মরণ শক্তি সম্পন্ন বালক ছিলাম। অতএব আমি এভাবে কুরআনের অনেক অংশ মুখস্থ করে ফেললাম। পরে আমার পিতা অন্যান্য লোকদের সাথে আমাকে সাথে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হ'লেন। তিনি তাদেরকে ছালাত শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশী জানে সে ইমামতি করবে। আর আমি ছিলাম তাদের মধ্যে বেশী কুরআন মুখস্থকারী। তখন তারা আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন। অতএব আমি তাদের ইমামতি করলাম'।[৬৬]

আমের ইবনু ওয়াসিলা (রহঃ) বলেন, নাফে ইবনু আব্দুল হারিছ (রহঃ) উসফানে ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ওমর (রাঃ) তাকে মক্কার গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, উপত্যকাবাসীদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কাকে ভারপ্রাপ্ত শাসক নিয়োগ করে এসেছ? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে। জিজ্ঞেস করলেন, ইবনু আবযা আবার কে? নাফে' বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে একজন। ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি একজন কৃতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে এসেছ। নাফে' বললেন, সেতো মহামহীয়ান আল্লাহ্র কিতাবের একজন ক্বারী তথা হাফেয এবং আহকামে শরী'আত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ওমর (রাঃ) বললেন, শোন! নবী করীম (ছাঃ) তো বলেছেন যে, আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে অনেক জাতির উত্থান সাধন করবেন এবং এরই কারণে অনেক জাতির পতন ঘটাবেন'।[৬৭]

হাফেযে কুরআনের মত হওয়ার বাসনাঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা (অন্যের সমকক্ষ হওয়ার মনোভাব রাখা) বৈধ নয়। **এক.** ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিখিয়েছেন এবং যিনি গভীর রাতে এবং দিবাভাগে তা থেকে তেলাওয়াত করেন। এমতাবস্থায় যে, তার প্রতিবেশীরা তার এই তেলাওয়াত শুনে বলে হায়! আমাকে যদি এরূপ কুরআনের জ্ঞান দেয়া হ'ত যেরূপ জ্ঞান অমুক অমুককে দেয়া হয়েছে। যাতে আমি তার মত আমল করতে পারি। অন্য এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং সে এই সম্পদ হক ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে থাকে, এ অবস্থা দেখে অন্য ব্যক্তি বলে হায়, আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় সম্পদ দেয়া হ'ত, তাহ'লে আমিও তদ্রুপ ব্যয় করতাম যেরূপ সে করছে'।[৬৮]

হাফেযে কুরআনের আর একটি সম্মানঃ

সাহাল ইবনু সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে এক মহিলা সম্পর্কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! মেয়েটিকে আমার সাথে বিয়ে দিন। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে

---

৬২. *ফাতহুল বারী, ৯/৯৯ সনদ ছহীহ।*
৬৩. *আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, হাকেম, ছহীহ আল-জামে' হা/২১৬৫।*
৬৪. *ছহীহ ইবনে হিব্বান ১/১২১/১২১; ছহীহ বুখারীতেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, দেখুনঃ বুখারী, ৪/৬৬১, হা/৪৬৮৬ 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়।*
৬৫. *ছহীহ তিরমিযী, ১/৫২৮, হা/১০৩৬।*
৬৬. *ছহীহ আবুদাঊদ, ১/১৭৪ হা/৫৮৫।*
৬৭. *মুসলিম ৩/১৫৭ হা/১৭৬৭ 'ছালাত' অধ্যায়।*
৬৮. *বুখারী, ৪/৬৪৯/৪৬৫২, ফাযায়িলুল কুরআন অধ্যায়।*

দেয়ার মত তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, আল্লাহ্র শপথ! হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছুই নেই। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের লোকজনের কাছে যাও এবং দেখ কোন কিছু পাও কি-না? লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র শপথ! হে আল্লাহ্র রাসূল! কিছুই পেলাম না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, চেষ্টা কর এমনকি যদি একটি লোহার আংটি হোক না কেন। সে পুনরায় গেল এবং ফিরে এসে বলল, না হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এমন কি লোহার একটি আংটিও পেলাম না। কিন্তু আমার এ পায়জামাটি আছে। এ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ পাজামা দিয়ে মহিলাটি কি করবে? যদি তুমি এটা পরিধান কর তাহ'লে তার শরীরে এর কিছুই থাকবে না এবং মহিলাটি যদি পরিধান করে তবে তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। সুতরাং লোকটি দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে থাকল এবং দাঁড়িয়ে গমনোদ্যত হ'ল। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে যেতে দেখলেন, তখন তিনি কাউকে ঐ ব্যক্তিটিকে ডাকতে বললেন, যখন সে ফিরে আসল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কী পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে? সে উত্তরে বলল, অমুক সূরা অমুক সূরা এবং অমুখ সূরা। এভাবে সে হিসাব করতে থাকল তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এ সূরা সমূহ মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর দিল হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন স্মরণ রেখেছ সে কারণে এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম'।[৬৯]

দ্বিতীয় হ'ল, কুরআন মজীদের কয়েক পারা বা বিভিন্ন সূরা মুখস্থ করা। এটিও অনেক কল্যাণমূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ হাদীছের ভাষা মতে যার যত কুরআন মুখস্থ থাকবে সে জান্নাতের তত উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আর কুরআন হ'ল আল্লাহ্র নূর এবং হেদায়াত। অতএব কোন মুসলমান কি এই পরিস্থিতির জন্য রাযী হ'তে পারে যে, তার অন্তর আল্লাহ্র নূর ও হেদায়াত শূন্য হোক এবং অন্ধকারে ভরে যাক। সুতরাং যারা পুরা কুরআনকে আয়ত্ত্ব করতে পারবে না, তারা তাদের অন্তরকে কুরআন শূন্য রাখার চেয়ে আংশিক কুরআনের আলো হ'লেও অন্তরে রাখা শ্রেয় হবে বৈ কি।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে খালী ঘর (অন্তর) হ'ল সেটি যাতে আল্লাহ্র কিতাবের কোন অংশ নেই'।[৭০] আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআনের দাবী সমূহ পূর্ণাঙ্গ করার এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

৬৯. *বুখারী, ৪/৬৫১ হা/৪৬৫৬, 'ফাযায়িলুল কুরআন'*।
৭০. *মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/৭৬৮, হা/২১৩২; ছহীহ তারগীব, ১৪৪৪*।

মহা হিতোপদেশ

মূল ঃ তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)
*অনুবাদ ঃ আবূ তাহের**

[জুলাই সংখ্যার পর]

পাঠক মণ্ডলী! আল্লাহ আপনাদেরকে সংশোধন করুন। আল্লাহ মনোনীত অভ্রান্ত দ্বীন 'ইসলামে'র দিকে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন এবং যে পরীক্ষায় ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকরা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে তা থেকে আল্লাহ আপনাদেরকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতরাজির মধ্যে সর্বোচ্চ ও মহান নে'মত হ'ল ইসলাম। তাই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীনকে আল্লাহ কবুল করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ–

'যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করবে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় আপনাদেরকে আল্লাহ রাফিযিয়া, জাহমিয়া, খারিজী ও ক্বাদারিয়ার মত পথভ্রষ্ট বহু বিদ'আতী দলের অনুসরণ থেকে রক্ষা করেছেন। যাদের অনেকেই আপনাদের সামনে আল্লাহর নামসমূহ, গুণাবলী, বিচারকার্য ও ভাগ্যলিপিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাবাহায়ে কেরামকে গালি দেয়। অথচ তা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আদর্শ নয়। যে এই নির্ভেজাল ইসলাম নামক নে'মত পেয়েছে সে আল্লাহর নে'মতরাজির মধ্যে বড় নে'মত পেয়ে ধন্য হয়েছে। কেননা এই ইসলাম দ্বারাই ঈমান ও দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে।

আর এ কারণে আপনাদের মধ্যে সংস্কারপন্থী, দ্বীনদার ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে (ইসলামী সরকারের অধীনে) যুদ্ধকারী লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ'আতপন্থী দল সমূহের মধ্যে যার লেশমাত্র লক্ষ্য করা যায় না। আপনাদের মধ্য হ'তে সাহায্যপ্রাপ্ত ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী মুসলিম বাহিনী সমূহের মধ্যে সর্বদা ছিল। যাদেরকে আল্লাহ সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আপনাদের মধ্যে বহু দুনিয়াবিমুখ ও আল্লাহ্র একনিষ্ঠ খাঁটি বান্দা ছিলেন। যাদের ছিল পরিচ্ছন্ন জীবন ও গ্রহণীয় পন্থা। আরও ছিল উদ্ভাবনী কার্যাবলী ও কর্মপদ্ধতি। আপনাদের মধ্যে এমনও তাক্বওয়াদ্বীপ্ত আল্লাহর অলী ছিলেন, যারা ছিলেন বিশ্বনন্দিত সত্যকণ্ঠ।

আপনাদের পূর্বে প্রাচীনকালে বহু পণ্ডিতগণ অতিবাহিত হয়েছেন, যারা 'শায়খুল ইসলাম' নামে ভূষিত হয়েছিলেন। যথা আবুল হাসান আলী ইবন আহমাদ ইবনে ইউসুফ

** এম. ফিল. গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

আল-কারশী আল-হাকারী, তৎপরবর্তী বিশিষ্ট আদর্শিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা আদী ইবনু মুসাফির আল-উমুবী ও তাঁদের অনুসারী অসংখ্য আলিম। তাদের মধ্যে অনেক মহান, দ্বীনদার, সংস্কারপন্থী ও হাদীছের অনুসারী রয়েছেন। যার ভিত্তিতে আল্লাহ তাঁদের পদমর্যাদা উন্নত করেছেন এবং তাঁদেরকে সাফল্যের উজ্জ্বল শিখরে উপনীত করেছেন। শায়খ আদী, আল্লাহ তাঁর রূহকে সম্মানিত করুন! তিনি আল্লাহর পুণ্যবান মহান বান্দাদের ও সুন্নাতের আজ্ঞাবহ শীর্ষ পন্ডিতদের অন্যতম। তাঁর ছিল উচ্চমর্যাদা ও প্রশংসনীয় অবস্থান, যার আলোকে জ্ঞানীগণ তাকে চিনতে পারেন। মুসলিম জাতির মধ্যে তাঁর ছিল সীমাহীন যশ, আপোষহীন সত্য কণ্ঠস্বর ও সঠিক আক্বীদা। তাঁর আক্বীদা এমন সংরক্ষিত যে, তাঁর পূর্ববর্তী পন্ডিত শায়খ ইমাম ছালিহ আবূল ফারজ আব্দুল ওয়াহিদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-আনছারী আস-সিরাজী আদ-দিমাশকী ও শায়খুল ইসলাম হাকারী ও তাঁদের সমকক্ষ আলিমগণও তাঁদের যারা অনুসরণ করেছেন তাদের আক্বীদা থেকে উর্ধ্বে।

কিন্তু ঐ সব আলিমগণ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মৌলিক নীতিমালা থেকে বর্হিভূত ছিলেন না; বরং তাঁরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর নীতিমালা গ্রহণ, তাঁদের আদর্শ গ্রহণের দাওয়াত, তা প্রচার ও প্রসারে উৎসাহ দান ও দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে যারা বিরোধিতা করেছে তাদেরকে বর্জন করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এই সুমহান মর্যাদা ও সংস্কার কর্মের জন্য আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা উন্নত শিখরে আরোহণ করেছেন এবং সমাজে তাদেরকে আলোকিত করেছেন। তাঁরা আক্বীদা সংক্রান্ত মূলনীতির ব্যাপারে যা বলেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল। তবে তাঁদের কথা ও দর্শনের মধ্যে এমন কিছু বিষয়াবলী বিদ্যমান, যা অগ্রহণীয়। যেমন জাল ও যঈফ শ্রেণীভুক্ত হাদীছ দলীল হিসাবে ব্যবহার করা। এমন এমন ক্বিয়াস গ্রহণ করা, যা সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন পন্ডিত গ্রহণ করেন না।

প্রত্যেক মানুষের কথা গ্রহণীয় হ'তে পারে আবার বর্জনীয় হ'তে পারে। কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর সকল কথাই অনুসরণযোগ্য। পূর্ববর্তী যুগের মানুষ পবিত্র কুরআন, হাদীছ এবং এ দু'য়ের আলোকে নির্গত ফিক্হ-এর আলোকে ফায়ছালা গ্রহণ করেননি এবং ছহীহ ও যঈফ হাদীছ সমূহের মধ্যেও পার্থক্য নির্ণয় করেননি। ফলে ক্বিয়াস ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। বস্তুতঃ এইসব কারণেই প্রবৃত্তিচর্চার প্রাধান্য, মানবরচিত মতাদর্শের আধিক্য, মতভেদ ও দলাদলীর প্রকটরূপ এবং শত্রুতা ও বিভক্তি ইসলামের মেরুদন্ডকে গ্রাস করেছে। নিঃসন্দেহে এইসব কারণগুলি ঐ মূর্খতা ও যুলুমের কু-প্রভাব অত্যাবশক করে, যে সম্পর্কে আল্লাহ মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْماً جَهُوْلاً

'আর মানুষ ওটা বহন করল, সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ' *(আহযাব ৭২)*। আল্লাহ মানব জাতির প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও ইল্‌ম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, যা এই অন্ধকার থেকে তাকে নিস্কৃতি দিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে' *(আছর ১-৩)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ-

'আর আমি তাদের মধ্য হ'তে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্যধারণ করত তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী' *(সাজদাহ ২৪)*।

প্রিয় পাঠক! নিঃসন্দেহে আপনারা অবগত আছেন যে, আক্বীদা, ইবাদত ও সার্বিক দ্বীনী বিষয় সম্পর্কে যে সুন্নাতের অনুসরণ করা আবশ্যক এবং যার অনুসারীগণ প্রশংসিত ও বিরোধিতাকারীরা নিন্দিত হবে, তাহ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহের মাধ্যমেই জানা যাবে তাঁর থেকে কোন্ কথা ও কর্ম প্রমাণিত এবং কোন্ কর্ম, কথা ও আমল বর্জনীয় হবে। অতঃপর পূর্বসূরীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরবর্তীগণ একনিষ্ঠতার সাথে তার প্রতি আনুগত্য করেছেন। এটাই ইসলামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোতে বিধৃত আছে। যেমন ছহীহ বুখারী, মুসলিম, সুনানু আবী দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মুওয়াত্ত্বা মালিক, বিখ্যাত মুসনাদ গ্রন্থাবলী যথা- মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি। তাছাড়া তাফসীর, মাগাযী ও অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থাবলীও বিদ্যমান। আর আছার সম্বলিত সংক্ষেপে রচিত ও সংক্ষেপায়িত গ্রন্থাবলী, যা এক অংশ অপর অংশকে সুপ্রমাণিত করে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা আল্লাহ জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন করেছেন। তাঁরা এ মর্মে যথোচিত শ্রম দিয়েছেন। ফলে আল্লাহ দ্বীনকে তাঁর অনুসারীদের জন্য রক্ষা করেছেন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার বিষয়ে অসংখ্য আলিম হাদীছ ও আছার সমূহ সংকলন করেছেন। যেমন- হাম্মাদ বিন সালামাহ, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমী, ওছমান বিন সাঈদ দারেমীসহ তাঁদের সমতুল্য অনেকে। ইমাম বুখারী, আবূদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ প্রমুখ স্বীয় গ্রন্থাবলীতে অধ্যায় অধ্যায় করে সুবিন্যস্ত করেছেন। আবূ বকর বিন আছরাম, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ বকর আল-খাল্লাল, আবূল কাসেম ত্বাবারানী, আবূ শায়খ ইছফাহানী, আবূ বকর আজুর্রী, আবূল হাসান দারা-কুতনী, আবূ আব্দুল্লাহ ইবন মানদাহ, আবূল কাসিম লালকাঈ, আবূ আব্দুল্লাহ বিন বাত্তাহ, আবূ ওমর ত্বলমানকী, আবূ নাঈম ইছফাহানী, আবূ যর হারবী,

আবূ বকর বায়হাক্বী সহ অনেকে এ মর্মে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যদিও এসব গ্রন্থাবলীতে কোন কোন স্থানে যঈফ হাদীছ সমূহ স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞ আলিমগণ তা শনাক্ত করতে সক্ষম হন।

অনেক মনীষী আল্লাহর গুণাবলীসহ আক্বীদাগত বিভিন্ন বিষয় ও দ্বীনের অনেক বিষয়ে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যাচার ও জাল। আর এ ধরনের জাল হাদীছ সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক প্রকার হ'ল- এমন ভিত্তিহীন বাতিল কথা, যা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। দ্বিতীয় প্রকারঃ হ'ল এমন কথা, যা পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা আলিম অথবা কোন সাধারণ লোক বলেছেন। আর তা সঠিকও হ'তে পারে বা ইজতিহাদী ফৎওয়াও হ'তে পারে অথবা কোন প্রবক্তার মাযহাবী দর্শনও হ'তে পারে। পরবর্তীতে তা নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীছ বুঝেন না এমন বহু আলিমের দ্বারা এমন পদস্খলন ঘটেছে। শায়খ আবূল ফারজ আব্দুল ওয়াহিদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আনছারী সিরাজী সংকলিত 'মাসায়েল' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি এমন পরিশ্রম করেছেন যে, তা সুন্নী ও বিদ'আতী আমলকারীর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছে। আর এসব বিষয়াবলী প্রসিদ্ধ, যার উপর কতিপয় মিথ্যুক আমল করে থাকে। সেগুলোকে নবী করীম (ছাঃ) পর্যন্ত সনদ সংযোজন করা হয়েছে এবং তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা বলে প্রচার করা হচ্ছে। যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে, সেও জানে যে, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট কথা।

এসব বিষয়াবলীর অধিকাংশ যদিও সুন্নাতের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তথাপি তাতে এমন কিছু মাসআলা-মাসায়েল আছে, মানুষ যদি তার বিরোধিতাও করে তবু তাকে বিদ'আতী বলা যাবে না। যেমন একটি উদাহরণ হ'ল 'প্রথম নে'মত হ'ল উপভোগ শক্তি, যা দ্বারা বান্দাকে অনুগ্রহ করা হয়েছে'। এই উক্তিটির শব্দগত দিক থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, উপভোগের পশ্চাতে কষ্ট থাকলে তাকে নে'মত বলা হবে কি-না? বাস্তবতা হ'ল ছহীহ ও জাল হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করা। কারণ সুন্নাহ হ'ল শাশ্বত সত্য, যা মিথ্যা বা বাতিলযোগ্য নয়। আর তা হ'ল ছহীহ হাদীছ সমূহ। জাল হাদীছ নয়। এটাই সাধারণভাবে সকল মুসলিমের জন্য এবং যারা নির্ভেজালভাবে সুন্নাতের অনুসরণের দাবীদার তাদের জন্য মহা মূলনীতি। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা হ'ল বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার মধ্যবর্তী। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, সে বিষয়ে শয়তান দু'টি বিরোধিতা করেছে। এক- সীমালজ্ঘন, দুই- শিথিলতা। এই দু'টিতে কে বিজয়ী হবে? শয়তান, না বান্দা তাতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত দ্বীন। এই দ্বীন গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহ কারো কিছু গ্রহণ করবেন না। অথচ ইসলামে দীক্ষিত অনেকের সাথেই কেউ উম্মতের শীর্ষস্থানীয় বহু আবেদ ও তাকওয়া দীপ্ত বহু দলকে পদস্খলন করেছে। তারা ইসলাম থেকে পরিস্কার বের হয়ে গেছেন, যেমন ধনুক শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।

রাসূল (ছাঃ) দ্বীনত্যাগী ব্যক্তিদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ), আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), সাহল বিন হানীফ (রাঃ), আবূ যর গিফারী (রাঃ), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, ইবনু মাস'ঊদ প্রমুখ কর্তৃক বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী (ছাঃ) খারেজী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পূর্বক তাদের বিবরণীতে বলেছেন, তাদের ছালাতের পাশে তোমাদের ছালাত, তাদের ছিয়ামের পাশে তোমাদের ছিয়াম, তাদের কুরআন তিলাওয়াতের পাশে তোমাদের কুরআন তিলাওয়াত তোমাদের নিকট নগণ্য ও অপসন্দনীয় মনে হবে। তারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় তেমনি তারাও ইসলাম থেকে দ্রুত বের হয়ে যাবে। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে, তখন তাদেরকে হত্যা করবে অথবা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে। আমি যদি তাদেরকে পাই, তবে আদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মূল করা হয়েছিল, সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করব'।[১] অপর বর্ণনায় এসেছে, আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত হ'ল এরাই। পক্ষান্তরে এদের হাতে যারা শহীদ হবে তারা হবে সর্বোত্তম শহীদ।[২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, খারেজীদের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে রাসূলের ভাষায় যা বর্ণিত হয়েছে তা যদি তারা জানত তাহ'লে তারা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হ'তে ভয়ে পলায়ন করত।[৩] আলী (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে যখন ঐসব খারেজীদের আবির্ভাব ঘটে, তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে হত্যার প্রতি উৎসাহ দান সংক্রান্ত হাদীছের আলোকে ও সমকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের মতামত অনুযায়ী আলী ও রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ তাদেরকে হত্যা করেন। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে হত্যা করা হয় মুসলিমদের দল পরিত্যাগ কারীদেরকে। আরো হত্যা করা হয় রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও শরী'আতের বিরোধিতাকারী ও ভ্রান্ত প্রবৃত্তির পূজারী এবং বিদ'আতের অনুসারীদেরকে।

এরই ভিত্তিতে মুসলিমগণ রাফেযী সম্প্রদায়কে হত্যা করেছে। কারণ তারা এই সব ভ্রান্ত দলের মধ্যে নিকৃষ্টতম। এরা তিন খলীফাসহ অন্যান্য শাসক ও শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফের আখ্যা দেয়। তারা দাবী করে যে, পৃথিবীতে কেবল তারাই ঈমানদার, আর বাকী সবাই

১. *বুখারী হা/৫০৫৮, 'ফাযাইলুল কুরআন' অধ্যায়; মুসলিম হা/১০৬৪, 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *তিরমিযী, হা/২০০০, 'তাফসীর' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/১৭৬।*

কাফের। আখেরাতে আল্লাহ্র দর্শন লাভে বিশ্বাসী অথবা আল্লাহর গুণাবলী, পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ ইচ্ছাশক্তির গুণের উপর বিশ্বাসী মুসলিমদেরকে তারা কাফের মনে করে। তারা যে বিদ'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেসব বিষয়ে তাদের থেকে ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে তারা কাফের আখ্যায়িত করে। তারা মোজা পরিধান ছাড়াই দুই পা মাসাহ করে। তারা তারকা উদিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ছালাত ও ইফতার বিলম্বিত করে। বিনা কারণে দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রিত করে পড়ে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে সর্বদা কুনূতে নাযিলাহ পাঠ করে। তারা মোজা পরিধান, ইহুদী খৃষ্টানদের যবেহকৃত পশুর গোশত ও তাদের ভিন্নমত পোষণকারী মুসলিমদের যবেহ করা পশুর গোশত হারাম ভাবে। কারণ তাদের নিকট এরা সবাই কাফের। তারা ছাহাবীদের বিষয়ে মারাত্মক ধরনের বিভ্রান্তিকর কথা বলে। এরূপ বিবিধ কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের আলোকে মুসলিমগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

রাসূল (রাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগের মুসলমানদের অনেকে যখন অনেক ইবাদত থাকা সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, নবী করীম (ছাঃ) তখন তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তাহ'লে তো প্রমাণিত হ'ল যে, বর্তমান কালেও ইসলাম ও সুন্নাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ও সুন্নাত হ'তে বেরিয়ে যাবে। এমনকি অনেকেই সুন্নাতের অনুসারী দাবী করবে কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতের অনুসারী হবে না; বরং তারা ইসলাম ও সুন্নাত হ'তে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবে। আর এর পশ্চাতে বহু কারণ রয়েছে। যথা-

(ক) বাড়াবাড়িঃ এই বাড়াবাড়ি হ'ল সেই অপরাধ যে সম্পর্কে আল্লাহ স্বীয় কিতাবে তিরস্কার করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً-

'হে আহলে কিতাব। তোমরা স্বীয় দ্বীনী বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। নিশ্চয়ই মারইয়াম নন্দন মাসীহ আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট আত্মা। অতএব আল্লাহ ও তদীয় রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনজন বলো না, নিবৃত্ত হও। তোমাদের কল্যাণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি সন্তান গ্রহণ হ'তে পূত-পবিত্র। নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তা তাঁরই। আল্লাহ কর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট' *(নিসা ১৭১)*। আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ-

'হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং ঐ সব লোকের কল্পনার উপর চলো না, যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আরো বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে। বস্তুতঃ তারা সরল পথ হতে দূরে সরে গিয়েছিল' *(মায়েদা ৭৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি পরিহার কর। কারণ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে'।[৪]

(খ) দলাদলি ও মতভেদঃ আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বহু আয়াতে দলাদলি ও মতবিরোধ করতে নিষেধ করেছেন।

(গ) জাল হাদীছের উপর আমল করাঃ জাল হাদীছ নবী করীম (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত এমন হাদীছ, যা বিশেষজ্ঞ পন্ডিতদের মতানুসারে তাঁর উপর অর্পিত মিথ্যাচার। মূর্খরা ঐগুলো হাদীছ বলে শ্রবণ করেছে। আর ধারণা প্রসূতভাবে এমন কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থে তা সত্য বলে গ্রহণও করা হয়েছে। ফলে ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ পথভ্রষ্টতাকে আরো সম্প্রসারিত করছে। আল্লাহ প্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের প্রসঙ্গে সত্যই বলেছেন

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى

'তারা তো ধারণা ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের 'রব'-এর নিকট থেকে পথ নির্দেশিকা এসেছে' *(নাজম ২৩)*। আল্লাহ নবী করীম (ছাঃ) প্রসঙ্গে বলেন,

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى- مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى- وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى-

'শপথ নক্ষত্রের! যখন ওটা হয় অস্তমিত। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপদগামীও নয়। আর সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো অহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়' *(নাজম ১-৪)*।

সুতরাং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে পথভ্রষ্টতা ও সীমালংঘন নামক মূর্খতা ও অন্ধকার নামক দু'টি কাজ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। পথভ্রষ্ট হ'ল সেই ব্যক্তি যে হক্ব জানে না। সীমালংঘন হ'ল প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। আল্লাহ বিবৃতি প্রদান করছেন এ মর্মে যে, রাসূল স্বীয় প্রবৃত্তি হ'তে কোন কথা বলেননি। বরং তা ছিল অহি, যা আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে মুক্ত করেছেন।

[চলবে]

৩. *আবুদাঊদ হা/৪৭৬৮, কিতাবুস সুন্নাহ, 'খারেজীদের হত্যা' অনুচ্ছেদ।*

৪. *আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তাবারাণী, বায়হাক্বী, হাকেম প্রভৃতি; সিলসিলা ছহীহা হা/১২৮৩ এটি ছহীহ হাদীছ।*

Contents

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনে কঠোর মূলনীতি এবং তার বাস্তবতা

মুযাফফর বিন মুহসিন

(২য় কিস্তি)

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ছাহাবীদের সতর্কতা অবলম্বনঃ

জাহান্নামের ভীতির কারণে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা এমন মূলনীতি অবলম্বন করেছিলেন যা সকলের জন্য পালন করা ছিল দুঃসাধ্য। ফলে হাদীছ জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বর্ণনা করতে ভয় পেতেন। কোন ছাহাবী অপরিচিত হাদীছ শুনলে তাৎক্ষণিক সেই হাদীছের পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য বলতেন এবং অন্যথা কঠোর শাস্তির কথাও বলে দিতেন। যেমন-

عن بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ الخُدرِىَّ يَقُوْلُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَتَانَا أَبُوْ مُوْسَى فَزِعًا أَوْمَذْعُوْرًا قُلْنَا مَاشَأْنُكَ؟ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ إِنِّىْ أَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاَثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ أُوْجِعَنَّكَ فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ لاَيَقُوْمُ مَعَهُ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ قُلْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ-

'বুসর ইবনু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমরা একদা মদীনায় আনছারদের মজলিসে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় আবু মূসা আমাদের নিকট আসলেন আতঙ্কিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। আমরা বললাম, তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন, ওমর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর বাড়ির দরজার নিকট গেলাম এবং তিনবার সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি। ফলে আমি ফিরে আসি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট যেতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আপনার নিকট আমি গিয়েছিলাম এবং তিন বার সালাম দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সালামের উত্তর না দেওয়ায় আমি ফিরে এসেছি। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চাইলে যদি অনুমতি না দেয় তাহ'লে সে যেন ফিরে আসে'। ওমর (রাঃ) বলেন, তুমি এ কথার উপর প্রমাণ পেশ কর, অন্যথা তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব বা শাস্তি দিয়ে হত্যা করব। (ঘটনা শুনার পর) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, এই দলের মধ্যে যে সবার ছোট সে তার পক্ষে সাক্ষী হবে। তখন আবু সাঈদ বললেন, আমিই সবার ছোট। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি তার সাথে যাও।[৪৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ওমর (রাঃ) বলেছিলেন,

فَوَ اللهِ لَأُوْجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْلَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ شَهِدَ لَكَ عَلَى هَذَا-

'আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই অবশ্যই তোমার পিঠ ও পেট চিরে তোমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব অথবা তোমার এই কথার পক্ষে কাউকে সাক্ষী হিসাবে নিয়ে আসবে'।[৪৯] অন্যত্র এসেছে যে, ওমর (রাঃ) তার প্রতি এতই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন যে, উবাই ইবনু কা'ব তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, فَلاَ تَكُوْنَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'আপনি কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের উপরে এরূপ শাস্তির ভয় দেখাবেন না'। তখন ওমর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন, 'সুবহা-নাল্লাহ! আসলে আমি যখন কোন কিছু শুনি তখন তার প্রতি আস্থাশীল হ'তে পসন্দ করি'।[৫০]

মালেক মুওয়াত্ত্বার বর্ণনায় এসেছে, সাক্ষী হাযির করা হলে ওমর (রাঃ) আবু মূসাকে বলেছিলেন,

أَمَا إِنِّىْ لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنْ خَشِيْتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم

'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অভিযুক্ত করতে চাইনি; বরং আমি আশংকা করছিলাম যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে কোন মিথ্যা কথা রচনা করল কি-না'।[৫১]

ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, 'এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলামের অতি নিকটবর্তী ওমর (রাঃ)-এর যুগেও তিনি সাক্ষী হাযির করতে বলেছেন। সুতরাং তিনি আশংকা করছিলেন যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ উৎসাহ ও ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করছে কি-না। তাই সাক্ষী তলব করেছেন যে ব্যক্তি ঐ

৪৮. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৬২৬ 'আদব' অধ্যায়, 'অনুমতি' অনুচ্ছেদ-৭।*
৪৯. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৬২৮।*
৫০. *ছহীহ মুসলিম হা/৫৬৩৩ - উল্লেখ্য, ওমর (রাঃ) সে সময় বাজারে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাই এ দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি।*
৫১. *ইমাম মালেক, মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ৫৯৭-৯৮, 'অনুমতি' অধ্যায়; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১১/৩২ পৃঃ, হা/৬২৪৫-এর আলোচনা দ্রঃ, 'অনুমতি' অধ্যায়।*

বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। মূলতঃ তিনি তাদেরকে জানাতে চেয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এরূপ কিছু বলবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে যতক্ষণ সে তার পক্ষে সাক্ষী হাযির না করবে'।[৫২]

উল্লেখ্য, ওমর (রাঃ) থেকে পৃথক বিষয়ে আরো দু'টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৫৩]

ওছমান (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَتَى عُثْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا يَتَوَضَّأُ يَاهَؤُلاَءِ أَكَذَاكَ؟ قَالُوْ نَعَمْ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهُ-

'বুসর ইবনু সাঈদ (রাঃ) বলেন, ওছমান (রাঃ) একদা 'মাক্বাইদ' নামক স্থানে আসলেন। অতঃপর ওযূর পানি চাইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং তিনবার তিনবার করে দুই হাত ধৌত করলেন। তারপর মাথা মাসাহ করলেন এবং তিনবার তিনবার করে দুই পা ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এইভাবে ওযূ করতে দেখেছি। হে লোক সকল! তিনি কি এইভাবে করতেন না? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তাঁর কাছে ছাহাবীদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন'।[৫৪]

অনুরূপ আলী (রাঃ) সম্পর্কেও বর্ণনা হয়েছে,

عن أَسْماء بن الْحَكَمِ الْفَزَارِى قال سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ إِنِّىْ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم حَدِيْثًا نَفَعَنِىَ اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَّنْفَعَنِىْ وإِذَا حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ أَصحَابِهِ اِسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِىْ صَدَّقْتُهُ-

আসমা ইবনু হাকাম আল-ফাযারী (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমি এমন একজন ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে যখন কোন হাদীছ শুনি তখন আল্লাহ আমাকে তার থেকে উপকার দেন, তিনি আমাকে যতটুকু উপকার দিতে চান। আর তাঁর ছাহাবীদের মধ্য থেকে কোন ছাহাবী যখন আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করে তখন আমি তাকে শপথ করতে বলি। যখন সে আমার নিকট শপথ করে তখন তাকে বিশ্বাস করি'।[৫৫]

قَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوْا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ-

আলী (রাঃ) বলেন, 'লোকদের কাছে তোমরা ঐ বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করবে যে বিষয় সম্পর্কে তারা বুঝে। তোমরা কি চাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে মিথ্যারোপ করা হোক'?[৫৬]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, – بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ – 'কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে'।[৫৭]

আবুবকর (রাঃ) থেকেও একটি বর্ণনা এসেছে। ক্বাবীছাহ বিন যুওয়াইব (রাঃ) বলেন, একদা জনৈকা দাদী বা নানী তার পোতা বা নাতির সম্পত্তিতে তার অংশ কত জানার জন্য আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর দরবারে এলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কিতাবে তোমার জন্য কিছুই দেখছি না, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তুমি এখন ফিরে যাও আমি লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখি। অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করা হ'লে ছাহাবী মুগীরা ইবনু শু'বা বলেন, এসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১/৬ অংশ দিয়েছেন। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, তোমার সাথে সাক্ষী হিসাবে কেউ আছে কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ দাঁড়িয়ে মুগীরার ন্যায় বললেন। ফলে আবুবকর (রাঃ) উক্ত হাদীছ অনুযায়ী রায় দিলেন।[৫৮]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটিকে শায়খ আলবানী (রহঃ) যঈফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী হাসান ছহীহ বলেছেন। আরো বলেছেন, এ সংক্রান্ত হাদীছগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে ছহীহ। ইমাম যাহাবী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। ইবনু হাজার মুরসাল সূত্রে ছহীহ বলেছেন। অনুরূপ ইবনু সাকানও ছহীহ বলেছেন।[৫৯] ডঃ মুহাম্মাদ ইবনু মাত্বর আয-যাহরানী বলেন, এই ঘটনাটি ২০-এর অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা কেবল ক্বাবীছাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি আবুবকরের সাক্ষাৎ পাননি। সে অনুযায়ী ঘটনাটি মুরসাল। তবে মুহাদ্দিছগণের নিকটে ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ।[৬০]

---

৫২. *ফাৎহুল বারী ১১/৩২ পৃঃ।*
৫৩. *ছহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ১/২২৮ ও ১৮৬-৮৭৭; সনদ ছহীহ, প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ ইজাজ আল-খত্বীব, আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীল, পৃঃ ১১৪ ও ১১৫-১১৬।*
৫৪. *মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৭২, সনদ ছহীহ, আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ১১৬।*
৫৫. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩০০৬, ২/১২৯-৩০ পৃঃ, সনদ হাসান, 'তাফসীর' অধ্যায়, 'সূরা আলে ইমরান' অনুচ্ছেদ।*
৫৬. *ছহীহ বুখারী হা/১২৭।*
৫৭. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামা দ্রঃ অনুচ্ছেদ-৩।*
৫৮. *আবুদাঊদ, হা/২৮৯৪; তিরমিযী হা/২১০১; মিশকাত হা/৩০৬১।*
৫৯. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/২৭৯-৮০।*
৬০. *ঐ, ইলমুর রিজাল, পৃঃ ২০।*

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّيْ لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَقَالَ أَمَا إِنِّيْ لَمْ أُفَارِقْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

আমের ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি যুবাইরকে বললাম, আমি আপনার নিকট থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করতে শুনছি না, যেমন অমুক অমুক হাদীছ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে পৃথক ছিলাম এমনটি নয়; বরং আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরী করে নেয়'।[৬১] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

আনাস (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের নিকট বেশী বেশী হাদীছ বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেওয়ার কারণ হল, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়'।[৬২]

মোটকথা সমস্ত ছাহাবীই নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভীত-সন্ত্রস্ত থেকেছেন এবং আপোসহীন নীতি মেনে চলেছেন। তাদের ধারাবাহিকতায় তাবেঈগণও সেই পথ অবলম্বন করেছেন। (وقد اتبع هذا المنهج سائر الصحابة .... ثم التابعين من بعدهم)

বলা বাহুল্য, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সারাক্ষণ অবস্থান করতেন অত্যন্ত সচেতন ও তীক্ষ্ণ মেধা নিয়ে। তাঁদের সেরা দশজন মৃত্যুর আগেই জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁরা ছিলেন প্রশংসিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা করেছেন, তিন যুগকে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরাম সবাই সেই যুগের অন্তর্ভুক্ত। এত কিছু মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে কতই না সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু আমরা হর-হামেশা জাল-যঈফ হাদীছ বলছি, আমল করছি, লিখছি, বক্তব্যে প্রচার করছি। আরো আশ্চর্যজনক হ'ল, যে হাদীছটি বর্ণনা করা হচ্ছে সে হাদীছটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত সেটাও অজানা। ছহীহ-যঈফ যাচাই করা তো দূরের কথা।

উল্লেখ্য, হাদীছ গ্রহণ ও বর্জনের শর্ত এবং উছূল বা মূলনীতি সমূহ সাধারণ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত নয়; বরং শারঈ কঠোরতার কারণে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইসলামের চার খলীফার মধ্যে আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীদের পক্ষ থেকেই মূলনীতি সমূহ এসেছে। অতঃপর মুহাদ্দিছগণ তা রূপায়ন করেছেন। (شروط الأئمة للعمل بالحديث أن هذا كان شرط أبى بكر وعمر وعلى للعمل بالحديث)[৬৩] আর এই উপযুক্ত প্রচেষ্টার উপরেই তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীগণ বর্ণনাকে সুদৃঢ়করণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ, সমালোচনা, পরিশোধন ও অনুসন্ধানের প্রয়াস চালু রেখেছেন। এর ফলেই বর্ণনাকারী ও বর্ণিত ব্যক্তির গ্রহণ ও বর্জনযোগ্য অবস্থা জানতে সক্ষম হয়েছেন এবং বর্ণনাগুলোর ছহীহ, হাসান ও যঈফের মধ্যে পার্থক্য করতে পেরেছেন।[৬৪]

জাল ও যঈফ হাদীছের সূচনাকালঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চিরন্তন হুঁশিয়ারী, বিভ্রান্তির আশংকা এবং ছাহাবায়ে কেরামের সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিশ্ছিদ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও জাল হাদীছের সূচনা হয়। ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষ দিকে এবং আলী (রাঃ)-এর সময়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দর্শনের মতপার্থক্যকে স্থায়ীকরণের স্বার্থেই ১ম শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে জাল হাদীছের সূচনা হয়। রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মীয় লেবাসে খারেজী, শী'আ, ক্বাদারিয়া, মুরজিয়া প্রভৃতি পথভ্রষ্ট ফের্কা সমূহ উক্ত অপকর্মের পিছনে নগ্ন ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে শী'আ ও ইহুদী-খ্রীষ্টানদের দোসর যিন্দীক্বরা ছিল এক্ষেত্রে অগ্রগামী। এক শ্রেণীর আলেম, সূফী, দরবেশ, সাধু, ব্যবসায়ী, কবি-সাহিত্যিকরাও এই সুযোগ হাত ছাড়া করেনি। জাতি, ধর্ম, দল, গোষ্ঠী, মাযহাব, ইমামপ্রীতি, শাসকদের প্রশংসা, যুদ্ধে উদ্যম সৃষ্টি, আঞ্চলিক স্বনাম ও ব্যক্তি ভিত্তিক গুণকীর্তনের

৬১. *ছহীহ বুখারী হা/১০৭ 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।*
৬২. *ছহীহ বুখারী হা/১০৮।*

৬৩. *ডঃ শায়খ মুছত্বফা আস-সিবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৬৭।*
৬৪. *وعلى هذه العناية سار التابعون ومن بعدهم فى التثبت فى الرواية و التدقيق والنقد والتمحيض والتحرى فقد استطاعوا بهذه العناية أن يعرفوا حال الراوى والمروى من حيث القبول والرد وميزوا من الصحيح والحسن والضعيف من المرويات–* প্রফেসর ডঃ হাসান মুহাম্মাদ মাক্ববূলী আল-আহদাল, মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ৩৮।

জন্য হাদীছ জাল করা হয়। ইহুদী প্রতারক আব্দুল্লাহ বিন সাবার চক্র জাল হাদীছ রচনার প্রতি বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করে। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে সেগুলো দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করে। এভাবেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে মতানৈক্যের বীজ বপন করা ও তাকে স্থায়ী করার হীন স্বার্থেই ছহীহ হাদীছের বিরোধী অসংখ্য জাল হাদীছ রচনা করা হয়।[৬৫]

হাদীছ কি জাল-যঈফ হয়?

সাধারণ লোক তো বটেই শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এমনকি এক শ্রেণীর আলেমও বলে থাকেন, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ জাল কিংবা যঈফ হবে কেন? তাঁর নামে যা বর্ণিত হয়েছে সবই তো হাদীছ, সবই আমল করতে হবে। তাদের কথা একদিক থেকে সত্য। প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর যে কথাগুলো ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে জাল বা যঈফ বলা হয় না, বরং স্বার্থান্বেষী মহলগুলো তাঁর নামে যে সমস্ত হাদীছ জাল করেছে সেগুলোই জাল-যঈফ বলে স্বীকৃত। আর জাল হাদীছ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথাকে জাল বা যঈফ বলা হয় না।[৬৬]

দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁর নামে মিথ্যা কথা রচনা করা হবে এবং তিনি যা বলেননি তাঁর নামে তা প্রচার করা হবে। সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীছের ব্যাপারে তো আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না? **তৃতীয়তঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করে যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ জাল-যঈফ হাদীছ রচিত হয়েছে সেগুলো ছাহাবীদের শেষ যুগে এবং তাবেঈ ও তার পরবর্তী মুহাদ্দিছগণের যুগ থেকেই প্রমাণিত। মুহাদ্দিছগণ সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাহাবীদের মূলনীতির মাধ্যমে সেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে হাযার হাযার গ্রন্থও রচিত হয়েছে। তাহ'লে হাদীছ জাল ও যঈফ হয় না বলে মন্তব্য করা, দেদারসে তা প্রচার করা এবং তার প্রতি আমল করা কি মুসলিম বিবেকসম্মত? অবশ্যই না; বরং জাল ও যঈফ গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। **চতুর্থতঃ** ইহুদী-খ্রীষ্টান বা বিধর্মী সম্প্রদায়ের চক্রান্তে যে সমস্ত অসংখ্য জাল হাদীছ রচিত হয়েছে সেগুলোও কি হাদীছ? মুসলিম নামের অসংখ্য ভ্রান্ত ফের্কা নিজেদের স্বার্থে যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ রচনা করেছে, সেগুলোকে কি মুসলিম ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে? অতএব হাদীছ জাল বা যঈফ হয় না এ ধরনের মন্তব্য করা মারাত্মক অন্যায়।

---

৬৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৭৫-৭৯; ডঃ আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররফাহ, পৃঃ ১৯-৪৫; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ১৮৭-২১৮; ডঃ ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ, আল-ওয়াযউ ফীল হাদীছ, ১/১১২-৩৮।*

৬৬. *ডঃ আব্দুল করীম ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খাযীর, আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজু বিহী, পৃঃ ১৩০।*

শারঈ মানদণ্ডে জাল ও যঈফ হাদীছঃ

মুসলিম উম্মাহর জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় বিষয় হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা অহী বা হক্ব। এছাড়া অন্যকিছু পালনীয় নয়। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ 'আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে কেবল তারই অনুসরণ করুন' *(আহযাব ২; আন'আম ৫০ ও ১০৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা সকলকে সম্বোধন করে বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ–

'তোমরা তারই অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। উহা ছাড়া তোমরা অন্যান্য আওলিয়াদের অনুসরণ কর না' *(আ'রাফ ৩; বাক্বারাহ ১৭০; লুকমান ২১)*।

উক্ত নির্দেশের সাথে সাথে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন অহী ছাড়া অন্য কোন কিছুর অনুসরণ না করেন। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ–

'আপনার নিকট অহী আসার পরও যদি আপনি তাদের (বিধর্মীদের) প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন তাহ'লে আপনি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন' *(বাক্বারাহ ১৪৫)*। অন্য আয়াতে এসেছে, 'আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না' *(বাক্বারাহ ১২০)*।

উক্ত অহী কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। অন্য কারো পক্ষ থেকে আসে না *(কাহফ ২৯)*। অহী দুই ধরনের। (এক) অহী মাতলূ, যা পাঠ করা হয়। এর ভাষা ও ভাব উভয়টিই আল্লাহ্র। অর্থাৎ আল-কুরআন। (২) অহী গায়র মাতলূ, যা পাঠ করা হয় না। এর ভাষা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর, আর ভাব স্বয়ং আল্লাহ্র। অর্থাৎ ছহীহ হাদীছ। অতএব পবিত্র কুরআন যেমন অহী তেমনি হাদীছও অহী। উভয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মানুষের কাছে এসেছে। আর তিনি শারঈ বিষয়ে কোন কথা বলতেন না যতক্ষণ তাঁর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ বা অহী না আসত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى

'তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। যতক্ষণ না তার প্রতি অহী করা হয়' *(নাজম ৩-৪)*। বরং যদি তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু রচনা করেন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হত্যা করার হুমকিও দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ–

‘তিনি যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করতেন, তবে আমি তাঁর ডান হাত ধরে নিতাম। অতঃপর তাঁর গলা কেটে ফেলতাম’ *(হাক্কাহ ৪৪-৪৬)*। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ উভয়টিই সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অহী।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত অহীর বিধানকে যথাযথরূপে সংরক্ষণ করার দায়িত্বও স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিয়েছেন। আল্লাহ নিজেই এর ঘোষণা দিয়ে বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ– ‘নিশ্চয়ই আমি স্বয়ং এই যিকির অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক’ *(হিজর ৯)*। অন্যত্র বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ‘আপনার কাছে যিকির (হাদীছ) অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি লোকদের সামনে ঐ বিষয় বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে’ *(নাহল ৪৪)*। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা যিকিরকে সংরক্ষণ করার জন্য চিরন্তন প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আর যিকির বলতে যে কুরআন-সুন্নাহ উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত তাও তিনি বলে দিয়েছেন। ইমাম ইবনু হাযাম (রহঃ) উক্ত প্রমাণাদি সহ আলোচনা করে বলেন,

فَصَحَّ أَنَّ كَلَامَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُ فِيْ الدِّيْنِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَاشَكَّ فِيْ ذَلِكَ وَلَاخِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالشَّرِيْعَةِ فِيْ أَنَّ كُلَّ وَحْيٍ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ ذِكْرٌ مُنَزَّلٌ فَالْوَحْيُ كُلُّهُ مَحْفُوْظٌ بِحِفْظِ اللهِ تَعَالَى لَهُ بِيَقِيْنٍ–

‘সুতরাং বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হ’ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি কথাই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত, যা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অহী করা হয়েছে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর অহীর সবকিছুই যে স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে ভাষাবিদ ও শরী‘আত অভিজ্ঞ কোন একজনের মধ্যেও মতানৈক্য নেই। আর সেটাই হ’ল নাযিলকৃত যিকির। সুতরাং অহীর সবকিছুই আল্লাহ্‌র বিশেষ সংরক্ষণে সংরক্ষিত’।[৬৭]

অতএব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা কুরআন-সুন্নাহ যে অতি স্বচ্ছ, অনিন্দ্য সুন্দর, অভ্রান্ত, অকাট্য ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দে নেই। কোন ব্যক্তি, মহল, দল ও গোষ্ঠী যদি তাতে জাল-যঈফ ও মানব রচিত কোন কিছু প্রবেশ করাতে চায় তাহ’লে সেটা হবে বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। আর আল্লাহ তা‘আলা সেগুলোকে উৎখাত করবেন নিজ দায়িত্বেই। সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীছ কখনো অহীর অন্তর্ভুক্ত হ’তে পারে না। উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে যেমন ষড়যন্ত্র হয়েছে, কাফের-মুশরিক ও শী‘আদের মত কতিপয় ভ্রান্ত ফের্কা যেমন কুরআনের সূরা ও আয়াত রচনা করেছে, তেমনি হাদীছের বিরুদ্ধেও গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ছাহাবীদের মাধ্যমে যেমন পবিত্র কুরআনকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন তেমনি হাদীছকেও ঐ ছাহাবীদের মাধ্যমেই সংরক্ষণ করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা অহীকে ষড়যন্ত্রের আবর্জনা থেকে স্বচ্ছ রেখেছেন।

জাল ও যঈফ হাদীছের অসারতাঃ

প্রথমতঃ জাল হাদীছ রচনা করা, শরী‘আতের নামে নতুন কোন আমল তৈরী এবং অহীর বিধানের অপব্যাখ্যা করা পরিষ্কার হারাম। এতে যে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি সরাসরি মিথ্যারোপ করা হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَايَهْدِىْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ–

‘সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হ’তে পারে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে, যাতে সে বিনা ইলমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না’ *(আন‘আম ১৪৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ সম্পর্কে ঐ সমস্ত কথা বলাকে হারাম করা হয়েছে যে সম্পর্কে তারা জানে না *(আ‘রাফ ৩৩)*। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করার পরিণাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব জাল হাদীছ সহ মানুষ কর্তৃক শরী‘আতের নামে যা কিছু রচিত হয়েছে তা অবশ্যই অহীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো প্রচার করা, আমল করা, তার দিকে দাওয়াত দেওয়া নিঃসন্দেহে হারাম।

দ্বিতীয়তঃ যঈফ হাদীছের প্রসঙ্গ। মূলনীতি অনুযায়ী যে হাদীছ ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তে উন্নীত হ’তে পারেনি সেটাই যঈফ হাদীছ।[৬৮] উক্ত সংজ্ঞার আলোকেই তা অগ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যাখ্যাত বলে প্রমাণিত হয়। হাদীছ যঈফ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে তার উপর কয়েকটি দোষ বা অভিযোগ পতিত হয়। যেমন-

---

৬৭. *ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযাম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ১/১৩৩।*

৬৮. *মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ ফী উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ২০; হাফেয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী ফী শারহে তাক্বরীবুন নাবাভী ১/৯৫ পৃঃ।*

(১) ধারণা বা সন্দেহঃ মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ হাদীছ সর্বদা ধারণাপ্রবণ।[৬৯] আর শরী'আত ধারণা বা সন্দেহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِى مِنَ الحَقِّ شَيْئًا–

'মূলতঃ তাদের অধিকাংশই ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করে। অথচ ধারণা সত্যের কাছে একেবারেই মূল্যহীন' *(ইউনুস ৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ، 'তারা শুধু মিথ্যা কল্পনারই অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে' *(আন'আম ১১৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، 'তোমরা কল্পনা থেকে সাবধান! কারণ কল্পনা অধিকতর মিথ্যা কথা হয়ে থাকে'।[৭০]

(২) ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছঃ ত্রুটিপূর্ণ রাবী সনদের মধ্যে থাকার কারণে হাদীছ যঈফ সাব্যস্ত হয়। হাদীছ যঈফ হওয়ার জন্য এটা একটি অন্যতম মূলনীতি। আর এ ধরণের লোকের কথায় কখনো দলীল সাব্যস্ত হয় না। কারণ ইসলাম এতটা মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ–

'হে মুমিনগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে। যাতে তোমরা মূর্খতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' *(হুজুরাত ৬)*।

অতএব আস্থাহীন, ত্রুটিপূর্ণ, অভিযুক্ত, পাপাচারী, ফাসিক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ঐ কথা প্রমাণিত না হবে। আর নির্ভযোগ্য সূত্র না থাকার কারণেই সেই হাদীছ যঈফ সাব্যস্ত হয়েছে। তাই কুরআনে কারীমের নির্দেশ অনুসারে যঈফ হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা মোটেও থাকে না। আর এ ধরনের সংবাদ গ্রহণ করার কারণেই যে মুসলিম উম্মাহর দ্বিধা বিভক্তি তা আয়াতের শেষাংশের ইঙ্গিত থেকেই প্রমাণিত।

৬৯. *ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী, আল-ক্বাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৯।*
৭০. *ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪; ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৩৬; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৮১৭; ছহীহ তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০২৮।*

(৩) প্রমাণ বা সাক্ষী বিহীন বর্ণনাঃ যঈফ বর্ণনা প্রমাণ ও সাক্ষী বিহীন। হাদীছ বলে কেউ যদি কোন কথা বর্ণনা করে আর তার পক্ষে কেউ সাক্ষী না দেয় তাহ'লে এই ধরণের হাদীছ গ্রহণ করা শরী'আত সিদ্ধ নয়। এটা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। আল্লাহ বলেন,

وَاشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيْمُوْا الشَّهَادَةَ لِلّهِ–

'তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী দিবে' *(তালাক্ব ২)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ–

'তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী নির্ধারণ কর। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের, যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর' *(বাক্বারাহ ২৮২)*। উল্লেখ্য যে, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের কাছে সাক্ষী ছাড়া হাদীছ গ্রহণযোগ্য হ'ত না। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) যঈফ বলে পরিচিত বা স্বীকৃত হওয়াঃ কোন হাদীছ যঈফ বলে স্বীকৃত হ'লে তা শরী'আতের দলীল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ ইসলাম সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। অতি স্বচ্ছ, অভ্রান্ত, অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ 'আপনার রবের কথা সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। তাঁর কথার পরিবর্তনকারী কেউ নেই' *(আন'আম ১১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً 'আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ দীপ্তিমান ও অতি স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে এসেছি'।[৭১] অতএব শারঈ মানদণ্ডে জাল হাদীছ তো নয়ই যঈফ হাদীছও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এক্ষণে জাল ও যঈফ হাদীছ প্রতিরোধে ছাহাবী, তাবেঈ, কতিপয় মুসলিম খলীফা ও মুহাদ্দিছগণের অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

৭১. *আহমাদ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭৭ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

মুসলিম জাগরণঃ সফলতা লাভের মূলনীতি

মূল ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে ওছায়মীন
*অনুবাদ ঃ নূরুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

চতুর্থ মূলনীতিঃ হিকমত (প্রজ্ঞা)

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে মুসলিম জাগরণ প্রত্যাশী যুবকদের জন্য। আর প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির কাছে প্রজ্ঞা কতইনা তিক্ত বিষয়!

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের চারটি স্তরঃ

প্রথমতঃ হিকমত দ্বারা।

দ্বিতীয়তঃ সদুপদেশ দ্বারা।

তৃতীয়তঃ অত্যাচারী ব্যতীত (অন্যদের সাথে) উত্তম পন্থায় বিতর্কের দ্বারা।

চতুর্থতঃ অত্যাচারীকে বাধাদানের দ্বারা।

এই চারটি স্তরের দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীঃ أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ– ‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়’ *(নাহল ১২৫)* এবং وَلاَ تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ– ‘তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী’ *(আনকাবূত ৪৬)*।*

কোন বিষয়কে যথাযথ স্থানে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সুনিপুণ ও সুদৃঢ়ভাবে তা সম্পাদন করাই হচ্ছে হিকমত। মানুষ বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে তাথেকে রাতারাতি ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থায় ফিরে আসার কল্পনা করা এবং এক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা হিকমত নয়। যে এরূপ কল্পনা করবে সে গণ্ডমূর্খ ও হিকমত (অবলম্বন) থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী। কেননা এটি আল্লাহ্‌র হিকমতেরও পরিপন্থী। এর প্রমাণ হচ্ছে- যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছিল তাঁর উপর শরী‘আতের বিধি-বিধান ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছিল, যাতে মানুষের মনে তা প্রোথিত-গ্রোথিত হয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে।

হিজরতের তিন মতান্তরে দেড় বা পাঁচ বছর পূর্বে মি‘রাজের রজনীতে ছালাত ফরয হয়। তবে বর্তমান রূপে তা ফরয হয়নি। প্রথমতঃ যোহর, আছর, এশা ও ফজরের ছালাত দু’রাক‘আত ফরয করা হয়েছিল।* আর মাগরিবের ছালাত তিন রাক‘আতই ছিল, যাতে তা দিনের বিতর বা বেজোড় ছালাত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় তের বছর অতিবাহিত করার পর হিজরতের পরে মুকীমের ছালাতের রাক‘আত সংখ্যা বৃদ্ধি করে যোহর, আছর ও এশার ছালাত চার রাক‘আত নির্ধারণ করা হয়। আর ফজরের ছালাত পূর্বের ন্যায় (দু’রাক‘আত) বহাল থাকে। কারণ ফজরের ছালাতে ক্বিরাআত দীর্ঘ হয়। অন্যদিকে মাগরিবের ছালাত তিন রাক‘আতই থেকে যায়। কেননা তা দিনের বিতর বা বেজোড় ছালাত।

যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে অথবা মক্কায় ফরয হয়েছিল। কিন্তু তখনও উহার নিছাব ও কতটুকু প্রদান করলে ওয়াজিব আদায় হবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি এবং ৯ম হিজরীর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাত আদায়কারীদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য (লোকদের কাছে) প্রেরণও করেননি। যাকাতের বিকাশ ঘটে তিনটি স্তরেঃ

প্রথম স্তরঃ মক্কায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ‘আর ফসল কাটার দিনে উহার হক প্রদান করবে’ *(আন‘আম ১৪১)*। কিন্তু তখন কতটুকু যাকাত দিলে ওয়াজিব আদায় হবে এবং কী পরিমাণ সম্পদ হ’লে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে তা বর্ণনা করা হয়নি; বরং বিষয়টি মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় স্তরঃ দ্বিতীয় হিজরীতে যাকাতের নিছাব বর্ণনা করা হয়।

** এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

** উল্লিখিত আয়াতে সীমালংঘনকারী বা যালেম বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ ও সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেন, وقوله: (إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ) معناه: إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية– ‘তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে যালেম বা সীমালংঘনকারী’র আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে- ‘আহলে কিতাবের (ইহুদী-খৃষ্টান) মধ্যে যারা মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে তারা ঈমান না আনা বা জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করতে হবে’ (তাফসীরে কুরতুবী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), ১৩ খণ্ড, পৃঃ ২৩২)। ইমাম বাগাবীও অনুরূপ বলেছেন (দ্রঃ মুখতাছার তাফসীরুল বাগাবী, সংক্ষিপ্তকরণেঃ ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন আলী যায়েদ (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২২ হিঃ), পৃঃ ৭২৬)। জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, أى: حادوا عن وجه الحق، وعموا عن واضح المحجة، وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد– ‘অর্থাৎ সীমালংঘনকারী তারাই যারা হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, স্পষ্ট পথের দিশা পায়নি এবং (জেনে-বুঝে হক্বের) বিরোধিতা করেছে। এদের সাথে বিতর্কের পরিবর্তে যুদ্ধ করতে হবে’ (তাফসীর ইবনে কাছীর, তাহকীক্বঃ ডঃ সাইয়েদ মুহাম্মাদ সাইয়েদ ও অন্যান্য (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খৃঃ), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৯) -অনুবাদক।*

** বুখারী হা/৩৫০ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘মি‘রাজের রজনীতে কিভাবে ছালাত ফরয করা হয়েছিল’ অনুচ্ছেদ, হা/৩৯৩৫ ‘আনছারদের মানাকিব’ অধ্যায় -অনুবাদক।*

তৃতীয় স্তরঃ ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গবাদিপশু ও ফলের মালিকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের জন্য আদায়কারীদেরকে পাঠাতে শুরু করেন।

শরী'আতের বিধি-বিধান মানুষদের জন্য প্রবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার দিকে আল্লাহ্র লক্ষ্য রাখার বিষয়টি চিন্তা করুন! তিনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।

অনুরূপভাবে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, ছিয়ামও পর্যায়ক্রমে ফরয করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রথম ছিয়াম ফরয করার সময় মানুষদেরকে ছিয়াম পালন করা বা খাদ্য খাওয়ানোর যেকোন একটি বেছে নেয়ার অবকাশ দিয়েছিলেন। অতঃপর ছিয়াম পালন ফরয হয় এবং যে ধারাবাহিকভাবে ছিয়াম পালনে অক্ষম তার জন্য খাদ্য খাওয়ানো নির্ধারিত হয়।

আমি বলছি, রাতারাতি বিশ্ব পরিবর্তন হওয়া হিকমতের পরিপন্থী। এর জন্য অবশ্যই দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। যে ভাইকে আপনি আহ্বান করবেন তিনি যতটুকু হকের উপর আছেন সে বিষয়ে মনোযোগ দিন এবং তাকে ভ্রান্ত পথ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তার সাথে ধীরস্থিরতার নীতি অবলম্বন করুন। আপনার নিকট সব মানুষ এক সমান হবে না। মূর্খ ও হঠকারীর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিকমত অবলম্বনের কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা সংগত মনে করছি। যেমন-

প্রথম দৃষ্টান্তঃ যে বেদুঈন মসজিদে পেশাব করেছিল তার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণঃ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এসে দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলতে লাগলেন, থাম, থাম। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَتُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ 'তোমরা ওকে বাধা দিও না, ওকে ছেড়ে দাও'। অতঃপর তারা তাকে ছেড়ে দিলেন, সে পেশাব করা শেষ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَتَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ-

'দেখ, এই মসজিদ সমূহে পেশাব করা বা একে কোন রকম নাপাক করা সঙ্গত নয়। এসবতো শুধু আল্লাহ্র যিকর করা, ছালাত আদায় করা ও কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য'। অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ধরণের কিছু বলেছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদের মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলে সে এক বালতি পানি নিয়ে এল। তিনি তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।[১]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ছালাতে দাঁড়ান। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ সময় এক বেদুঈন ছালাত আদায়রত অবস্থায় বলে উঠল, 'হে আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মাদের উপর রহম কর এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম কর না'। সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেদুঈনকে বললেন, لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا 'তুমি একটি প্রশস্ত জিনিষকে অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমতকে সংকুচিত করেছ'।[২]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসাছিলেন। অতঃপর সে ছালাত আদায় করে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার এবং মুহাম্মাদের উপর রহম কর এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম কর না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا 'তুমি একটি প্রশস্ত জিনিষকে (আল্লাহ্র রহমত) সংকুচিত করেছ'। কিছুক্ষণ পর সে মসজিদে পেশাব করে দিলে লোকেরা তার দিকে ছুটে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, أَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ 'তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও'। অতঃপর বললেন, إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ- 'কারণ তোমাদের সহজ ও বিনম্র আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়নি'।[৩]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, বেদুঈন তার অশোভন কাজের কথা বুঝতে পেরে বলল, অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। তিনি আমাকে গালি দিলেন না, ধমক দিলেন না, প্রহারও করলেন না।[৪]

---

১. *মুসলিম হা/২৮৫ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা যরূরী' অনুচ্ছেদ।*
২. *বুখারী হা/৬০১০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মানুষ ও পশুর প্রতি দয়া' অনুচ্ছেদ।*
৩. *মুসনাদে আহমাদ ২/২৩৯ পৃঃ; আবূ দাঊদ হা/৩৮০ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'মাটিতে পেশাব লাগলে' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/১৪৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মাটিতে পেশাব লাগলে তার বিধান' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।*
৪. *মুসনাদে আহমাদ ২/৫০৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫২৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাবসিক্ত যমীনকে কিভাবে পবিত্র করতে হবে' অনুচ্ছেদ, হাদীছ হাসান ছহীহ।*

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করার পর এই বেদুঈনের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে হিকমত অবলম্বন করেছিলেন সে ব্যাপারে আমরা কী বলব? আমার ধারণা (বর্তমানে) যদি কেউ কোন মসজিদে এসে পেশাব করা শুরু করে তাহ'লে লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে কিংবা একসঙ্গে অগ্রসর হয়ে বলবে, 'তোমার কী লজ্জা-শরম নেই? আল্লাহকে ভয় কর' ... ইত্যাদি। এটা ভুল।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুমিন অজ্ঞতা ছাড়া মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারে না। অজ্ঞতা তার জন্য ওযর স্বরূপ। নিঃসন্দেহে বেদুঈন মূর্খ ছিল। কেননা সে মরুভূমি থেকে এসেছিল এবং মসজিদকে সম্মান করা যে আবশ্যক তা তার জানা ছিল না। কিন্তু হিকমত অবলম্বনের কারণে ঐ বেদুঈন শিক্ষা লাভ করেছিল এবং মসজিদের প্রতি কী কর্তব্য তা বুঝেছিল। ছাহাবায়ে কেরামের হুমকি-ধমকি অনুযায়ী যদি ঐ বেদুঈন পেশাব করা বন্ধ করত তাহ'লে এর ফল কী হ'ত? (এর ফল হ'ত) ১. তার পেশাব করাতে ছেদ পড়ত। পেশাব আটকিয়ে রাখার কারণে হয়ত সে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হত। ২. তার কাপড় নোংরা হ'ত। আর যদি সে পেশাব করার সময় তার কাপড় উঠিয়ে থাকত, তাহ'লে তার লজ্জাস্থান প্রকাশ পেত। এতে মসজিদও হয়ত বেশী নোংরা হ'ত। হে আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারী! হিকমত ও তার উত্তম ফলাফল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন!

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আচরণঃ

মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। আমি বললাম, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন!) তখন লোকেরা আমার দিকে আড় চোখে দেখতে লাগল। আমি বললাম, আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক। তোমরা আমার দিকে এভাবে দেখছ কেন? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করলেন, তাঁর জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি তাঁর মত এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখিনি, পরেও কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, গালিও দিলেন না; বরং বললেন, إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَيَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ– 'ছালাতে কথা-বার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে- তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য'। অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুরূপ কিছু বলেছিলেন...।[৫]

এই হাদীছ থেকে আমরা একটি ফিক্বহী মাসআলা গ্রহণ করতে পারি। তা হ'ল- যদি কোন মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলবশতঃ ছালাতে কথা বলে, তাহ'লে তার ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে। এমতাবস্থায় অন্য আরেকজন এসে তাকে বলল, 'বাড়ীর চাবি কোথায়? আমি (এখান থেকে) বের হ'তে চাচ্ছি'। তখন সে ছালাত আদায়রত অবস্থায় ভুলবশতঃ বলল, 'ঘরের জানালায় চাবি আছে'। তার ছালাত কি বাতিল হবে, না হবে না? (এর উত্তর হচ্ছে) যদি সে ভুলবশতঃ এরূপ বলে থাকে তাহ'লে তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا–

'হে আমাদের প্রতিপালক যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

সতর্কীকরণঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দু'টি বিষয় সম্পর্কে অবগত হ'তে পারি।

প্রথম বিষয়ঃ মূর্খ ব্যক্তির সাথে নম্রতা অবলম্বন করা। কারণ মূর্খ ব্যক্তি মা'যূর। যদি আপনি তাকে শিক্ষা দেন তাহ'লে সে হঠকারীর ন্যায় হঠকারিতা প্রদর্শন না করে শিক্ষাগ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ কোন মানুষ অপবিত্র হ'লে দ্রুত অপবিত্রতা দূর করার ব্যবস্থা করবে। কেননা বেদুঈন পেশাব করা শেষ করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক বালতি পানি নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। আর বিলম্ব না করে সেই পানি তার উপর ঢেলে দেয়া হ'ল।

অনুরূপভাবে যদি আপনার কাপড়, শরীর বা ছালাত আদায়ের স্থানে অপবিত্রতা লেগে যায়, তাহ'লে দ্রুত তা পবিত্র করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কারণ হয়ত আপনি ভুলে গিয়ে অপবিত্র কাপড়, অপবিত্র শরীর বা অপবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করতে পারেন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে- একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে একটি শিশুকে*

---

৫. মুসলিম হা/৫৩৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অধ্যায়, 'ছালাতে কথা বলা নিষেধ' অনুচ্ছেদ।

**হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, يظهر لى أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده، ويحتمل أن يكون الحسن بن على أو الحسين 'শিশু দ্বারা পরবর্তী হাদীছে (বুখারী হা/২২৩) উল্লিখিত উম্মে কায়সের ছেলে উদ্দেশ্য বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। তবে আলী (রাঃ)-এর ছেলে হাসান বা হুসাইন (রাঃ)ও উদ্দেশ্য হ'তে পারে'। এর প্রমাণে তিনি তাবারানী কর্তৃক 'আল-মু'জাম আল-আওসাত' গ্রন্থে উম্মে সালমা থেকে হাসান সনদে বর্ণিত একটি হাদীছসহ অন্যান্য হাদীছ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, উকাশা বিন মিহছান আল-আসাদী (রাঃ)-এর বোন উম্মে কায়স প্রথম হিজরতকারিণীদের অন্যতম ছিলেন (ফাতহুল বারী (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ ১৪২১ হিঃ/ ২০০০ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫।-অনুবাদক।*

নিয়ে এসে তার কোলে রাখা হ'ল। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও দয়ালু ছিলেন। শিশুটিকে তাঁর কোলে রাখা মাত্রই সে পেশাব করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি আনালেন এবং এর উপর ঢেলে দিলেন (فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ)।[৬] এখানে (فَدَعَا) 'ফা' বর্ণটি ধারাবাহিকতা ও পরপর বুঝিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অপবিত্র ও কষ্টদায়ক বস্তু দ্রুত দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপনার কর্তব্য।

তৃতীয় দৃষ্টান্তঃ যে ব্যক্তি স্বর্ণের আংটি পরিধান করেছিল তার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণঃ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ– 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরা সংগ্রহ করে তার হাতে রাখে'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রস্থান করলে লোকটিকে বলা হ'ল, তোমার আংটিটি তুলে নাও, এর দ্বারা উপকৃত হও। সে বলল, না। আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনো ওটা নেব না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো ওটা ফেলে দিয়েছেন।[৭]

পাপীর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিরূপ আচরণ করেছেন তা আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। এই ব্যক্তির সাথে বেদুঈন ও মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম (রাঃ)-এর ঘটনা তুলনা করলে বিস্তর পার্থক্য দেখতে পাবেন। এই ঘটনায় কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই স্বর্ণের আংটিটি খুলে ফেলেছিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে এ মর্মে ভীতিপ্রদর্শন করেছিলেন যে, সে তার হাতে যে আংটি পরিধান করেছে তা আগুনের টুকরা।

চতুর্থ দৃষ্টান্তঃ বারীরার মনিবের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণঃ

উরওয়া থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ) তাকে বর্ণনা করেন, বারীরা (রাঃ) একবার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন পর্যন্ত বারীরা সেই অর্থ থেকে কিছুই আদায় করেননি। আয়েশা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা সম্মত হ'লে আমি তোমার মুকাতাবাতের* প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব। আর তোমার 'ওয়ালার'** অধিকার আমার হবে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বিষয়টি শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, خُذِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ– 'তাকে নিয়ে যাও এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা তাদের হবে, এ শর্ত মেনে নাও, (এতে কিছু আসে যায় না)। কেননা যে আযাদ করবে, ওয়ালা তারই হবে'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করে বললেন, مَابَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ، فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ– 'তোমাদের কিছু লোকের কি হ'ল? এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই? এমন কোন শর্ত, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে; এমনকি সে শর্ত শতবার আরোপ করলেও। কেননা আল্লাহ্র হুকুমই যথার্থ এবং আল্লাহ্র শর্তই নির্ভরযোগ্য। যে আযাদ করবে, সে-ই ওয়ালার অধিকারী হবে'।[৮]

---

৬. বুখারী হা/২২২ 'ওযূ' অধ্যায়, 'শিশুদের পেশাব' অনুচ্ছেদ।

৭. মুসলিম হা/২০৯০ 'পোশাক ও সাজসজ্জা' অধ্যায়, 'স্বর্ণের আংটি খুলে ফেলা' অনুচ্ছেদ।

** আল-মুকাতাবাহ' বা 'আল-কিতাবাহ'-এর সংগা প্রদান করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, وكتابة العبد ابتياع نفسه من سيده بما يؤديه من كسبه– 'মনিবকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে দাস বা দাসীর মুক্ত হওয়ার চুক্তিকে কিতাবাহ বা মুকাতাবাহ বলা হয়' (রাগেব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃঃ ৪২৭)। আর যে এরূপ চুক্তি করে তাকে বলা হয় 'মুকাতাব' (দ্রঃ ফাতহুল বারী ৫/২২৭ পৃঃ; মুফতী আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্বহ (দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯৯), পৃঃ ৫০২। এ ধরনের চুক্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও' (নূর ৩৩) -অনুবাদক]*

*** এখানে 'ওয়ালা' (الولاء) বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে- وللمالك أن يعتق عبده أو أمته ، أى أن يرد له حريته ، ولكن تبقى هناك صلة بين المعتِق والمعتَق، وهذه الصلة تسمى الولاء– 'মনিবের উচিত তার অধীনস্থ দাস বা দাসীকে আযাদ করা অর্থাৎ তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া। কিন্তু আযাদকৃত দাস বা দাসী ও আযাদকারীর মাঝে একটা সম্পর্ক রয়ে যায়। এই সম্পর্ককেই বলা হয় আল-ওয়ালা' (ডঃ আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিইয়াহ, ১১তম সংস্করণ ১৯৭৫), পৃঃ ৮৯। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (মৃঃ ৫০২ হিঃ) বলেন, الولاء فى العتق هو مايورث به 'আযাদ করার ক্ষেত্রে আল-ওয়ালা এমন একটা সম্পর্ক যার দ্বারা আযাদকৃত দাস বা দাসীর সম্পত্তির ওয়ারিছ হওয়া যায়' (রাগেব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খৃঃ), পৃঃ ৫৪৯। তদানীন্তন সময়ে আযাদকৃত ব্যক্তি আযাদকারীর দিকে সম্পর্কিত হ'ত। যেমন বলা হ'ত- زيد بن حارثة مولى رسول الله اى عتيقه 'যায়েদ বিন হারেছা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযাদকৃত দাস'। আর দাসী হ'লে বলা হ'ত هى مولاته 'সে তার আযাদকৃত দাসী'। ইসলামী শরী'আতের বিধান হচ্ছে- আযাদকৃত দাস বা দাসী যদি ওয়ারিছ না রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে আযাদকারী তার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে (দ্রঃ বুখারী হা/৬৭৫১-৫২, ৬৭৫৯-৬০ 'ফারাইয' অধ্যায়; ফাজরুল ইসলাম, পৃঃ ৮৯ -অনুবাদক।*

৮. বুখারী হা/২৫৬৩ 'মুকাতাব' অধ্যায়, 'মানুষের কাছে মুকাতাবের সাহায্য চাওয়া ও যাচনা করা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৫০৪ 'দাসমুক্তি' অধ্যায়, 'মুক্তদাসে অভিভাবকত্ব হবে মুক্তিদাতার জন্য' অনুচ্ছেদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি 'তোমাদের কিছু লোকের কি হ'ল'-এ কঠোর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন লক্ষ্যণীয়। এই অস্বীকৃতি হয়ত তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার জন্য, যেন তারা এমন অবস্থানে নেই যে, তাদের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত হবে। অথবা তাদের শর্ত অস্বীকার করার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বনের দৃষ্টিকোণ থেকে। যদিও প্রথম সম্ভাবনাই উজ্জ্বল। তিনি তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার জন্যই এমনটি বলেছিলেন। কারণ কাউকে জনসম্মুখে অপমান-অপদস্থ করার জন্য বক্তৃতা বা অন্য ক্ষেত্রে তার নাম উল্লেখ করে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, 'অমুক একথা বলেছে'।

এই হাদীছ থেকে যে ফায়েদা লাভ করা যায় তা হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি 'এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। আর যে শর্ত আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনকি সে শর্ত শতবার আরোপ করলেও'। সুতরাং যে শর্ত কুরআন মাজীদ বা হাদীছে নেই তা বাতিল বলে গণ্য ও প্রত্যাখ্যাত হবে।

এক্ষণে শরী'আত বিরোধী আইন-কানূনের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কী? তা কি বাতিল বলে গণ্য হবে, না গণ্য হবে না? হ্যাঁ, ঐসব আইনের প্রণেতা যেই হৌক না কেন তা অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য ও প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হবে এবং কারো জন্য কখনো তা আঁকড়ে ধরে থাকা জায়েয হবে না। কাজেই যেসব শর্ত কুরআন মাজীদে নেই তা একশ' শর্ত হ'লেও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ্‌র হুকুমই যথার্থ অর্থাৎ আল্লাহ যেসব বিষয়কে শরী'আত রূপে নির্ধারণ করেছেন তা অন্য বিধান থেকে যথার্থ। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ يَّهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّتَّبَعَ أَمَّنْ لاَّيَهِدِّيْ إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ– 'যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না- সে? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত করে থাক'? *(ইউনুস ৩৫)*।

উক্ত ঘটনায় কি কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়নি? (এর জবাবে) কতিপয় আলেম বলেন, এর কারণ পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যে আযাদ করবে, সে-ই ওয়ালার অধিকারী হবে। অন্যদিকে (ওয়ালা তাদের হবে এ ব্যাপারে) তাদের শর্তারোপে শরী'আতের বিধানের বিরোধিতা করা হয়েছিল। সেকারণ তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য কঠোর হয়েছিল।

পঞ্চম দৃষ্টান্তঃ যে ব্যক্তি রামাযান মাসে দিনের বেলায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিল তার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসাছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার কি হয়েছে'? সে বলল, আমি ছায়েম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি'? সে বলল, না। তিনি বললেন, 'তুমি কি একাধারে দু'মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে'? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন, 'ষাট জন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি'? সে বলল, না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেমে গেলেন। আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এক আরাক পেশ করা হ'ল যাতে খেজুর ছিল। আরাক হ'ল ঝুড়ি। তিনি বললেন, 'প্রশ্নকারী কোথায়'? সে বলল, এইতো আমি। তিনি বললেন, خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ 'এগুলো নিয়ে ছাদাক্বা করে দাও'। তখন লোকটি বলল, আল্লাহর রাসূল! আমার চাইতেও বেশী অভাবগ্রস্তকে ছাদাক্বা করব? আল্লাহ্‌র কসম! মদীনার উভয় লাবা অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে অভাবগ্রস্থ কেউ নেই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন, أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ 'এগুলো তোমার পরিবারের লোকজনকে খাওয়াও'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উল্লিখিত ব্যতিক্রমী আচরণের দিকে লক্ষ্য করুন! উক্ত ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে 'আমি ধ্বংস হয়ে গেছি' বলতে বলতে আসল। আর ইসলামের প্রথম দাঈ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সহজতা ও গনীমত লাভ করে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে প্রফুল্ল ও প্রশান্তচিত্তে ফিরে গেল।

আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসতে চাচ্ছি। আমাদের যুবকদের মাঝে অসৎকর্ম দূরীভূতকরণ, সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠাকরণ ও সৎকর্মকে প্রতিপন্নকরণে আগ্রহ-আবেগ, উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আমি সত্যিই দারুণ খুশী। তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমি সর্বান্তকরণে কামনা করি যে, এ যুবকেরা তাদের কর্মকাণ্ডে হিকমত অবলম্বন করবে। এতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা বিলম্ব হ'লেও পরিণাম হবে ভাল। যেই যুবকের মনে আগ্রহ-উদ্দীপনার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এবং যেখানে হিকমতের দাবী বাহাদুরী না দেখানো সেক্ষেত্রে বাহাদুরী প্রদর্শন করেছে, নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে বাহাদুরী দেখানো তাকে সাময়িকভাবে আনন্দিত করবে।

৯. *বুখারী হা/১৯৩৬ 'ছওম' অধ্যায়; 'যদি কেউ রামাযানে স্ত্রী সংগম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে এবং তাকে ছাদাক্বা দেওয়া হয়, তাহলে সে যেন তা কাফফারা স্বরূপ দিয়ে দেয়' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১১১১ 'ছওম' অধ্যায়, 'রামাযানে দিনে ছায়েমের উপর স্ত্রী সহবাস করা কঠোর হারাম' অনুচ্ছেদ।*

কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী ফল হবে বিরাট বিপর্যয়। যদি সে উদ্দিষ্ট বিষয়কে বিলম্বিত করে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা করে, তবে এতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে এবং সে ও তার মত যুবকেরা খারাপ পরিণতি থেকে নিস্কৃতি পাবে।

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়া, অসৎকর্মকে দূরীভূতকরণ, সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিতকরণ এবং সৎ কাজের আদেশ দানের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করা শরী'আতের দাবী। ভাই! আপনি আপনার খেয়াল-খুশীমত শরী'আত বাস্তবায়ন করতে পারবেন না; বরং আপনার প্রভুর শরী'আত মোতাবেক আপনাকে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*।

অনুভূতিহীন অন্তরের চেয়ে নিঃসন্দেহে আগ্রহ-আবেগ ভাল। কিন্তু হিকমত অবলম্বন এ সকল কিছুর চেয়ে ঢের ভাল। অনুভূতিহীন অন্তরের অধিকারী ঐ ব্যক্তি, যে খারাপ কাজ সম্পাদিত এবং ভাল কাজ পরিত্যক্ত হ'তে দেখেও আন্দোলিত হয় না। আল্লাহ্‌র কসম! এরূপ ব্যক্তি নিকৃষ্ট। মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্যও এরূপ নয়। কেননা মুসলিম উম্মাহ ভাল কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে। অপর পক্ষে হিকমত অবলম্বন না করাও খারাপ। আর তেজোদীপ্ত মন ও হকের জন্য আন্দোলনের মানসিকতার সাথে সাথে হিকমত অবলম্বন করা সবচেয়ে ভাল ও কল্যাণকর।

তাই আমি উদ্যমী যুবকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন এবং এর উপর দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি যুবকদেরকে বলছি না যে, তোমরা আন্দোলন কর না এবং আল্লাহ্‌র পথে না ডেকে ফাসেককে ফাসেক রূপে এবং একনিষ্ঠ বান্দাকে একনিষ্ঠ রূপে ছেড়ে দাও। বরং আমি বলছি, তোমরা খারাপ কাজকে ঘৃণা কর, ভাল কাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং সাধ্যানুযায়ী দিবা-রাত্রি আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দাও। মহান আল্লাহ বলেন, اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– 'তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ২০০)*। তবে আমি হিকমত ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন এবং সম্মুখ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে তথা সোজা পথ অবলম্বন করতে বলছি ও তাগিদ দিচ্ছি।

ধরুন! আমরা কোন সমাজে অসৎকর্ম সম্পাদিত হ'তে দেখে ঐ অসৎকর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, ছিন্ন-ভিন্ন করা বা তা সম্পাদনকারীর সাথে কঠোরতার সাথে কথা বলা কী উচিত, না নম্রতা ও কোমলতার সাথে কথা বলা উচিত? এতে যদি কাজ হয় তাহ'লে ভাল কথা। অন্যথা এমন লোকদের কাছে আমরা বিষয়টি পেশ করব, যারা শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা উত্থাপন করতে পারবে। নিঃসন্দেহে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করাই সর্বোত্তম। সুতরাং হে যুবক! নম্রতা-কোমলতা অবলম্বন করা তোমার জন্য আবশ্যক। যদি অসৎকর্ম দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয়, তাহ'লে তাই আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য। আর যদি তাতে ফলোদয় না হয়, তাহ'লে আমার চেয়ে এমন উঁচু মর্যাদার ব্যক্তিদের কাছে তা পেশ করব যারা শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা উত্থাপন করবেন। এর মাধ্যমে দায়িত্ব মুক্ত হওয়া যায়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

যদি আমরা ঐ অসৎকর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেই, তবে উল্টো ফল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না এবং আমরা অনিষ্ট থেকেও মুক্তি পাব না। হয়তবা তা সাধারণভাবে দাওয়াতের অবয়বে কলংকের কালিমা লেপন করে দিবে। এজন্য আমি তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছি এবং কথ্য ভাষায় উপদেশ দিয়ে বলছি, كُلُّ مُجَرِّبٍ خَيْرٌ مِنْ طَبِيْبٍ 'প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি ডাক্তারের চেয়ে উত্তম'। আর এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করব। কেননা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলোর সমাধান সে নিজেই করেছে। কিন্তু ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দেয় মাত্র। তা কাজে লাগতেও পারে, নাও পারে।

[চলবে]

তাওহীদ

আব্দুল ওয়াদূদ*

(২য় কিস্তি)

তাওহীদের কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লালাহ' এর ব্যাখ্যাঃ

لا إلـه إلا الله অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই'। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লাহ ব্যতীত যেসব প্রভুর ইবাদত করা হয়, যেসব প্রভুর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, সবই বাতিল। যেমন- হিন্দুদের বিভিন্ন দেব-দেবী, আগুন পূজারীদের আগুন, খৃষ্টানদের ঈসা (আঃ) ও তার মা এবং জাহেলী যুগের বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা। একমাত্র আল্লাহকেই প্রকৃত প্রভু বলে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

ذلك بأن الله هو الحق وإن ما يدعون من دونه هو الباطل-

'উহা এই জন্য যে, আল্লাহই একমাত্র হক্ব। আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তা বাতিল' *(হজ্জ ৬২; লোক্বমান ৩০)*।

لا إلـه إلا الله -এর দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশঃ لا إلـه অর্থাৎ কোন ইলাহ নেই, কোন বিধানদাতা নেই, কোন রিযিকদাতা নেই, কোন পালনকর্তা নেই, কোন আইনদাতা নেই, কোন ইবাদত পাওয়ার অধিকারী নেই ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অংশঃ إلا الله 'আল্লাহ ছাড়া'। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ ছাড়া কোন বিধানদাতা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, আইনদাতা, ইবাদত পাওয়ার অধিকারী নেই। আর আল্লাহ্র কোন শরীক নেই। না কোন ওলী, না কোন নবী, না কোন ফেরেশতা, না কোন দেবদেবী, না অন্য কিছু।

উপরোক্ত দু'টি অংশ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لانفصام لها، والله سميع عليم.

'অতঃপর যে ত্বাগূত সমূহকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবকিছুই শুনেন ও জানেন' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*।

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এই ছোট্ট বাক্যটির ভিতরে যে ইসলামের সকল আদেশ নিষেধ নিহিত আছে তা স্পষ্ট হয় রাসূল (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের দাওয়াতের ঘটনা থেকে। যখন তিনি মক্কাবাসীদেরকে শুধু 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' -এর দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন মক্কাবাসী কাফেররা বলেছিল,

أجعل الألهة إلها واحد إن هذا لشئ عجاب،

'সে কি বহু ইলাহ এর পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক আশ্চর্য ব্যাপার'! *(ছোয়াদ ৫)*।

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলতঃ

(১) প্রত্যেক নবী ও রাসূলের প্রথম দাওয়াত ছিল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'ঃ প্রত্যেক যুগে যখনই মানব জাতি তাওহীদ থেকে দূরে চলে গিয়েছিল, তখনই আল্লাহ প্রতিটি জাতির নিকট নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। আর নবী-রাসূলগণের প্রথম দাওয়াত ছিল এই কালেমা। আল্লাহ বলেন, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنـه لا إلـه إلا انا فاعبـدون، '(হে নবী!) আপনার পূর্বে যে রাসূলই আমি পাঠিয়েছি, তাঁর প্রতিই অহী পাঠিয়েছি এই কথার যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*।

(২) ইসলাম গ্রহণ করতে হয় এ কালেমা পড়েঃ

কোন অমুসলিম যদি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে চায়, তাহ'লে প্রথমে এই তাওহীদের কালেমা পাঠ করে ইসলাম কবুল করতে হয়। তাই নবী করীম (ছাঃ) যখনই কোন অমুসলিম দেশে দাঈ প্রেরণ করতেন, তখনই তাকে প্রথমে এই কালেমার দিকে দাওয়াতের নির্দেশ দিতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামন দেশে প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন,

ادعهـم إلى شـهادة أن لا إلــه إلا الله وأنـى رسـول الله،

'(সেখানকার অধিবাসীদেরকে) এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল'।[১১]

(৩) এ কালেমার বাস্তবায়নের ফল জান্নাত, বিপরীত জাহান্নামঃ

এই কালেমার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ফল হ'ল জান্নাত। আর এই কালেমার বিপরীত আমল তথা শিরকের স্থান হ'ল জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এই অবস্থায় যে, সে জানে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১২]

(৪) এ কালেমার পাঠক ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত প্রাপ্ত হবেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامـة مـن قـال لا إلـه إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه،

* তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১১. *বুখারী হা/১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬।*
১২. *মুসলিম হা/২৬; মিশকাত হা/৩৭।*

Contents

'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠ চিত্তে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে'।[১৩]

(৫) এ কালেমা পাঠককে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول حرم الله عليه النار.

'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন'।[১৪]

অন্য হাদীছে আছে,

وما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار،

'যে ব্যক্তি অন্তর হ'তে খাঁটিভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন'।[১৫]

(৬) উত্তম যিকির হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'ঃ

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, أفضل الذكر لا إله إلا الله، 'সর্বোত্তম যিকির হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'।[১৬]

(৭) এ কালেমার পাঠকগণের জন্য ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হবেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে পরিপূর্ণভাবে অযূ করে অতঃপর বলে,

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء،

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সেগুলোর যেটির মধ্য দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[১৭]

১৩. *বুখারী হা/৯৯।*
১৪. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪১২।*
১৫. *বুখারী হা/১২৮, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫।*
১৬. *তিরমিযী হা/৩৩৮০, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৩৭।*
১৭. *মুসলিম হা/২৩৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪১০।*

(৮) এ কালেমা গুনাহ মাফের কারণঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة.

'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'। অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি সমস্ত বস্তুর উপর শক্তিশালী। সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব পাবে। আর তার নামে লেখা হবে ১০০টি নেকী এবং তার নাম থেকে ১০০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে'।[১৮]

(৯) এ কালেমা বান্দাকে বিপদ থেকে মুক্ত করেঃ

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকলেন এভাবে-

لا إله إلا أنت سبحنك إنى كنت من الظالمين.

'আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ৮৭)*। আল্লাহ ইউনুসের ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁকে বিপদ থেকে মুক্ত করলেন।

(১০) এ কালেমা মীযানের পাল্লায় সাত আসমান ও সাত যমীনের তুলনায় ভারী হবেঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার রব! আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করবো এবং আপনাকে ডাকবো। আল্লাহ বলেন,

قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا؟ قال ياموسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهن لا إله إلا الله-

'হে মূসা! তুমি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলো। মূসা বললেন, আপনার সকল বান্দাই তো এটা বলে। তিনি বললেন, হে মূসা! আমি ব্যতীত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা, আর সাত তবক যমীন যদি এক পাল্লায় থাকে, আরেক পাল্লায় যদি শুধু 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' থাকে, তাহ'লে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর পাল্লাই বেশী ভারী হবে'।[১৯]

১৮. *বুখারী হা/৬৪০৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪১০; মুসলিম।*
১৯. *ইবনে হিব্বান, হাকেম।*

(১১) এ কালেমার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণঃ

আল্লাহ বলেন,

شهد الله أنه لا إلـه إلا هـو والملائكـة و أولـوا العلـم قائمـا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم–

'আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়ের উপর কায়েম ব্যক্তিবর্গও এই মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই' *(আলে ইমরান ১৮)*।

(১২) এ কালেমা পাঠকারীর জান-মাল হেফাযত থাকবেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه.

'যে ব্যক্তি অন্তর হ'তে বলে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মা'বূদের ইবাদতকে অস্বীকার করে তার জান-মাল অন্যের জন্য হারাম'।[২০]

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর উপরোক্ত ফযীলতপূর্ণ হাদীছগুলো অনেকে বুঝতে ভুল করেন। তারা মনে করেন শুধু মৌখিক 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। আসলে বিষয়টি এ রকম নয়; বরং 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে এবং জান্নাতে পৌঁছে দিবে, যদি এ কালেমার দাবী, হক্ব ও শর্ত সমূহ পালন করা হয়। যেমন- হাসান বছরী (রহঃ)-কে বলা হয়েছিল,

إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضـها دخـل الجنـة وهـو قول الحـق لأن المنـافقون يقولـون وقـد أخـبر الله أنـه درك أسفل من النار–

'মানুষেরা বলে থাকে, নিশ্চয়ই যে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এর হক্ব ও ফরয সমূহ আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এটাই হ'ল সঠিক ব্যাখ্যা। কেননা মুনাফিকরাও মুখে (লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) বলে থাকে, অথচ তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তাদের বাসস্থান হ'ল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে'।

বিশিষ্ট তাবেঈ ওহাব ইবনু মুনাব্বিহকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লঃ

২০. *মুসলিম হা/২৩*।

أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك, وإلا لم يفتح–

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। কিন্তু প্রত্যেক চাবিরই দাত রয়েছে। যদি তুমি দাতওয়ালা চাবি নিয়ে আস তাহ'লে তোমার জন্য খুলবে, আর দাত ছাড়া চাবি নিয়ে আসলে খুলবে না'।[২১]

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর দাবীঃ

উক্ত কালেমার মর্যাদা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দাবী সমূহ পালন করতে হবে-

(১) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসঃ

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র প্রথম দাবী হ'ল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। আল্লাহ নিরাকার নন, বরং সাকার। তবে তাঁর আকৃতির কোন দৃষ্টান্ত নেই। তার তুলনীয় কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমানও নন। বরং তাঁর শক্তি বা নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র বিরাজিত। দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু নিম্নোক্তভাবে আমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে পারি।

স্বভাবগত প্রমাণঃ মানুষের জন্মগত স্বভাব হ'ল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كل مولد يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه أو يمجسانه،

'প্রত্যেক শিশু ফিৎরাত বা প্রকৃতির উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজক করে গড়ে তুলে'।[২২]

এছাড়া দুনিয়াতে কোন বিপদ স্পর্শ করলে মানুষ এক আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে আসে। আল্লাহ বলেন,

وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مـسه كـذلك زيـن للمسرفين ما كانوا يعملون.

'মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার উপর কোন কঠিন সময় এসে পড়ে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে ডাকে। কিন্তু আমরা যখন তার বিপদ দূর করে দেই তখন সে এমনভাবে চলে, যেন মনে হয় তার কোন দুঃসময়ে আমাদের কাতরভাবে ডাকেনি। এ ধরনের সীমালংঘনকারী লোকদের জন্য তাদের কার্যকলাপ চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে' *(ইউনুস ১২)*।

২১. *ছহীহ বুখারী, তা'লীক্ব, মিশকাত হা/৪৩*।
২২. *বুখারী হা/১৩৮৫; মিশকাত হা/৯০*।

বিবেকগত প্রমাণঃ আমাদের বিবেক নিরপেক্ষভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা বলতে একজন আছেন। পৃথিবীতে ছোট্ট একটি জিনিষও যদি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি না হয়, তাহ'লে বিশাল আকাশ, পাহাড়, নদী কে সৃষ্টি করল? অবশ্যই আল্লাহ। আমরা মাটিতে ফসল বপন করি। কে মাটির মধ্যে বীজ থেকে ফসল ফলান? অবশ্যই আল্লাহ। আল্লাহ বলেন,

أفـرءيتم مـاتحرثون ءانـتم تزرعونـه أم نحـن الـزا رعـون–

'তোমরা কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছ, তোমরা এই বীজ বপন কর, তা থেকে তোমরাই কি ফসল উৎপাদন কর, না আমরা উৎপাদন করি'? *(ওয়াক্বি'আ ৬৩-৬৪)*।

এভাবে আল্লাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টি নিয়ে যে কোন বিবেকবান লোক চিন্তা করলেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহ বলতে একজন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি এগুলি নিয়ন্ত্রণ করছেন।

শরী'আতগত প্রমাণঃ সকল আসমানী কিতাব ওয়ালা শরী'আত সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা বলতে একজন রয়েছেন।

দুনিয়াতে বিভিন্ন হুকুম আহকাম দানঃ আল্লাহ প্রতিটি যুগে রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের সাথে মু'জিযা দিয়েছেন। তাছাড়াও অমান্যকারীদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়েছেন। যা একজন মানুষের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় আল্লাহ আছেন।

(২) আল্লাহকে সব বিষয়ে প্রভু মানাঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কর্মে একক। তিনি আকাশ-যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, সকলকে রিযিক দান করছেন, সবকিছু পরিচালনা করছেন এবং সকলের মৃত্যু ঘটাবেন। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ইয্যত দান করেন, যাকে ইচ্ছা বেইয্যতি করেন। যাকে ইচ্ছা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন। আর বিপদ-আপদ তাঁর পক্ষ থেকেই আসে। সূরা নামলের কয়েকটি আয়াতে প্রশ্ন করার মাধ্যমে বান্দাদেরকে তাঁর ইলাহের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ءَإِلَٰهٌ مَّعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ–

'বল তো, কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি? অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষরাজি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়' *(নামল ৬০)*।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَإِلَٰهٌ مَّعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ–

'বল তো, কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন ও তাকে স্থিত রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন? অতএব আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না' *(নামল ৬১)*।

সূরা নামলের ৬২ থেকে ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ দুঃখীদের সাহায্যকারী, মানুষদেরকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণকারী, অন্ধকারে জলে-স্থলে পথ প্রদর্শনকারী, বাতাস প্রেরণকারী, সৃষ্টিকে প্রথমবার সৃষ্টিকারী ও পরবর্তীতে ফিরিয়ে আনয়নকারী ও আকাশ এবং যমীন থেকে রিযিক দানকারী উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছেন যে, আল্লাহ্‌র সাথে কি কোন ইলাহ আছে, এগুলি সম্পাদনকারী হিসাবে?

(৩) ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করাঃ

বান্দার সকল প্রকারের ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর অন্যতম দাবী। আল্লাহ বলেন,

فمن كان يرضوا لقاء ربـه فليعمـل عمـلا صـالحا ولايـشرك بعبادة ربه أحدا،

'অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, فاعبد الله مخلصا له الـدين ألا لله الـدين الخـالص، 'আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেছ করো, সাবধান খালেছ দ্বীন তো স্রেফ আল্লাহ্‌রই জন্য' *(যুমার ৩)*।

(৪) আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করাঃ

কুরআন ও হাদীছে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী যেভাবে আল্লাহ নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা দিয়েছেন, সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সাদৃশ্য স্থাপন করা যাবে না।

[চলবে]

Contents

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

*মাযহারুল হান্নান**

জাতি কি?

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পর ফেরেশতা জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহ্র যাবতীয় প্রশংসা ও আদেশ পালনে সদা তৎপর। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞান-বুদ্ধি বা হেকমত প্রয়োগের কোন সৃষ্টিশীল এখতিয়ার তাদের নেই। অতঃপর আল্লাহ জিন জাতিকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে মাটি দিয়ে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। এই মাটির মানুষ আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা এবং হেকমত প্রয়োগের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তাই মানুষ হ'ল সৃষ্টির সেরা জীব। তাঁর এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ফেরেশতা ও জিন জাতিকে আদেশ দিলেন আদম (আঃ)-কে সম্মানজনক সিজদা করার। ফেরেশতাগণ বিনা বাক্যে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র আদেশ পালন করলেন। কিন্তু জিনদের সরদার ইবলীস আগুনের শিখা থেকে তৈরী বলে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য ও অগ্রাহ্য করে বসল। ফলে সে অভিশপ্ত শয়তান বলে আখ্যায়িত হয়ে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হ'ল।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের পর জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার উদ্দেশ্যে। সে কারণে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং তা প্রয়োগেরও স্বাধীনতা দান করেছেন। অনুরূপভাবে মানব জাতি সৃষ্টি করতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা ছাড়াও ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে সুখ-সুবিধার নিমিত্তে নিত্য-নতুন জিনিস আবিষ্কার ও সৃষ্টির জ্ঞান দান করেছেন। এককথায় সর্বগুণে গুণান্বিত করে মানব জাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা দান করেছেন। এছাড়া এই পৃথিবীকে যথাযথভাবে আবাদের উপযোগী করার জন্য এবং মানব জাতির মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদত-বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে বা পরিচয় জ্ঞাপনার্থেও জাতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন মুসলিম, হিন্দু, খ্রীষ্টান জাতি ইত্যাদি। অতএব যে শব্দ দ্বারা একই জাতীয় কোন প্রাণীকুলকে নির্দেশ করা হয় তাকেই জাতি বলা হয়।

মানুষ ও জিন জাতির পৃথিবীতে আগমনঃ

মহান আল্লাহ প্রথম মানব আদম (আঃ) এবং মা হাওয়াকে সৃষ্টি করে বেহেশতে বসবাসের সুযোগ করে দেন। কিন্তু তাঁরা শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্র নির্দেশ ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার কারণে আল্লাহর আদেশে এই পৃথিবীতে আগমন করেন। মূলতঃ ইবলীসের চেয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের কারণেই সে মানুষের চিরশত্রুতে পরিণত হয়। এই শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সর্বদা তার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরা (আদম ও হাওয়া) এবং ভবিষ্যতে আগত মানুষেরা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকবে। ভবিষ্যতে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত নবী, রাসূলগণের প্রদর্শিত পথে চললে ক্বিয়ামতের বিচার শেষে পুনরায় বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।

মানুষের ধর্মঃ

প্রথম মানব আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) থেকে মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আদম (আঃ)-এর ওফাতের পরে মানুষ তাঁর ধর্ম ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় এবং শয়তানের প্ররোচনায় বিপথগামী হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন। তারা মানুষকে আল্লাহ্র একত্ব সহ সরল, সত্য ও সুন্দরের পথে চলার দিক-নির্দেশনা দান করেন। আর এই পথের নামই হ'ল 'ইসলাম'। আল্লাহ যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি মানুষের জন্যও একমাত্র দ্বীন হ'ল 'ইসলাম'। এই ইসলাম মেনে চললেই মানুষর মুক্তি।

আদম (আঃ)-এর পরে বিপথগামী মানুষকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য শীষ (আঃ), ইদরীস (আঃ) প্রমুখ নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। মানুষকে ইসলামের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তবুও মানুষ ভুল পথেই চলতে থাকে। অবশেষে আসেন নূহ (আঃ)। তিনি প্রায় সাড়ে নয়শত বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা করেন। মানুষকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য দাওয়াত দেন। এমনকি আল্লাহ্র গযব ও আযাবের ভয় প্রদর্শন করেও কোন ফল হ'ল না। বরং বিধর্মী কাফেরদের চরম অত্যাচার এবং উৎপীড়নের সম্মুখীন হ'তে লাগলেন। সুদীর্ঘ কালের চেষ্টা সাধনায় অতি অল্পসংখ্যক মানুষকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়নের সীমা অতিক্রম করতে থাকলে নূহ (আঃ) আল্লাহ্র নিকটে ফরিয়াদ জানালেন। আল্লাহ তা'আলা

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সপুরা, রাজশাহী।*

কাফেরদের ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ মহাপ্লাবন দিয়ে তাদের সকলকে ডুবিয়ে মারলেন।

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতাঃ

মহা প্লাবনের পরে নূহ (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ পুনরায় পৃথিবী আবাদ শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারী ও বংশধর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে বেশ কিছু নেক্কার বান্দা জন্মগ্রহণ করেন। যেমন অদ্দা, শু'আ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাছর প্রমুখ। তাঁদের মৃত্যুর পর একদা শয়তান নেক্কার মানুষের বেশে লোকদের নিকটে এসে বলল, আমাদের কওমের সর্বশ্রেষ্ঠ নেক্কার বান্দারা গত হয়ে গেছেন। অথচ তাঁদের কীর্তি সংরক্ষণের কিংবা তাঁদের স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা আমরা করছি না, এটা বড় লজ্জার বিষয়! সুতরাং এসো, তাঁরা যেসব জায়গায় উঠাবসা করতেন এবং আমাদের উপদেশবাণী শোনাতেন, সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিতেন, সে সমস্ত স্থানে তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাদের নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতঃ তাঁদের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করি। শয়তানের মধুর বচনে আকৃষ্ট হয়ে করাও হ'ল ঠিক তাই। কিন্তু তখনো সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ভাস্কর্য শিল্পের নামে ফুলের তোড়া দিয়ে, মালা দিয়ে, মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে পূজা অর্চনার মহড়া আরম্ভ হয়নি। তারপর দীর্ঘদিন গত হয়ে গেল, ঐ সমস্ত উদ্যোক্তারাও একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। সুযোগ বুঝে শয়তান একদিন নেক্কার বান্দার ছদ্মবেশে এসে হাযির হ'ল। শয়তান তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে স্মৃতিসৌধের পাশে ঐ সমস্ত নেক্কার বান্দাগণের প্রতিমূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা করল এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিধি-ব্যবস্থা বাতলিয়ে দিল। এরপর আরম্ভ হ'ল বিভিন্ন দিনে শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে স্মৃতিসৌধের পাদদেশে পুষ্পার্ঘ, ধূপধুনা প্রদান, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে রীতিমত পূজা! একদল হ'ল এর অনুসারী এবং একদল হ'ল এর বিরোধী। এভাবে পৃথক পৃথক গোত্র বা দলের সৃষ্টি হ'ল। এই পৃথক পৃথক দল বা গোত্রের মধ্যে কোন বন্ধুত্বমূলক বন্ধন রইল না; বরং বিভেদ সৃষ্টি হয়ে ক্রমে ক্রমে হিংসা বিদ্বেষের রূপ ধারণ করল। আর এই থেকেই সৃষ্টি হ'ল সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার।

অতএব ইসলামের সৎ, সত্য ও সুন্দর ধর্মীয় পথ পরিত্যাগকারীগণই হ'ল পৃথক পৃথক সম্প্রদায়। আর এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান পরস্পর উগ্র কলহকেই সাম্প্রদায়িকতা বলে গণ্য করা হয়। তখন থেকে কেউ হ'ল 'অদ্দ'র ভক্ত, কেউ 'শু'আ'র ভক্ত, কেউ 'ইয়াগুছ'-এর ভক্ত। কালক্রমে মূর্তিগুলো এক একগোত্র বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব দেবতা বলে স্বীকৃতি লাভ করল। আবার নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দেবতাকে তারা অপর সম্প্রদায়ের দেবতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে লাগল। এই গোত্রপ্রীতি কালক্রমে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি ইত্যাদি সৃষ্টি করতে লাগলো। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস পাঠ করলেই একথার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর নবুঅতের পূর্বে আরবের গোত্রগুলোর মধ্যকার যুদ্ধের কাহিনী সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যা হোক এইরূপে মানুষ তৎকালে প্রকৃত সরল ও শান্তির পথ ইসলামকে ভুলে যায়। মানুষের নিজেদের কল্পিত ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্টকারী কার্যকলাপের অপর নামই হ'ল 'সাম্প্রদায়িকতা'। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে (ক্বিয়ামতে), অতঃপর যারা ডানদিকের দল, কতইনা ভাগ্যবান সেই ডান দিকের দল। আর যারা বাম দিকের দল, কতই না হতভাগ্য সেই বাম দিকের দল। আর যারা অগ্রবর্তী, তারাতো অগ্রবর্তীই' *(ওয়াক্বি'আহ ৭-১০)*।

এখানে অগ্রবর্তী প্রথম দল বলতে নবী-রাসূল ও সালাফে ছালেহীন, দ্বিতীয়তঃ ডানপন্থী বলতে খাঁটি ইসলামপন্থী এবং তৃতীয় বামপন্থী দল বলতে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে হতভাগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সুতরাং ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে ক্রমাগতভাবে দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বনকারীগণই যুগে যুগে, দেশে দেশে সম্প্রদায় বলে পরিচিত এবং তাদের সৃষ্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অশান্তিকেই সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। অতএব সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা কী তা পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। অথচ ইসলামের বিরুদ্ধাচারণকারীরা আল্লাহ্‌র ভাষায় 'জাহান্নামীরা' ইসলামপন্থীগণকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়ে থাকে। কী অদ্ভুত মিথ্যাচার!

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

কেবল দুর্নীতির উচ্ছেদ নয়, প্রয়োজন সুনীতির প্রসার

*হাসান ফেরদৌস**

দেশ আজ দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে ঐক্যবদ্ধ। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুর্নীতিপূর্ণ আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশের ইতিহাসে এরূপ তৎপরতা কেবল অভূতপূর্বই নয়; বরং অবিশ্বাস্যই বটে। দুর্নীতির বাঘা বাঘা বরপুত্রদের আকস্মাৎ এই করুণ পরিণতি জনসাধারণের নিকট দুঃস্বপ্নই ঠেকেছে। সরকারের আপোষহীন পদক্ষেপে জনগণ এক নবযুগের আলো দেখতে পেয়েছে, যা কিছুকাল পূর্বেও ছিল অকল্পনীয়। অনেকেই বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী ইতিহাস ছিল এক ধারার, আর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইতিহাস নতুন এক ধারার। প্রকৃত বিষয় আমার অজানা, তবে জাতি আজ আশা করতে পারে সেদিনের, যেদিন এদেশ স্বচ্ছ, সুন্দর, দুর্নীতির পংকিলতামুক্ত একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এটা সত্য যে, এ প্রত্যাশা সুদূর পরাহত না হ'লেও প্রায় যে অসম্ভবকে সম্ভব করারই শামিল, তা দুর্নীতির রাহুগ্রাসে বন্দী এদেশে জোরালোভাবেই অনুমান করা চলে। যথাযথ ধৈর্য, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, সৎসাহস ও কল্যাণচিন্তার সুসমন্বয় ছাড়া এ বিশালায়তন প্রয়াসের সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। আমরা মনে করি, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্ণধারগণ এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন। ইতিমধ্যেই ১০টি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ সরকারের বিশেষ এ্যাসাইনমেন্ট 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ' সফল হবে কি-না তা সময়ই বলে দেবে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তে বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষণীয়। উদ্দেশ্য সৎ থাকলেও এ সমস্ত ত্রুটি যত দ্রুত সম্ভব সংশোধন না করলে সংস্কার অভিযানের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হবেই। কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হ'ল-

(১) সম্প্রতি শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হিসাবে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবিদের ব্যাপকভাবে আটক করা হয়েছে ঠিকই; তবে একের পর এক চাঁদাবাজি, মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র রাখা ইত্যাদি যে সমস্ত অভিযোগে তাদের যেভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, তাতে তাদের প্রকৃত অপরাধ ঢেকে যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কি দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই? থাকলে এসব 'ছিঁচকে' অভিযোগে কেন অভিযুক্ত করা হচ্ছে? এভাবে চলতে থাকলে জনমনে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হবে। বরং সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করে যথাযথ তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক, যাতে ঐ পথে আর কেউ পা না বাড়ায়। এটাই সকলের একান্ত দাবী। অযথা হয়রানি মোটেও কাম্য নয়। এক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থাকে সরকারী প্রভাবভুক্ত রেখে বিচার পরিচালনা করে অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করা হবে নতুন এক যুলুমের সূচনা। সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি মামলাসহ কয়েকটি মামলায় বিচারকদের প্রদত্ত রায়ে এ ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে।

(২) দুর্নীতির ক্ষেত্র হিসাবে কেবল রাজনীতিবিদদের চিহ্নিতকরণ এ সংস্কার অভিযানের সফলতার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং সকল স্তরের দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় আনতে হবে। এ সুযোগে সমাজের সকল পর্যায়ে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে পদক্ষেপ নিতে হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষত দেশের রক্তচোষা বিদেশী এনজিওগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে পুকুরচুরী করছেন নীরবে নিভৃতে। নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে 'দারিদ্র্য ব্যবসা'র যে অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রতি কোনভাবে নমনীয়তা প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই। সম্পূর্ণ জনস্বার্থে পরিচালিত ইসলামী এনজিওগুলোকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' 'জঙ্গী মদদদাতা' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক তৎপরতা দেখালেও ঐসব মানবতাবিরোধী, সমাজবিরোধী এনজিওগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপে সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই। দলীয় সরকারের ন্যায় নিরপেক্ষ সরকারেরও এই বিদেশতোষণনীতি সত্যিই হতাশাজনক, যা চরম দৃষ্টিকটু ও দেশের জন্য ক্ষতিকরও বটে।

(৩) যরূরী ক্ষমতা আইনের দোহাই দিয়ে ঢালাও গ্রেফতার অভিযান জনমনে আতংক সৃষ্টি করছে। বহু অপরাধী ধরা পড়লেও এটা সত্য যে, বিগত ৬ মাসে গ্রেফতারকৃত প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষের একটা বড় অংশই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। নিরপরাধ এসব ব্যক্তিদের পরিবার-পরিজন যে কি ধরনের অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছে, তা কেবল ভুক্তভোগীই জানেন। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা খুব দুর্বলই মনে হচ্ছে। মাসের পর মাস অপরাধী না হয়েও শুধু সন্দেহের কারণে বহুজনকে ডিটেনশনে দিয়ে রাখা হচ্ছে। অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষ যদি এভাবে হয়রানির শিকার হন পূর্বের মত, তবে এ সরকারের প্রয়োজন কি? এ ধরনের অবিচার কি দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে না? সংস্কার অভিযান সফল করতে হ'লে প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতারের সাথে সাথে বিগত সরকার ও বর্তমান আমলে অন্যায় গ্রেফতারের শিকার ব্যক্তিদের অনতিবিলম্বে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) একথা সত্য যে, দেশে প্রকৃত দুস্কৃতিকারী, দুর্নীতিবাজের সংখ্যা সীমিতই; বরং জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বাধ্য হয়ে দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। মূলতঃ বিভিন্ন সেক্টরে বৃটিশ প্রবর্তিত মান্ধাতা আমলের অযৌক্তিক নীতিমালা দুর্নীতিতে মানুষকে উৎসাহিত করছে বহুলাংশে। বাধ্য হয়েই জনগণ দুর্নীতিবাজদের সহযোগিতা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

* *রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

দেশের আদালতপাড়ার দুরবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। আইন ও বিচারের নামে দেশে চলছে প্রহসন। আইনের নামে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে নিরীহ-নিরপরাধ মানুষ কারাভ্যন্তরে কি অমানবিকভাবে, চরম মানহানিকর পরিবেশে ধুকে ধুকে মরছে। তাদের সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শোনা যায়, বর্তমানে কারাভ্যন্তরের অন্ততঃ ৫০ ভাগ হাযতী-কয়েদী বিনা অপরাধে ভোগান্তি পোহাচ্ছে। এছাড়া মিথ্যা মামলায় যারা নিয়মিত হাযিরা দিয়ে যাচ্ছে তাদের ভোগান্তিও কি কম? এমনিতেই আইনের জটিল সূত্র ধরে বহু অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, আবার নিরপরাধ মানুষ হয়ে যাচ্ছে অপরাধী। উপরন্তু যদি বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেল-হাযতে পড়ে থাকতে হয়, তবে অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেশে আইন-আদালতের কি প্রয়োজন? এসব অরাজকতার জন্য দায়ী মান্ধাতা আমলের বৃটিশ প্রবর্তিত আইন-কানূন। ৮৮% মুসলমানের এ দেশে শারঈ আইন প্রতিষ্ঠা এখনো অচিন্তনীয়। তাই বলে ন্যূনতম মানবিকতারও কি ব্যবস্থা থাকবে না? কমপক্ষে মানবিক দিকটা লক্ষ্য করে এসব আইন ও নীতিমালার সংস্কার সাধন ও আধুনিকায়ন অপরিহার্য। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রভাবমুক্ত হয়ে কেবল জনস্বার্থ বিবেচনায় এনে বিচার ব্যবস্থার অসারতাগুলো দূরীকরণ কি খুবই অসম্ভব? জাতি আন্তরিকভাবে সে প্রত্যাশা করছে।

(৫) দুর্নীতি দমনে কেবল দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার নয়; বরং সর্বক্ষেত্রে সুনীতির প্রসার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই কাম্য। দুর্নীতির কারণ ও সুযোগ নির্মূল হ'লে স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতিবাজদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। ঢালাওভাবে সকলকে আটক না করে যারা দুর্নীতির গডফাদার কেবল তাদেরই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক। যাতে ঐ পথে কেউ পা বাড়াতে সাহস না পায়। দীর্ঘকাল দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে থাকা এই দেশটিতে খুব কম লোকই আছেন, যারা বাধ্য হয়ে হ'লেও দুর্নীতির সুবিধা গ্রহণ করেননি। যদিও তাদের অধিকাংশই এটাকে চরম অন্যায়ই মনে করেন। তবুও এ সুযোগ নিয়েছে পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে। উদাহরণতঃ কিছুদিন পূর্বে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'-এর রিপোর্টে দেখা গেছে, দেশের মানুষ কেবলমাত্র বিচারালয়গুলোতে বার্ষিক আয় থেকে গড়ে ২৫ ভাগ ঘুষ হিসাবে প্রদান করে থাকেন। এর বাস্তবতা কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে? একটি স্বাধীন জাতির জন্য এর চেয়ে লজ্জাকর আর কি হ'তে পারে? বিচারালয়ের বিচারক থেকে শুরু করে কেরানী পর্যন্ত সকলকেই ঘুষ প্রদান করতেই হয়। অর্থের মাধ্যমে আদালতের রায় ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এ ভয়ংকর চিত্র দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। কেননা এখন অন্যায় রায়ে প্রভাবিত করার চেয়ে ন্যায় বিচারে প্রভাবিত করতেই অর্থব্যয় করতে হচ্ছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। এজন্য ঘুষ দিয়ে হ'লেও কেবল ন্যায়বিচার পাওয়ার স্বার্থেই ভুক্তভোগীদের এ কাজ করতে হচ্ছে। বিচারকই যখন থাকেন সবচেয়ে বড় অবিচারকের ভূমিকায়, তখন এছাড়া কোন উপায় আছে কি? তাছাড়া উকিল/মোখতারদের দৌরাত্ম্য, বিচারিক জটিলতা, নকলখানায় কাগজপত্র ইস্যুতে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ ইত্যাদিতে দেশবাসী আজ জর্জরিত। জাতি যখন Turning point-এর আভাস দেখতে পেয়ে আশান্বিত হয়েছে, তখন রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ বিভাগটি দুর্নীতির করালগ্রাস থেকে রক্ষা করে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজিয়ে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও যে ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের মানুষকে সংশয় অকল্যাণ ও গ্লানী থেকে মুক্ত করার জন্য আজ সমভাবেই প্রয়োজন সর্বোত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা এবং সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী! বিচারবিভাগকে পৃথকীকরণের পূর্বেই খেটে খাওয়া ও অন্যায় ভোগান্তির শিকার মানুষগুলো এ বিষয়ে আপনাদের নেক নযর কামনা করে।

(৬) হকার ও ছিন্নমূল বস্তিবাসীদের উচ্ছেদে সরকার বিরাট সফলতা দেখিয়েছেন ইতিমধ্যেই। কিন্তু এই বিপুলসংখ্যক হতভাগ্য লোকদের পুনর্বাসনে যথাযথ কোন ভূমিকা নেওয়া হয়েছে কি? তারা তো এ দেশেরই নাগরিক। তাদের প্রতি কোনরূপ দায়িত্বশীলতা সরকারের থাকবে না, এটা হ'তে পারে না। এছাড়া বিচারবিভাগ, চিকিৎসাবিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানাসহ বিভিন্ন পেশা থেকে দলীয় রাজনীতি বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হ'লেও এখনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, বিদ্যুৎ ঘাটতি হ্রাস, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অচলবস্থা এখনো নিরসন হয়নি। জাতীয় কল্যাণে দেশী-বিদেশী সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে এ দেশের তাহযীব-তামাদ্দুনকে অক্ষুণ্ন রেখে যে কোন মূল্যে এসব ক্ষেত্রে অতি দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলব, কেবল দুর্নীতির উচ্ছেদই নয়; বরং দেশের সকলক্ষেত্রে দুঃশাসন, অপশাসনের দুর্বিসহ জ্বালা থেকে মুক্তির যে জোয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে জাতীয় কল্যাণের নিমিত্তে উপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। বার বার এ সুযোগ আসবে না। সিদ্ধান্তগ্রহণে অহেতুক সময় ক্ষেপণ করে এ সুযোগ হাতছাড়া করা হবে এর অপমৃত্যুর শামিল। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে শান্তি-শৃংখলা, সুশাসননির্ভর একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন আমরা বহুদিন ধরে দেখে আসছি, তা সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হবে এই নির্দলীয় সরকারের আমলে- এটা অতিরঞ্জিত কোন প্রত্যাশা নয়। অন্ততঃ বিগত কয়েক মাসে সরকারের ভূমিকায় কিছুটা আশান্বিত হয়ে যুক্তিসংগতভাবেই দেশপ্রেমিক জনগণ এ আশা পোষণ করতে পারে।

চিকিৎসা জগত

ক্যান্সার সম্পর্কে কিছু কথা

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটি মানুষের বসবাস। শহর ও গ্রামে অসংখ্য রোগী ক্যান্সারে ভুগছে। বেশীরভাগ রোগীই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত কিংবা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছে না বা শেষ পর্যায়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছে। ক্যান্সার রোগের যথাযথ চিকিৎসা পেতে হ'লে সর্বাগ্রে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। ধারণা থাকতে হবে ক্যান্সার সম্পর্কে। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার রোগের প্রতিরোধ এবং রোগ নিরূপণের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হ'তে হবে।

মানুষের সাধারণ জিজ্ঞাসাঃ

- ☐ টিউমার/ক্যান্সার কাকে বলে?
- ☐ টিউমার/ক্যান্সার কেন হয়?
- ☐ টিউমার/ক্যান্সারের উপসর্গগুলো কি কি?
- ☐ কিভাবে টিউমার/ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করা যায়?
- ☐ ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা আছে কি?
- ☐ ক্যান্সার রোগী ভাল হয় কি-না?

ক্যান্সার বা টিউমার কাকে বলে?

সাধারণত জনগণের মাঝে ক্যান্সার বা টিউমার নিয়ে নানা বিভ্রান্তি আছে। টিউমার বা চাকা বলতে শরীরের যে কোন অংশের অপ্রয়োজনীয় ও অস্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধিকে বোঝায়।

টিউমারের প্রকারঃ

টিউমার বা চাকা দুই প্রকার

(১) বিনাইন বা ভালোবোলা টিউমার (২) মেলিগনেন্ট বা বিপজ্জনক টিউমার।

শেষোক্ত টিউমারকে ক্যান্সার বলা হয়।

টিউমার বা ক্যান্সারের কারণঃ

অধিকাংশ টিউমার বা ক্যান্সার কেন হয় তা এখনো জানা যায়নি। তবে কিছু কিছু কারণ এর জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন-

(ক) বংশগত/জেনেটিকঃ বাবা, মা, খালা কারো ক্যান্সার/টিউমার থাকলে তাদের সন্তানদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে বেশী। যেমন- ব্রেস্ট ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার।

(খ) ধূমপানঃ ধূমপানে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার হয়, যার মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার অন্যতম।

(গ) পান, জর্দা, সাদা পাতা, গুল ইত্যাদি ওরাল ক্যান্সার বা জিহ্বার ক্যান্সারের জন্য দায়ী।

(ঘ) বিনাইন টিউমার বা ভালোবোলা টিউমার অনেক দিন পর্যন্ত শরীরে থাকলে যে কোন সময় ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। বেশীরভাগ কোলন ক্যান্সার এভাবেই হয়ে থাকে।

(ঙ) রেডিয়েশনঃ সূর্য রশ্মির (ULTRAVIOLET) কারণে ত্বকে ক্যান্সার হ'তে পারে। যেমন- চেরনোবিল এবং জাপানের নাগাশাকিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের অনেক বছর পর এখনো সেখানে অনেকেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে।

(চ) পাথর/স্টোনঃ যেমন- কিডনি, পিত্তথলির পাথর ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

(ছ) ক্রনিক ইনফেকশনঃ জরায়ুর সার্ভিক্স বা বোনের ক্রনিক ইনফেকশন থেকে জরায়ুর ও বোনের ক্যান্সার হয়।

(জ) রাসায়নিক বা কেমিক্যাল এজেন্টঃ এনিলিন ডাই মূত্রথলিতে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। খাদ্যে ব্যবহৃত ফরমালিন এসিড/পচন রোধক পদার্থ পাকস্থলীতে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। চুলের কলবও ত্বকে ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

ক্যান্সারের উপসর্গগুলো কি কি?

- ☐ অনেকদিন ধরে শরীরের কোন অংশে চুপচাপ উপদ্রবহীনভাবে ছোট টিউমারের হঠাৎ পরিবর্তন।
- ☐ চাকা হঠাৎ বড় হওয়া, ব্যথা হওয়া। এই অবস্থায় সতর্ক হ'তে হবে এবং ক্যান্সার কি-না তা নিশ্চিত হ'তে হবে।
- ☐ শরীরের ছোট তিল হঠাৎ বড় হ'লে, গাঢ় কালো রং ধারণ করলে, চুলকালে কিংবা ব্লিডিং হ'লেও সতর্ক হ'তে হবে।
- ☐ ক্রনিক কাশি ভাল না হ'লে এবং ৪ সপ্তাহের বেশী হয়ে গেলে, এই অবস্থায় পরীক্ষা করে নিশ্চিত হ'তে হবে যে, ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছে কি-না।
- ☐ হঠাৎ করে খাবারে রুচি না হ'লে, অল্প খেলেই পেট ভরে যাচ্ছে, ওযন কমে গেলে, বয়স ৪০ বছরের অধিক হওয়ার পর এমন অনুভূত হ'লে এমতাবস্থায় পাকস্থলীতে ক্যান্সার হ'তে পারে।
- ☐ মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হ'লে, ব্যথা হ'লে, শরীর দুর্বল হয়ে গেলে কিংবা মল ত্যাগের অভ্যাসের হঠাৎ পরিবর্তন হ'লে। রেকটাম বা ক্লোন ক্যান্সার হ'তে পারে।
- ☐ হঠাৎ গলার শব্দ পরিবর্তন হ'লে, গলায় বা বগলে চাকা হ'লে, চেকআপ করাতে হবে।
- ☐ মহিলাদের বয়সের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে এবং নতুন করে আবার ব্লিডিং হ'লে জরায়ুর ক্যান্সার হ'তে পারে।
- ☐ ব্রেস্টে চাকা হ'লে এবং বয়স ৪০ বছরের উপরে হ'লে অবশ্যই সতর্ক হ'তে হবে।
- ☐ হাড়ে ব্যথা, ফুলা, হঠাৎ পড়ে গিয়ে ফ্রাকচার হ'লে অবশ্যই সতর্ক হ'তে হবে।
- ☐ পোড়া ঘা ভাল হওয়ার পর আবার হ'লে এবং না শুকালে স্কিনের ক্যান্সার হ'তে পারে।

রোগ নির্ণয়ঃ

- ☐ উল্লিখিত উপসর্গগুলো দেখা দিলে অবশ্যই যরূরী ভিত্তিতে ক্যান্সার সার্জন বা যে কোন সার্জনের শরণাপন্ন হ'তে হবে।
- ☐ ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য অনেক পরীক্ষাই রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সঠিক ইনভেস্টিগেশন হ'ল বাইওপসি।

রোগের চিকিৎসাঃ

- ☐ যে কোন ধরনের টিউমার হ'লেই এটাকে অপারেশন করতে হবে।
- ☐ টিউমারটি যদি বিনাইন হয় এবং যদি সম্পূর্ণভাবে ফেলে দেয়া হয়, তাহ'লে কোন ভয় থাকে না এবং আবার হওয়ার ঝুঁকিও থাকে না।
- ☐ বাইওপসিতে যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে সার্জারি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা। সেই সঙ্গে অন্যান্য সহায়ক চিকিৎসাও লাগতে পারে। যেমন- যন্ত্রের সাহায্যে সেক (রেডিওথেরাপি), কেমোথেরাপি, হরমোনথেরাপি ইত্যাদি।

ক্যান্সার প্রতিরোধ কিভাবে সম্ভবঃ

- ☐ বেশী বেশী ফলমূল, শাক-সবজি খেতে হবে। কারণ এগুলোতে ক্যান্সার প্রতিরোধক এনজাইম রয়েছে।
- ☐ ধূমপান/অ্যালকোহল পরিত্যাগ করতে হবে।
- ☐ মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছু রিস্কফ্যাক্টর আছে, যেগুলো পরিহার করতে হবে। যেমন-

(১) অল্প বয়সে বিয়ে (২) অল্প বয়সে সন্তান ধারণ এবং অধিক সন্তান ধারণ (৩) একাধারে বহুদিন জন্মনিরোধক বড়ি খাওয়া ইত্যাদি।

- ☐ ৪০ বছর বা তার চেয়ে বেশী বয়সের মহিলাদের ব্রেস্ট নিজেরাই মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কোন টিউমার বা চাকা আছে কি-না?
- ☐ পুরুষদের ক্ষেত্রে ছারকামসিসান বা মুসলমানি একটি উপকারী চিকিৎসা পদ্ধতি, যা পেনিস বা লিঙ্গ ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ

ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সম্পূর্ণ আরোগ্য বা নিরাময় হওয়া সম্ভব।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

সবজির সমন্বিত বালাই দমন

গবেষণায় আমাদের দেশের শাক-সবজিতে ১৭৬টি অনিষ্টকারী পোকা ও ১৭৯টি রোগের আক্রমণের কথা জানা যায়। এসব পোকা ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণে আমাদের প্রায় ৩০ ভাগ শাক-সবজি নষ্ট হয়ে যায়। এসব ক্ষতিকর রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে শাক-সবজিকে রক্ষার জন্য আমাদের দেশে যথেচ্ছা বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এটা আদৌ ঠিক নয়। কীটনাশক মানেই বিষ। এসব বিষ কেউ না কেউ কোন না কোনভাবে গ্রহণ করে থাকে। যার ফলে বিভিন্ন প্রকার অসুখ-বিসুখ যেমন- শ্বাসকষ্ট, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ডায়রিয়া ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা, এমনকি মরণব্যাধি ক্যান্সারেও আক্রান্ত হয়। তাই শাক-সবজিতে কীটনাশক বা বিষ না ছিটিয়ে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) মাধ্যমে বালাই দমন অতি উত্তম। মূলতঃ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বা আইপিএমের পাঁচটি ধাপ বা পদ্ধতির সমন্বয়ে সবজি ক্ষেতে যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে ক্ষেত থেকে সুস্থ-সবল ও রোগমুক্ত সবজি অনায়াসে পাওয়া সম্ভব।

বালাই সহনশীল জাতঃ

ধানের মতো শাক-সবজির তেমন কোন বালাই প্রতিরোধ জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি, তবুও বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কিছু কিছু সবজির ক্ষেত্রে সাফল্যও এসেছে। লম্বা ও চিকন বেগুনের জাত আছে, যেমন- সুফলা, শিংনাথ, ঝুমকা। এগুলোর ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ কম হয়। এসব জাতের বেগুনের চাষ করা ভাল।

আধুনিক চাষঃ

সুস্থ-সবল ও রোগমুক্ত বীজ বা চারা সঠিক দূরত্বে রোপণ করতে হবে। আগাছামুক্ত ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করে পোকা-মাকড়ের আশ্রয়স্থল ধ্বংস করতে হবে। অধিক পরিমাণে জৈব সারসহ রাসায়নিক সার সুষম মাত্রায় জমিতে ব্যবহার করতে হবে। সঠিক সেচ ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করতে হবে, অর্থাৎ পরিমিত সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর জলাবদ্ধতা দূর করতে হবে।

হাত বাছাইঃ

আক্রমণের প্রথম দিকে পোকা দমন সহজ, তাই শুরুতেই পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ছোট ছোট পোকা, যেমন- জাব পোকা, জ্যাসিড, ছাতরা- এ ধরনের পোকা হাত দিয়ে পিষে মারতে হবে। পোকাখাদক পাখি বসার জন্য ক্ষেতে বাঁশের খুঁটি বা ডাল পুঁতে দিতে হবে।

আলোর ফাঁদঃ

সবজি ক্ষেতের পাশে রাতের বেলায় তিন-চার ঘন্টা হ্যাজাক বা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে রাখলে পোকা ভিড় জমায়। বাতির নিচে কেরোসিন মেশানো পানি রাখলে তাতে পোকা পড়ে মারা যাবে।

বিষ-ফাঁদ ব্যবহারঃ

মাছিপোকা কচি করলা, শসা, কুমড়া, ঝিঙা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, কাকরোল, ঢেঁড়স সহ অন্যান্য সবজিতে আক্রমণ করে। দ্রুত এ পোকা দমনের জন্য একটি মাটির সানকিতে ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া পিষে বা থেঁতলে তাতে মর্টার ১ মিলি অথবা বুষ্টার ২ মিলি লিটার মিশিয়ে তিনটি খুঁটির সাহায্যে বিষটোপের পাত্রটি স্থাপন করতে হবে। খুঁটির মাথায় চ্যাপ্টা মাটির পাত্র দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। এভাবে বিষটোপ ফাঁদে মাছিপোকা পড়ে মারা যাবে।

জৈবিক দমনঃ

বিভিন্ন উপকারী বা বন্ধু পোকা, যেমন লেডিবার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল, বোলতা, মাকড়সা, পিঁপড়া ও ব্যাঙ এরা ক্ষতিকারক পোকার ডিম, পুত্তলি, কিড়া খেয়ে ধ্বংস করে। তাই ক্ষেতে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

টমেটো গাছের পরিচর্যা

টমেটো গাছের গোড়ার দিকের ২-৩টি শাখা ডাল ছাঁটাই করে দিতে হয়। শুকিয়ে বা হলুদ হয়ে যাওয়া ডালগুলোসহ বেডের বা ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। মাঝে মাঝে বেডের মাটি আলগা করে দিতে হয়। নালায় পানি সেচ দিয়ে ভরে রাখলে দু'পাশের বেডের মাটি তা শুষে নেয়। বেডের উপর পানি সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

টমেটোর ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। ক্ষেতে অন্য গাছে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার বা ট্রেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল (৫০০ মিলিগ্রাম) ২টি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করতে হয়। এতে বাকি বেগুন গাছ ঢলে পড়া রোগ থেকে মুক্ত থাকে। টমেটো গাছে ভাইরাসের আক্রমণে পাতার আগার দিক বা সম্পূর্ণ পাতাই কুঁকড়ে যায়, গাছের কাণ্ড ও পাতা খর্বাকৃতি বা বিকৃত হয়ে যায়, গাছের বিভিন্ন অংশে দাগের সৃষ্টি হয় ও ধীরে ধীরে গাছ শুকিয়ে যায় এবং পাতায় হলুদ মোজাইক দাগ পড়ে। কোন বালাইনাশক দিয়ে এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আক্রান্ত গাছগুলো তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

টমেটোর অন্যতম ক্ষতিকর পোকা হ'ল জাব পোকা। এই পোকা টমেটোর কচি পাতা, কচি ডগা ও কাণ্ড থেকে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে থাকে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণে ম্যালথিয়ন গ্রুপের কীটনাশক ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে ১ বার করে ২ বার স্প্রে করতে হয়।

Contents

কবিতা

ঈদে কুরবান

- মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ
শিক্ষক, ছাতিহাটী দাখিল মাদরাসা, টাংগাইল।

বিশ্ব মাঝে নতুন সাজে এলো খুশীর ঈদ
আনন্দের ঢেউ লেগে ভাঙ্গে সবার নিদ।
গগন কোণে উঠল ফুটে ঈদের নব শশী
মুসলিম জাহানে উঠল বেজে ঐকতানের বাঁশী।
ঈদের শশী বিলায় খুশি সবার ঘরে ঘরে
সাম্যের গান গাইব মোরা সবাই একই সুরে।
ফিরনী-পোলাও, কোরমা-কাবাব সবে মিলে খাই
সাধ্যমত পোশাক পরে ঈদগাহে যাই।
যুব-বৃদ্ধ কিশোর-তরুণ সোনামণির দল
ঈদের ছালাত পড়তে সবে ঈদের মাঠে চল।
ধনী-গরীব বাদশা-ফকীর কোন ভেদাভেদ নাই
দ্বীনের শিক্ষা হিংসা-দ্বিষ সবই ভুলে যাই।
ইবরাহীম ইসমাঈলকে করিল কুরবান
ছুরির তলে শির দিয়ে গেয়েছেন জীবনের জয়গান।
গোশত খাওয়ার পর্ব নহে, নহে শুধু পশু কুরবান
এ যে প্রভুর রাহে নিবেদিত হয়ে আত্মবলিদান।

***

শীত বড় নিষ্ঠুর

- মুহাম্মাদ খোরশেদ আলী
পাংশা, রাজবাড়ী।

শীত হ'ল ধনীদের
গরীবের কী?
শীত নিয়ে করব না
আর মাতামাতি।
শীত এলে তৈরী হয়
মজাদার খাদ্য,
সেই সব কিনিবার
কই আর সাধ্য?
শীত তুই হিংসুটে
মায়া নেই তোর অন্তরে,
তুই আর আসবিনে
এই বাংলার দ্বারে।
শীত বড় নিষ্ঠুর
দেয় শুধু কষ্ট,
কতবার তারে আমি
দেখেছি সুস্পষ্ট।
শীত হ'ল অন্ধ
মায়া নেই তার অন্তরে,
অসহায় মানুষেরে
বেছে বেছে মারে।

***

ডঃ গালিবের মুক্তি চাই

- অনুক্ত মিত্র
তালা, সাতক্ষীরা।

দিকে দিকে আজ গালিব স্যারের বড় প্রয়োজন,
অহী-র দাওয়াত নিয়ে ফিরেছেন যিনি বিভিন্ন প্রান্তর।
জনে জনে অহী-র জ্ঞানে দানিয়েছেন দাওয়াত যিনি,
অশুভ শক্তি তাঁহারেই কারা করিডোরে করেছে অন্তরীণ।
মিসরীয় আযীয নেই আজ তবু মরে নাই তার জাত,
তাদেরই কারণে গালিব স্যার আজ খাচ্ছেন করাঘাত।
ফিফটি ফোরে বন্দি করে চাপায় দশ কেস,
দোষী হ'লে তিনি এসবের কি মিটিতো কভু রেশ?
মানবরূপী হায়েনার রোষে তিনি আজো কারাগারে,
নিরপরাধ-নিষ্কলুষ জ্ঞানপ্রদীপ কেন আজ লৌহ পিঞ্জরে?
ভূ-কম্পন কিংবা সাইক্লোন আঘাত আসবে বসু পরে,
আলেমে দ্বীনকে যদি না জাতি যথার্থ সম্মান করে।
মাগী সুবিচার বিচারপতির কাছে তাঁর তরে,
দাও সত্বর তাঁকে সসম্মানে মুক্ত করে।

আসা-যাওয়া

- আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

প্রস্থান পথে রেখে পদচিন
আগমন রথে চড়ি,
আলো আঁধারির জীবন তরীতে
পারাবার দেই পাড়ি।
পূবের আকাশে উঠিতে সুরুজ
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে,
আগমনী রথে বসিতে গোপনে
প্রস্থান পুনঃ হাসে।
প্রভাত বেলার দিবালোকে মারে
সাঁঝের তমসা উঁকি,
আসলের পাশে বসে বসে হাসে
নকল সবি যে ফাঁকি।
আম্র মুকুলে গুণগুণ সুরে
মৌপিয়া গায় গান,
ভরা বর্ষায় তটিনীর তট
ভর ভর তার প্রাণ।
যায় চলে সবি ডুবে যায় রবি
ঝরে যায় ফোটা ফুল,
স্মৃতির মানসে বিস্মৃতি বসে
অংকে করে যে ভুল।
ধরণী জোড়া এ নাট্যমঞ্চে
নয় শুধু আগমন,
প্রস্থান এসে দিয়ে যায় শেষে
বিদায়ের পয়গাম।
চলমান পথে বটের ছায়াতে
ক্ষণিকের তরে বসা,
শ্রান্তির ক্ষণে শুধু আনমনে
পথের অংক কষা।

সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতাঃ বিলুপ্তপ্রায় দু'টি ছিফাত

*শরীফা বিনতু আব্দুল মতীন**

উপক্রমণিকাঃ

সত্যবাদিতা শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ الصدق । এটা মানব স্বভাবের এক বিশেষ ভূষণ। জীবন চলার প্রতিটি পরতে এই ছিফাতটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটি লোপ পেলে অনাস্থা, অশান্তি, বিশৃংখলা প্রভৃতি সমাজের দুষ্টুক্ষতগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু আম জনতার বিশাল অংশ থেকে এটি আজ বিলুপ্তির পথে। আর মিতভাষিতা! সে তো স্বপ্নের ঘি মাখা পরোটা। গল্পপ্রিয়, আড্ডাবাজ মানুষদের জন্য এটি রীতিমত এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিভাষা। কিন্তু তাতে কি? সংযম তো অবলম্বন করতেই হবে। আরবী প্রবাদ আছে, اَلْمِكْثَارُ كَحَاطِبِ اللَّيْلِ 'বাচাল ব্যক্তি রাতে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহকারী ব্যক্তির ন্যায়'। রাতে কাঠ সংগ্রহকারী ব্যক্তি যেমন কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে হিংস্র জীবজন্তু, পোকামাকড়ের কবলে পড়তে পারে, তেমনি বাচাল ব্যক্তিরও হাযারো কথার ভীড়ে অপ্রয়োজনীয়, অপকারী, মিথ্যা, কুৎসা, তোহমত, মর্মপীড়াদায়ক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের খারাপ কথা থাকাই স্বাভাবিক। হৃদয় নামের ষ্টোর রুমে মানুষের যতকথা জমা থাকে তন্মধ্যে উপকারী, প্রয়োজনীয়, ফলপ্রসূ এক কথায় মানুষের ভারসাম্য বজায় থাকে- এমন কথাগুলো প্রকাশ করাকে মিতভাষিতা বলা হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতার স্বরূপঃ

ইসলামের সুন্দরতম আদর্শগুলোর মধ্যে সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতা অন্যতম। বাধা-বিঘ্নের প্রাচীর আবৃত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য মুমিনকে সত্যবাদিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে'।[১]

আত্বা (রহঃ) থেকে আল-খাল্লাল বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ فُضُوْلَ الْكَلاَمِ، وَكَانُوْا يَعُدُّوْنَ فُضُوْلَ الْكَلاَمِ مَا عَدَا كِتَابُ اللهِ أَنْ تَقْرَأَهُ، أَوْ بِمَعْرُوْفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ تَنْطِقَ فِى مَعِيْشَتِكَ بِمَا لاَبُدَّ لَكَ مِنْهُ–

'তারা অনর্থক কথাকে অপসন্দ করতেন। আর আল্লাহ্র কালাম পাঠ, সৎকাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ও জীবন চলার পথের প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত সব কথাকে তারা অনর্থক মনে করতেন'।[২]

খালেদ বিন ছাফওয়ান জনৈক ব্যক্তির প্রগলভতা দেখে বলেন, 'বেশী কথা, গুরুত্বহীন কথা, অনর্থক কথা বালাগাতের (ভাষার অলংকারের) অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যথার্থ অর্থবোধক ও দলীল-প্রমাণের কথা অলংকার সমৃদ্ধ'।[৩]

আরবীতে প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ আছে- خَيْرُ الْكَلاَمِ مَا قَلَّ وَدَلَّ، 'উত্তম কথা সেটাই, যা সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ'। সুতরাং স্বীয় ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা, অনর্থক ও বাজে কথা পরিহার করা এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতার প্রয়োজনীয়তাঃ

ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণে মুমিনকে সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে হবে। নিম্নোক্ত হাদীছগুলো থেকে সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়।

আবুল হাওরা আস-সা'আদী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন কথাটি রাসূল (ছাঃ) থেকে স্মরণ রেখেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এই কথা স্মরণ রেখেছি যে,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ–

'যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই তা গ্রহণ কর। কেননা সত্য হচ্ছে প্রশান্তি আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ'।[৪]

আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া'। তিনি (একথাগুলো) হেলান

** কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তাহকীক আত-তিরমিযী হা/১৯৬৭।*

২. *মুহাম্মাদ ইবনুল মুফলিহ আল-মাক্বদেসী, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ ১৯৯৬ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২।*

৩. *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ, ১/৬৭ পৃঃ।*

৪. *তাহকীক তিরমিযী হা/২৫১৮ হাদীছ ছহীহ।*

দেয়া অবস্থায় বলেছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, 'মিথ্যা কথা থেকে সাবধান'! তিনি এ কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম ইস! তিনি যদি আর না বলতেন।[৫]

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللّٰه صلى اللّٰهُ عليه وسلم وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ–

বাহয ইবনু হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে কথা বলে এবং জনতাকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য দুর্ভোগ'।[৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট মিথ্যার চেয়ে অধিক ঘৃণিত স্বভাব আর কিছুই ছিল না। কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে মিথ্যা কথা বললে, তা সর্বদা তাঁর মনে থাকত, যতক্ষণ না তিনি জানতে পারতেন যে, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথন থেকে তওবা করেছে।[৭]

মিথ্যার স্বভাবটি শরী'আতে অতি দূষণীয়। এছাড়া এটি যেমন পারস্পরিক বিশ্বাস-হৃদ্যতায় ছেদ ঘটায়, তেমনি সুশীল সমাজ বিনির্মাণের পথেও বড় অন্তরায়। সুতরাং অস্থি-মজ্জা, মন-মগজ থেকে মিথ্যা ব্যাধিকে দূরীভূত করে সত্যবাদিতার আবেশ মিশ্রিত জীবন-যাপনে আমাদের প্রতিশ্রুতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

বাচালতা ভদ্র সমাজের উপর জেঁকে বসা আরেক ঝঞ্ঝাট। প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা না বলে মিতভাষী হওয়া মুমিনের জন্য অবশ্যকর্তব্য। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ সমূহ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَإِنِ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا–

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তান যখন ভোরে ওঠে তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বিনয়ের সাথে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা সবাই তোমার সাথে জড়িত। সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হ'লে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়ব'।[৮]

عَنْ أَسْلَمَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجِيْذُ لِسَانَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ–

'আসলাম (রাঃ) বলেন, একদা ওমর (রাঃ) আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে টানছিলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। (আপনার এরূপ করার কারণ কি?) আবূবকর (রাঃ) বললেন, এটিই আমাকে ধ্বংসের স্থান সমূহে অবতীর্ণ করিয়েছে'।[৯]

ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, হে রাসূল (ছাঃ)! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন, 'তোমার জিহ্বা সংযত রাখ, তোমার বাসস্থান যেন প্রশস্ত হয়, আর তোমার গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর'।[১০]

আজ যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে জেআইসির সেলে সকল ডকুমেন্টসের সামনে দুর্নীতিবাজরা নিরুপায় হয়ে মুখ খুলছে, মাপা মাপা কথা বলছে, মানহানির ভয়ে তাদের অসুস্থতা জটিলতর হচ্ছে, তাহ'লে সেদিন বান্দা কতটা অসহায় হবে, যেদিন বান্দার মুখ এঁটে দেয়া হবে, আর তার সযত্নে লালিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি শরীরের চামড়াও তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে? *(ইয়াসিন ৬)*। সুতরাং পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনে আমাদের মিতভাষী হওয়া প্রয়োজন নয় কি?

সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতার ফযীলতঃ

সত্যবাদী ও বাকসংযমী ব্যক্তি সকলের আস্থার প্রতীক ও শ্রদ্ধাভাজন হিসাবে বিবেচিত হন। নিখাদ সত্যবাদী যেমন তীব্র সংকটে সত্যবাদিতায় অবিচল থাকেন, বাকসংযমী তেমনি অপ্রয়োজনে বাক্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকেন। দুঃখ-শোকে, কষ্ট-ক্লেশে, সংকট-বিপর্যয়ে, অমিত যাতনার সময়গুলোতে সত্যবাদী কেন দৃঢ়তার সাথে সততা অবলম্বন করেন? সাময়িকভাবে সততা থেকে ঘুরে দাঁড়ালে কি হয়? কিন্তু না! তিনি জানেন অবিচল সত্যবাদিতার সঙ্গে আল্লাহ্র সন্তোষ ও জান্নাতের সংযোগ রয়েছে। আবার রয়েছে জনমানুষের অকুণ্ঠ বিশ্বাসের স্বীকৃতি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

---

৫. বঙ্গানুবাদ ছহীহ বুখারী, (ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৪), ৩/৪১ পৃঃ; মুসলিম; বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, ৪/৭২ পৃঃ।

৬. আহমাদ, আবূদাঊদ, দারেমী; তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৪৮৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৬২৩, ৯/৮৫ পৃঃ; তাহকীক তিরমিযী, হা/২৩১৫, হাদীছ হাসান।

৭. ছহীহ তিরমিযী, হা/১৯৭৩ সনদ ছহীহ।

৮. তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৪৮৩৮; তাহকীক তিরমিযী, হা/২৪০৭ সনদ হাসান; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬২৭, ৯/৮৬ পৃঃ;।

৯. মুওয়াত্ত্বা মালেক, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৪৮৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৬৫৫, ৯/৯৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

১০. ছহীহ তিরমিযী হা/২৪০৬ তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৪৮৩৭; সনদ ছহীহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৬২৬, ৯/৮৬ পৃঃ।

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةَ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا– وَفِىْ رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَّإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ–

'তোমাদের জন্য সততা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা সত্য পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাকে 'ছিদ্দীক্ব' (পরম সত্যবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে 'কায্যাব' (চরম মিথ্যুক) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়'।[১১] মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, 'সত্যবাদিতা একটি পুণ্যময় কাজ। আর পুণ্য জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা হচ্ছে মহাপাপ। পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়'।[১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ– 'যে ব্যক্তি আমার নিকট তার চোয়ালদ্বয়ের মধ্যস্থিত বস্তু (তথা জিহ্বা) ও পদদ্বয়ের মধ্যস্থিত বস্তুর (তথা লজ্জাস্থান) যামিন হ'তে পারবে, আমি তার জন্য বেহেশতের যিম্মাদার হয়ে যাব'।[১৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، 'আল্লাহ যাকে যবান ও লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন সে জান্নাতে যাবে'।[১৪]

আর মিতভাষী ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইসলামকে সৌন্দর্য দানের রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَيَعْنِيْهِ– 'কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা'।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কখনো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা বলে যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, অথচ আল্লাহ এ কথার দরুন তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ যখন আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কথা বলে তার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, সে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। অথচ আল্লাহ এ কথার দরুন তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন'।[১৬]

উল্লেখ্য, নীরবতা বলতে মুখ অনর্থক বন্ধ করে রাখা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকারী ও প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলা এবং অনর্থক কথা পরিহার করা। প্রয়োজনবোধেও কথা না বলাকে হাদীছে জাহেলী রেওয়াজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন-

কায়স ইবনু আবূ হাযম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) আহমাস গোত্রের যয়নাব নাম্নী এক মহিলার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন সে কথাবার্তা বলছে না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে যে, সে কথাবার্তা বলছে না? তারা বলল, সে চুপচাপ থাকার সংকল্প করেছে। তিনি মহিলাটিকে বললেন, তুমি কথাবার্তা বল। কেননা এভাবে চুপচাপ থাকা জায়েয নয়। এটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহেলী যুগের কাজ। অতঃপর মহিলাটি কথাবার্তা বলতে শুরু করে।[১৭]

চুপ করে থেকে সংযম অবলম্বন না করে আল্লাহর যিকর ও তাসবীহ-তাহলীলে রত থাকা উত্তম। জনৈক মনীষী বলেছেন, মানুষের ভিতরে প্রায় আট হাযার চারিত্রিক দোষ রয়েছে। কিন্তু একটি গুণ তার সব দোষ ঢেকে দিতে সক্ষম। সে গুণটি হ'ল বাক সংযমতা। আর একটি গুণ তার সব দোষ দূর করতে পারে। তা হচ্ছে সত্যবাদিতা।[১৮]

[চলবে]

---

১১. *বুখারী ও মুসলিম।*
১২. *তাহকীক তিরমিযী, হা/১৯৭১ পৃঃ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৬১৩, ৯/৮১ পৃঃ; সনদ ছহীহ।*
১৩. *বুখারী, মিশকাত, হা/৪৬০১, ৯/৭৭ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, ৪/৪৩ পৃঃ।*
১৪. *তাহকীক তিরমিযী, হা/২৪০৯ পৃঃ, হাদীছ হাসান ছহীহ।*
১৫. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, আহমাদ, ইবনু মাজাহ তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৪৮৩৯; মিশকাত, হা/৪৬২৮, ৯/৮৬ পৃঃ; তাহকীক তিরমিযী, হা/২৩১৭, সনদ ছহীহ।*
১৬. *আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ, মুওয়াত্ত্বা, মুসতাদরাক হাকেম, তাহক্বীক্ব তিরমিযী, হা/২৩১৯ হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৪৬২২, ৯/৮৫ পৃঃ।*
১৭. *বুখারী, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯১।*
১৮. *ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, কবীরা গুনাহ অনুবাদঃ হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানুয়ারী ২০০৫), পৃঃ ১৩৫।*

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিশ্বের গভীরতম)-এর সঠিক উত্তর

১। বৈকাল হ্রদ (রাশিয়া)।
২। হেলস ক্যানিয়ন (যুক্তরাষ্ট্র)।
৩। পানামা খাল।
৪। ওয়েস্টার্ন ডিপ লেবেল (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
৫। প্রশান্ত মহাসাগর।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা।
২। ভাইরাস দ্বারা।
৩। ভিটামিন বি$_{১২}$-এর অভাবে।
৪। ভিটামিন সি।
৫। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম বিষয়ক)

১। খুলাফায়ে রাশেদার খিলাফত কত সালে শুরু ও কত সালে শেষ হয়?
২। 'মদীনা সনদ'-এর লেখক কে?
৩। স্ত্রীসহ কে সর্বপ্রথম হিজরত করেন?
৪। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সফর সঙ্গী কে ছিলেন?
৫। রিদ্দার যুদ্ধ কার সময়ে সংগঠিত হয়?

** সংগ্রহেঃ আহমাদ সাঈদ আল-আশিক*
ইসলামিক স্টাডিজ
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী শাখা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক)

১। ক্যান্সারের কারণ কি?
২। এন্টামিবার সংখ্যাধিক্যে মানব দেহে কি সৃষ্টি হয়?
৩। গোলকৃমি দেহের কোন অংশে বাস করে?
৪। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও হাম রোগের টীকা কি থেকে প্রস্তুত করা হয়?
৫। হেপাটাইটিস রোগের প্রধান কারণ কি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর উত্তর নওদাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবদুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহিল কাফী, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের ছাত্র আহমাদ সাঈদ আল-আশিক। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে 'সোনামণি' আকমাল হুসাইন ও জাগরণী পরিবেশন করে মুনীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক আবু নো'মান।

বাঘা, রাজশাহী ৭ অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র উপযেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইন ছিদ্দীকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র আহমাদ সাঈদ আল-আশিক, অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা আবু তালিব সরকার, বেরিলাবাড়ী দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ ও ভায়া লক্ষ্মীপুর মাদরাসার ছাত্র খুরশিদ আলম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে 'সোনামণি' মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে আঁখি খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র উপযেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

বাঘা, রাজশাহী ৭ অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর মণিগ্রাম ও গঙ্গারামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবুল হোসাইন ছিদ্দীকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র আহমাদ সাঈদ আল-আশিক। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ জুয়েল রানা ও জাগরণী পরিবেশন করে মুসাম্মাৎ জেসমিন।

চারঘাট, রাজশাহী ৮ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর বাটিকামারী যোগীগোফা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র আহমাদ সাঈদ আল-আশিক। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হুমায়ুন কবীর ও জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পান্নাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হাশিমুদ্দীন।

আলোচনা সভা

চাটমোহর, পাবনা ৬ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাটমোহর থানার যৌথ উদ্যোগে নন্দনপুর পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক হুমায়ুন কবীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলনা মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব এস.এম. শফিউল্লাহ ও 'সোনামণি' পাবনা যেলার পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ ওমর ফারুক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উক্ত মসজিদ কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক জনাব মুহাম্মাদ মুখতার হোসাইন।

ঢাকা ১ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় এক গুরুত্বপূর্ণ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যশোর যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক আবুল কালাম আযাদ, হাফেয মুহাম্মাদ সজিব ও শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিয়াম ও জাগরণী পরিবেশন করে সুবর্ণা আখতার।

নাছীরাবাদ, ঢাকা ২ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় নাছীরাবাদ উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যশোর যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ শাহীনুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ তুহিন।

মাদারটেক, ঢাকা ২ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য দুপুর পৌনে ১২-টায় মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ সংলগ্ন হেফয খানার শিক্ষক হাফেয আসাদুল্লাহ মানছূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যশোর যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মসজিদ সংলগ্ন হেফয খানার ছাত্র মুহাম্মাদ সাজিদুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আবদুল আলীম।

খিলক্ষেত, ঢাকা ৩ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় ডুমনি হাজিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব ছানাউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে ইসলামী রীতি-নীতি, সাধারণ জ্ঞান ও যাদু নয় বিজ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যশোর যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি ফারজানা আখতার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

রাজশাহীঃ সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে ৩ অক্টোবর ডাংগিপাড়া মেছবাহুল উলুম মাদরাসায় সকাল ৮-টায়, ৪ অক্টোবর মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ মোহনপুর, সকাল ৮-টায় এবং ৫ অক্টোবর সন্তোষপুর পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৮-টায় সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি শিশুদেরকে রামাযানে বেশী বেশী ভাল কাজ করা, দ্বীনের প্রতি আগ্রহী হিসাবে গড়ে তোলা, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি' সহ-পরিচালক হুমায়ুন কবীর ও স্ব স্ব শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

* সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা পুনর্গঠন

নব নির্বাচিত দায়িত্বশীলদের তালিকাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ (সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা)
উপদেষ্টাঃ হাবীবুর রহমান (সভাপতি, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা)
পরিচালকঃ মুখতার বিন আব্দুল কাইয়ুম
সহ-পরিচালকঃ ইস্রাফীল
সহ-পরিচালকঃ ইউসুফ আলী
সহ-পরিচালকঃ নাহিদ খান
সহ-পরিচালকঃ হাফেয আব্দুছ ছামাদ।

শাখা গঠনঃ

*** মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, ঢাকাঃ**

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল
উপদেষ্টাঃ কাযী মুহাম্মাদ হারূণ
পরিচালকঃ হাফেয মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মানছূর
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ফরীদুদ্দীন।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. **সাধারণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ সাজিদুর রহমান।
২. **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** আব্দুল আলীম
৩. **প্রচার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ ওয়ালী উল্লাহ
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ মুনীরুয্যামান।

*** ডুমনি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক ও বালিকা) শাখা, খিলক্ষেত, ঢাকাঃ**

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু জা'ফর
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ খুরশেদ আলম।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. **সাধারণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ সোহাগ
২. **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ ইয়াসীন
৩. **প্রচার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ ছাব্বীর
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ সুমন
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব।

কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ
১. **সাধারণ সম্পাদিকাঃ** জেসমিন আরা
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ রাণী খাতুন
৩. **প্রচার সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ জুম্মা খাতুন
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ মাহমূদা আখতার
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ শিখা খাতুন।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ এবার সপ্তম

বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই)-এর দুর্নীতির ধারণা সূচকে (সিপিআই) এবার বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। সূচকে এবারো বাংলাদেশের স্কোর ২ পয়েন্ট। গত বছর একই স্কোরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দ্বিতীয় স্থানে। দুর্নীতির তালিকায় অবস্থানের পরিবর্তন হ'লেও দুর্নীতির পরমাণ আগের মতোই রয়ে গেছে। কারণ স্কোরের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এবার দুর্নীতির শীর্ষে রয়েছে যুগ্মভাবে মায়ানমার ও সোমালিয়া। এ দু'রাষ্ট্রের স্কোর ১.৪। এ বছর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইরাক ও হাইতি। ৯.৪ স্কোর করে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে ডেনমার্ক। এরপর ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের অবস্থান।

এ বছর নতুন ২০টি দেশকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টিআই'র দুর্নীতির ধারণা সূচক গত ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায়, বার্লিন ও লন্ডন থেকে একযোগে প্রকাশ করা হয়। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমাদ বলেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলো ব্যবসায়ী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ধারণাতে এখনো সুস্পষ্টভাবে আসেনি। ২০০৮ সালের রিপোর্টে এসব পদক্ষেপের প্রভাব পড়তে পারে। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপগুলো সঠিকভাবে কার্যকর হ'লে আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৩-এ উন্নীত করা সম্ভব। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকসহ ১৪টি প্রতিষ্ঠানের দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে টিআই প্রতিবছর এ রিপোর্ট তৈরী করে থাকে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সভাপতি নির্বাচিত

বাংলাদেশ সর্বসম্মতভাবে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সভাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমাদ চৌধুরী ৫০টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সভাপতি পদে গত ৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত হয়েছেন। বিদায়ী সভাপতি বেনিন এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোওসা ওকানলা ডঃ চৌধুরীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ডঃ ইফতেখার চৌধুরী বলেন, '৫০টি স্বল্পোন্নত দেশের একটি গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণের এ ঘটনা বিরল সম্মানের পাশাপাশি একটি বড় চ্যালেঞ্জও বটে। উল্লেখ্য, গত ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে জাতিসংঘে ৫০টি স্বল্পোন্নত দেশসমূহের গ্রুপ গঠিত হয়। প্রথমবারে আফ্রিকা মহাদেশ হ'তে বেনিন সভাপতি নির্বাচিত হয়। পরে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে ২০০৬ সনে এশিয়া হ'তে সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এশিয়া থেকে বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়ে প্রার্থী হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে সভাপতি নিয়োগে অচলাবস্থা দেখা দেয়। অবশেষে ৫০টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীবর্গ সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের প্রার্থিতাকে নিরঙ্কুশ সমর্থন জানালে বাংলাদেশ সভাপতি নির্বাচিত হয়।

দেশে মাথাপিছু ঋণ দ্বিগুণ

দুই দশকে দেশে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়েছে। একদিকে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। অপরদিকে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা কমে যাচ্ছে। শর্তযুক্ত বৈদেশিক ঋণ রাষ্ট্রীয় সেবাখাতে বিনিয়োগ সংকুচিত করছে। যা দেশে প্রবলভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। গত ৬ অক্টোবর 'ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ' আয়োজিত 'বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্যের দায়বদ্ধতা ও দেনাগ্রস্ত বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা বলেন, ৮০'র দশকে বাংলাদেশের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ছিল চার হাযার টাকা। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১০ হাযার টাকায়।

বাংলাদেশের এনজিওগুলো ব্যাপক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত

-টিআইবি

বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলোও দুর্নীতির সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িত। বড় এনজিওগুলো সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি করে। প্রকল্প সহায়তা পাওয়ার জন্য দাতা সংস্থা ও সরকারী কর্মকর্তাদের এরা ঘুষ দেয়। ৭০ ভাগ এনজিও অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা লাভ করে। তারা প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির ব্যাপারে মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকে। এনজিও খাতে সুশাসন সম্পর্কিত 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি)-এর একটি গবেষণায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গত ৪ অক্টোবর ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, এনজিওগুলো সেবার নামে ব্যবসা পরিচালনা করতে দেশের প্রভাবশালী ও পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের গভর্নিং বডির সদস্য করে তাদের প্রভাবকে কাজে লাগায়। তাছাড়া বিদেশী অর্থদাতা সংস্থাগুলো ছাড়া এদেশের জনগণ ও সরকারের কাছে এসব এনজিওর কোন জবাবদিহিতা নেই। অথচ এদের কথা বলেই তারা টাকা আনছে বিদেশ থেকে। এনজিওদের মধ্যে নেই কোন গণতন্ত্র এবং স্বচ্ছতা। এনজিওগুলোতে চলছে পূর্ণ একনায়কতন্ত্র। ফলে এনজিওগুলো হয়ে উঠেছে সর্ববৃহৎ দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানে। এদের আয়-ব্যয়, কেনাকাটা, বেতন-ভাতা প্রভৃতি খাতেই রয়েছে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা। এজন্য এনজিওদের বাজেট কখনো জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় না।

বিসিএস পরীক্ষার নম্বরপত্র চ্যালেঞ্জ করা যাবে

বিসিএস পরীক্ষার নম্বরপত্র চ্যালেঞ্জ করা যাবে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার নম্বরপত্র চ্যালেঞ্জ করার বিধান রেখে বিসিএস রিক্রুটমেন্ট রুলস সংশোধন করতে যাচ্ছে সরকার। পিএসসির সুপারিশের আলোকে রুলস-এর বেশ কিছু ধারার সংশোধনীর উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে নম্বরপত্র চ্যালেঞ্জের বিষয়টিও রয়েছে। এই সংশোধনী অনুমোদন হ'লে কোন পরীক্ষার্থী যদি সন্দেহ করেন তাহ'লে নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে নম্বরপত্র দেখতে পারবেন।

২৮তম বিসিএসের আবেদনপত্র জমা নেয়া হবে ডিসি অফিসেঃ এখন থেকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (পিএসসি) ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পরীক্ষার আবেদনপত্র জমা দিতে চাকরিপ্রার্থীদের আর পিএসসিতে যেতে হবে না। নিজ যেলার যেলা প্রশাসকের (ডিসি) অফিসেও আবেদনপত্র জমা দেয়া যাবে। পিএসসির প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুমোদন পেলে ২৮তম বিসিএস থেকেই এ নিয়ম চালু হবে।

বিশ্ব হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথম

দুবাইঃ দুবাই-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাছাই করে পাঠানো গাযীপুরের হাফেয ফযলে রাব্বী আদেল (১২) বিশ্বের সকল প্রতিযোগীকে পরাজিত করে জাতির জন্য এ দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছে। প্রতিযোগিতায় আরব বিশ্বসহ বিশ্বের ৭৯টি দেশের প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এ বিজয়ের ফলে হাফেয ফযলে রাব্বী নগদ ৫৫ লাখ টাকা, একটি সনদপত্রসহ আরো পুরস্কার লাভ করেন। সে ১৯৯৫ সালের ২৩ অক্টোবর গাযীপুর যেলার শ্রীপুর থানার গাযীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। সে ঢাকার উত্তরাস্থ তানযীমুল উম্মাহ হিফয মাদরাসা থেকে হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে একই মাদরাসায় অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

মিশরঃ মিশরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাছাই করে পাঠানো চাঁদপুরের ছেলে হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (১৪) বিশ্বের সকল প্রতিযোগীকে পরাজিত করে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতায় আরব বিশ্বসহ বিশ্বের ৫০টি দেশের প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ের ফলে হাফেয আব্দুল্লাহ ৩০ হাযার মিশরীয় পাউন্ড, একটি সনদপত্র সহ অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেন। সে তেজগাঁও রেলওয়ে নূরানী মাদরাসার ছাত্র।

লিবিয়াঃ লিবিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় এবার বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে। বরিশালের মেয়ে হাফেযা সাজেদা খাতুন (১৭) বিশ্বের ৬১টি দেশের সকল প্রতিযোগীকে পরাজিত করে এ বিজয়মাল্য ছিনিয়ে এনেছে। সাজেদাই বাংলাদেশী প্রথম মহিলা যে কোন আন্তর্জাতিক মহিলা হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করল। এ বিজয়ের ফলে সাজেদা খাতুন নগদ ২০ লাখ টাকা, একটি সনদপত্র সহ অন্যান্য পুরস্কার লাভ করে। সে ১৯৯০ সালের ৫ জুন ঢাকার মিরপুরে জন্মগ্রহণ করে। সে ঢাকার ওয়ারীতে অবস্থিত সাউদা বিনতু যামরাহ (রাঃ) মহিলা মাদরাসা থেকে হিফয সমাপ্ত করেছে।

জর্ডানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ২য়ঃ জর্ডানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বাছাই করে পাঠানো বরিশালের ছেলে হাফেয ইমরান হুসাইন বিশ্বের ৬০টি দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এ বিজয়ের ফলে হাফেয ইমরানকে ২ হাযার দীনার, একটি সনদপত্র সহ অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশী তরুণের মানুষ্য রোবট আবিষ্কার

মানুষের মত সব গৃহস্থালী কাজ করতে পারবে এমন রোবট আবিষ্কার করেছে বাংলাদেশের এক যুবক। আবিষ্কারক এর নাম দিয়েছেন 'আইরোবট'। বাংলাদেশে এই রোবট নতুন হ'লেও বিশ্বে এটি বেশ পুরনো। আলোচ্য এই রোবট ঘর মোছা, ঝাড়ু দেয়া, কাপড় ধোয়া, এমনকি চা পর্যন্ত বানাতে পারবে বলে জানানো হয়েছে। মানুষের মত হাঁটতে ও কথা বলতেও পারে এটি। রোবটের আবিষ্কারক একটি বেসরকারী প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক ফিরোজ আহমাদ ছিদ্দীকী জানান, কয়লা খনির মত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এই রোবট খুবই উপযোগী। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে একে ব্যবহার করা গেলে জীবনের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে।

আবিষ্কারক এ নিয়ে কাজ শুরু করে ২০০৫ সালে। তার আবিস্কৃত রোবটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিল। অর্থাভাবে রোবটটি এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয়নি। ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে আবিষ্কারক জানান।

ফুকুদা জাপানের নয়া প্রধানমন্ত্রী

জাপানের নয়া প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন ইয়াসুয়ো ফুকুদা। তিনি শিনজো এ্যাবের স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। ৭১ বছর বয়স্ক ফুকুদা নিম্নপরিষদের ৩৩৮ সদস্যের সমর্থন পেয়েছেন। উচ্চ পরিষদে তিনি অনুমোদিত না হওয়ায় তার নিয়োগ বিলম্বিত হয়। জাপানী সংবিধান মোতাবেক নিম্নপরিষদের ভোটেই প্রধানমন্ত্রী বিজয়ী হয়ে যান। উল্লেখ্য, শিনজো এ্যাবের অধীনে ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)'র জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকায় ফুকুদাকে মনোনয়ন দিতে হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর এ্যাবে তার পুরো মন্ত্রীসভাসহ পদত্যাগ করেন।

এদিকে জাপানের নয়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইয়াসুয়ো ফুকুদা এবং তার মন্ত্রীসভা গত ২৬ সেপ্টেম্বর সম্রাট আকিহিতোর প্রাসাদে শপথ নিয়েছেন। ফুকুদা এ্যাবের ১৭ সদস্যের মন্ত্রীসভার ১৩ সদস্যকেই তার বর্তমান মন্ত্রীসভায় বহাল রেখেছেন।

বিশ্বে বিশৃংখল নগরায়ন অপরাধ বৃদ্ধি করেছে

বিশ্বের নগরগুলোতে অপরাধ বাড়ছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর নগরসমূহের অর্ধেকের বেশী অধিবাসী অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। জাতিসংঘের মানব বসতি সংক্রান্ত সংস্থা হ্যাবিটাচ-এর এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। ১৯৮০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী অপরাধের হার ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ১ লাখ লোকের মধ্যে ৩ হাযারের বেশী লোক অতিরিক্ত অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। গত ৫ বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ৬০ ভাগ নগরবাসী অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। এজন্য দ্রুত ও বিশৃংখলাপূর্ণ নগরায়নকে দায়ী করা হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, অর্ধেকের বেশী বিশ্ববাসী বর্তমানে নগরগুলোতে বসবাস করে।

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশী হেফাযতে ৩ বছরে ২০০২ জনের মৃত্যু

গত ৩ বছরে (২০০৩-২০০৫) যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশী হেফাযতে ২০০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর অর্ধেকই মারা গেছে পুলিশ অফিসারদের বন্দুকের গুলীতে। বিচার বিভাগ সূত্রে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পুলিশী হেফাযতে মৃত্যুর ব্যাপারে এটাই প্রথম পরিসংখ্যান প্রকাশিত হ'ল বিচার বিভাগের উদ্যোগে। গ্রেফতারকৃতদের সাথে পুলিশের বাড়াবাড়ির কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে বলেও অনেকে সন্দেহ করছেন। বিচার বিভাগ সূত্রে বলা হয়েছে, ২০০২ জনের ৫৫% মারা গেছে স্থানীয় এবং অঙ্গরাজ্য পুলিশের নির্যাতনে, ১৩% এর মৃত্যু হয়েছে নেশা ও মাদক গ্রহণের মাধ্যমে। পুলিশী হেফাযতে থাকাবস্থায় আত্মহত্যা করেছে ১২%। দুর্ঘটনা কিংবা অসুস্থতা জনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে ৭%। অবশিষ্ট ৭% এর মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

২০০৭ সালের নোবেল পুরস্কার

চিকিৎসাঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের তিন বিজ্ঞানী যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁরা হ'লেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিও কাপেচ্চি ও অলিভার স্মিথিস এবং

যুক্তরাজ্যের মার্টিন ইভান্স। স্টেম সেল গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেয়া হয়।

অর্থনীতিঃ এ বছর অর্থনীতিতে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন মার্কিন অর্থনীতিবিদ লিওনিদ হারবিজ, এরিক এস মাসকিন ও রজার বি মায়ারসন। বাজার ব্যবস্থার উপর নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

শান্তিঃ এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল-গোর এবং জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ইন্টার গভর্ণমেন্টাল প্যানেল।

সাহিত্যঃ সাহিত্যে ২০০৭ সালের নোবেল পুরস্কার পেলেন ইরানে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ উপন্যাসিক ডোরিস লেসিং। নারীবাদী, রাজনীতি এবং নিজ শৈশবের স্মৃতিচারণমূলক দীর্ঘ ৫ দশক ধরে উপন্যাস রচনায় অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার জন্য তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

রসায়নঃ রসায়ন শাস্ত্রে ২০০৭ সালের নোবেল পুরস্কার পেলেন জার্মান বিজ্ঞানী গেরহার্ড এরটাল। কঠিনতলের (সলিড সারফেস) উপর রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

পদার্থঃ এ বছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফরাসী বিজ্ঞানী আলবার্ট ফার্ট ও জার্মানির পিটার গ্রুয়েনবার্গ। এই দুই বিজ্ঞানী এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যা দিয়ে কম্পিউটারের ক্ষুদে হার্ডডিস্ক তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে।

এক জিলদ কুরআন মাজীদ ১৬ কোটি টাকায় বিক্রি

৫৯৯ হিজরী/১২০৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত কুরআন মাজীদের একটি প্রাচীনতম লিখিত কপি প্রায় ১৬ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে লন্ডনের নিলামে। নিলামকারী ক্রিস্টিস বলেন, কুরআন মাজীদ কিংবা কোন ইসলামী পাণ্ডুলিপির এতো বেশী দামে বিক্রি হওয়ার এটা একটা বিশ্বরেকর্ড। তাছাড়া দশম শতাব্দীর প্রায় সম্পূর্ণ এক জিলদ কুরআন মাজীদ বিক্রি হয়েছে ১২ কোটি ৮৩ লাখ ১০ হাযার টাকায়। ক্রিস্টিস বলেন, আমেরিকা হিসপনিক সোসাইটি জিলদ দু'টি কেনে। সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হওয়া এই কুরআন মাজীদে স্বাক্ষর রয়েছে ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন ওমরের।

মায়ানমারের নয়া প্রধানমন্ত্রী জেনারেল থেইন শীন

মায়ানমারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল থেইন শীনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১২ অক্টোবর দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী জেনারেল শীনের নাম ঘোষণা করা হ'ল। সামরিক জান্তার দিক দিয়ে তিনি পদমর্যাদায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। জেনারেল শীন অবশ্য গত মে মাস থেকে ভারতপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুমকি দিলেন বুশ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, সম্ভাব্য 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ' এড়াতে ইরানকে অবশ্যই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তিনি পরমাণু ইস্যুতে রুশ-মার্কিন মতবিরোধ নিরসনের উদ্যোগের বিষয়ও নাকচ করে দেন। তেহরানে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আহমাদিনেজাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পরমাণু সমস্যার সমাধানে এক নতুন প্রস্তাব গ্রহণের কয়েক ঘন্টা পরই বুশ এ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। গত ১৮ অক্টোবর হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, ইসলামিক রিপাবলিক ইরানের ব্যাপারে বিশ্বকে অবশ্যই কিছু করতে হবে। বুশ বলেন, আমরা ইরানে এমন এক নেতা পেয়েছি যিনি ইসরাঈলকে ধ্বংস করার কথা ঘোষণা করেছেন। অতএব আমরা জনগণকে বলতে চাই আপনারা যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে চান, তবে পরমাণু অস্ত্র বানানোর অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে তাদের বাধা দিন।

পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন বুশ

কিউবার বর্ষীয়ান নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। ২৩ অক্টোবর কিউবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'বুশ হাঙ্গার এন্ড ডেথ' শীর্ষক এক নিবন্ধে ক্যাস্ট্রো একথা বলেন। এই নিবন্ধে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট বুশ খাদ্যশস্য থেকে জৈব জ্বালানি উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়ে বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের অশনি সংকেত দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বুশ সম্প্রতি ভুট্টা, সয়াবিন ইত্যাদি শস্য থেকে বায়োফুয়েল উৎপাদনের এক পরিকল্পনায় সমর্থন দিয়েছেন। এতে খাদ্যশস্যের ঘাটতি এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। ক্যাস্ট্রো আরো বলেন, বুশ মানব জাতিকে এখন পারমাণবিক অস্ত্রের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

বিশ্বজুড়ে প্রাণীবাহিত ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা

প্রাণীবাহিত ভাইরাস এবং ভাইরাস বহনকারীর গতিশীলতা বিশ্বের জন্য নতুন করে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। জাতিসংঘ বিশ্ব সম্প্রদায়কে 'এনিমেন্ট ভাইরাস' প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে আরো অর্থ বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে। প্রাণীবাহিত ভাইরাসজনিত রোগের দাপট বিশ্বে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংখ্যা (ফাও) বলেছে, মশাবাহিত রোগ যেমন- ইয়েলো ফিভার, ডেঙ্গু এবং চিকন গুনিয়া উৎসস্থল থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

মুসলিম জাহান

সঊদী ফাতাওয়া ওয়েবসাইট চালু

ফৎওয়া বা ধর্মীয় বিধান প্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট চালু করেছে সঊদী আরব। অভিজ্ঞ ও অনুমতিপ্রাপ্ত আলেমদের ফৎওয়া প্রদান নিশ্চিত করার জন্যই এই ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। যে কেউ ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করে ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে প্রশ্ন রাখতে পারেন। বিশিষ্ট আলেমদের একটি কাউন্সিল প্রদত্ত উত্তর এতে পাওয়া যাবে। ফৎওয়া জানার জন্য সশরীরে কোন ফৎওয়া বোর্ডের সামনে হাযির হ'তে হবে না। ফৎওয়া সংক্রান্ত নতুন ওয়েবসাইটটির একটি অংশ সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সাবেক প্রধান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে।

মার্কিন আগ্রাসনে ২০ লাখ ইরাকী নিজ দেশে বাস্তুচ্যুত

ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলোর সামরিক আগ্রাসনে সে দেশের জানমালের যেমন নিশ্চয়তা নেই, তেমনি সেখানে প্রতিদিন রক্ত ঝরছে নিরীহ ও নির্দোষ মানুষদের। ইরাকের সুপ্রাচীন ও শক্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কত লোক যে ইরাক থেকে বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশে পালিয়ে গেছে তা কেউ সঠিকভাবে জানে না। তবে 'রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র হিসাব মতে ইরাকে গৃহহীন ও অসহায় মানুষের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। এ ২০ লাখ মানুষ আজ এ শহরে কাল ঐ শহরে অবস্থান নিয়ে আছে। আবার সেখান থেকে যেকোন মুহূর্তে তাদের পালিয়ে যেতে হয় অন্য শহরে আশ্রয়ের আশায়। রেডক্রস জানায়, ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আক্রমণের পরে সেখান থেকে শুধু সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে গেছে ১ কোটি ৯ লাখ ৩০ হাযার ৯৪৬ জন।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ পেল লিবিয়া

আফ্রিকার দেশ লিবিয়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করেছে। বুশ প্রশাসনের কোন বাধা ছাড়াই গত ১৬ অক্টোবর দেশটি এই সদস্যপদ লাভ করে। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার প্রেক্ষাপটে লিবিয়া আকস্মিকভাবে তার পারমাণবিক কর্মসূচী বর্জন এবং তাতে আন্তর্জাতিক পরিদর্শনের অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে ওয়াশিংটন ও ত্রিপলীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হ'তে থাকে। ২০০৬ সালের মে মাসে বুশ প্রশাসন জানায়, তারা দীর্ঘ ২৫ বছরের বেশী সময় পর এই প্রথম লিবিয়ার সঙ্গে পুনরায় নিয়মিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছে।

একতরফা ভোটে পারভেজ মোশাররফ দ্বিতীয়বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

বিরোধীদলীয় সদস্যদের পদত্যাগ ও ভোট বর্জন এবং কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী ও বিক্ষিপ্ত সহিংসতার মধ্য দিয়ে গত ৬ অক্টোবর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একতরফা ভোটে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ দ্বিতীয়বারের মত দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি জাতীয় পরিষদ এবং উচ্চকক্ষ সিনেটে মোট ২৫৭ ভোটের মধ্যে ২৫২ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া চারটি প্রাদেশিক পরিষদের ভোটেও মোশাররফ বিপুল সংখ্যক ভোট পান। এখানকার ১৩২ ভোটসহ মোশাররফ নির্বাচকমণ্ডলীর মোট ৭০২ ভোটের মধ্যে ৩৮৪ ভোট পেয়ে বেসরকারীভাবে বিজয়ী হন। তবে সুপ্রীমকোর্ট এই নির্বাচনের বৈধতা প্রদান না করলে মোশাররফকে সরকারীভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে না। উল্লেখ্য, গত ১৭ অক্টোবর থেকে মোশাররফের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থিতার বৈধতা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে শুনানি শুরু হয়েছে।

বেনজীর ভুট্টোর দেশে প্রত্যাবর্তন॥ গাড়ী বহরে বোমা হামলা

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভুট্টো ৮ বছর দুবাইয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে থাকার পর গত ১৮ অক্টোবর দেশে ফিরেছেন। স্থানীয় সময় বেলা ১-টা ৪৫ মিনিটে আরব আমিরাতের একটি বিমানে করে করাচী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে প্রচণ্ড আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য আড়াই লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়। তিনি যখন করাচী বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন জনসমুদ্র থেকে স্বতঃস্ফূর্ত 'ভুট্টো যিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। বোমা স্কোয়াড ও গোয়েন্দা কুকুর সহকারে ২০ হাযারের বেশী পুলিশ ও সৈন্য বে-নজীরের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়। আততায়ীদের প্রাণনাশের হুমকির প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা প্রহরীদের হুঁশিয়ারী উপেক্ষা করে বে-নজীর জনতার দিকে হাত তুলে এগিয়ে যান। এরপর করাচী বিমানবন্দর থেকে তিনি জিন্নাহর কবর যিয়ারত করে যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখনই তার গাড়ীবহরে পরপর দু'টি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। মুহূর্তের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে লাশ আর লাশ। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান বেনজীর। বোমায় তাকে বহনকারী ট্রাকের দরজা উড়ে যায়। এতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৫ এবং আহতের সংখ্যা ৬ শতাধিক। নিহতদের মধ্যে ২০ জন পুলিশ বাহিনীর সদস্য। এ হামলার জন্য বেনজীর ভুট্টো সাবেক তিন সেনা কর্মকর্তার জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি থানায় একটি মামলাও করেছেন। তার স্বামী আসিফ আলী জারদারী এ হামলার জন্য বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা 'ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো' (আইবি) প্রধান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এজাজ শাহকে দায়ী করেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, বেনজীর ভুট্টোর গাড়ীবহরে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পাঞ্জাবে তিনজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এই তিন ব্যক্তি হামলায় ব্যবহৃত গাড়ীর সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য দেয়ার জন্য পুলিশ ৫০ লাখ রূপী পুরস্কার ঘোষণা করেছে এবং পাকিস্তান সরকার প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভুট্টোর স্বদেশ ত্যাগ নিষিদ্ধ করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালের ২ ডিসেম্বর তিনি প্রথম এবং ১৯৯৩ সালে দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। দুর্নীতি মামলার কারণে ১৯৯৯ সালে বেনজীর নির্বাসনে দুবাই চলে যান। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা প্রত্যাহার করে তাকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেন। ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে মোশাররফ বে-নজীরের সাথে সমঝোতায় পৌছার কাছাকাছি পৌছে গেছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

যৌবন ধরে রাখতে মধু

চেহারায় বয়সের ছাপ নিয়ে উদ্বিগ্ন? দুশ্চিন্তা না করে রোজ এক চামচ করে মধু খেতে শুরু করুন। বিজ্ঞানীদের মতে, বয়সের ছাপ বা স্মৃতিলোপের মতো সমস্যা কাটাতে মধুর জুড়ি মেলা ভার। ১৪ সেপ্টেম্বর লন্ডনের দৈনিক 'ডেইলি মেইল' এমন তথ্যই দিয়েছে। এই ব্রিটিশ দৈনিককে নিউজিল্যান্ডের ওয়াইকাটো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকোলা স্টারকি জানান, খাবারে মিষ্টতা দানকারী মধু বেশী বয়সের মানুষদের উদ্বেগ কাটাতে আর স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করতে উপকারী ভূমিকা রাখতে পারে। তার মতে, মধুর এন্টিঅক্সিডেন্ট উপাদানের জন্যই এমনটি ঘটে থাকে।

স্টারকি এবং তার সহকর্মী লিন চেপুলিস মধু নিয়ে একটি জরিপ চালানোর পর এ সিদ্ধান্তে আসেন। বেশ কিছু ইঁদুরের উপর এ পরীক্ষা চালানো হয়। পুরো এক বছর তাদের ১০ শতাংশ মধু ও ৮ শতাংশ সুক্রোজ বা চিনিশূন্য খাবার দেয়া হয়। এ পরীক্ষার শুরুতে ইঁদুরগুলোর বয়স ছিল দু'মাস। প্রতি তিন মাস পরপর ইঁদুরগুলোর বুদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ পরীক্ষায় দেখা যায়, মধু খাওয়া ইঁদুরগুলোর স্মৃতিশক্তি সুক্রোজ খাওয়া ইঁদুরগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ সক্রিয়। তাদের উদ্বেগও অনেক কম।

উল্লেখ্য, প্রাচীনকাল থেকেই খাদ্য, ওষুধ আর রূপচর্চায় মধুর ব্যবহার চলে আসছে। আলসার, পোড়ার ক্ষত ও নানান আঘাতেও এন্টিসেপটিক হিসাবে মধু দারুণ কার্যকর। এছাড়াও মধুর ভিতরে থাকা বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর পদার্থ কয়েক ধরনের ক্যান্সার ও প্রচণ্ড জ্বর নিরাময়ের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিবেশবান্ধব জৈব ব্যাটারি

প্রযুক্তিপণ্য চালানোর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে ব্যাটারির আয়ুষ্কাল। এছাড়া ব্যাটারির মধ্যে নানা রকম বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা পরিবেশবান্ধব নয়। ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সনি সম্প্রতি পরিবেশবান্ধব এক ধরণের ব্যাটারি তৈরীর ঘোষণা দিয়েছে। এতে চালিকাশক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে চিনি। চিনিকে জৈবিক রূপান্তরের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করা হয়, যা দিয়ে এমপি থ্রি প্লেয়ার এবং দু'টি ছোট স্পিকার চালিয়ে দেখানো হয়েছে। ব্যাটারিটির খোলস তৈরী করা হয়েছে শাকসবজি থেকে তৈরী প্লাষ্টিকের মতো এক ধরনের আবরণ দিয়ে। এতে চিনির উপাদান ঢোকানোর জন্য আলাদা জায়গা আছে, যার মধ্যে এনজাইম ভেঙ্গে শক্তি উৎপন্ন হয়। এ থেকে প্রায় ৫০ মিলিওয়াট পর্যন্ত শক্তি পাওয়া যাবে বলে সনি জানিয়েছে। চিনি সাধারণত উদ্ভিদের শক্তি জোগাতে সহায়তা করে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে। এজন্য শক্তি উৎপাদনে চিনি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া চিনি পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায় এবং এটি একটি পরিবেশবান্ধব জৈবিক পদার্থ।

মানসিক অবসাদ বিপজ্জনক

মানসিক অবসাদ স্বাস্থ্যের জন্য ডায়াবেটিস, এজমা, বাত প্রভৃতি রোগের চেয়েও ক্ষতিকর। কোন ডায়াবেটিক বা এজমা রোগীর যদি মানসিক অবসাদ রোগ থাকে তাহ'লে এসব রোগ আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' পরিচালিত এক গবেষণায় ৬০টি দেশের প্রায় আড়াই লাখ মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, এজমা, ডায়াবেটিস, বাত ইত্যাদি রোগ রয়েছে এমন রোগীদের ৯ থেকে ২৩ শতাংশই মানসিক অবসাদে ভুগছে। স্বাস্থ্যের সবচেয়ে অবনতি ধরা পড়েছে যাদের ডায়াবেটিস এবং মানসিক অবসাদ একসঙ্গে রয়েছে তাদের। গবেষক দলের প্রধান সোমনাথ চ্যাটার্জির মতে, আপনি যদি ডায়াবেটিস এবং মানসিক অবসাদ নিয়ে এক বছর থাকেন তাহ'লে বলতে হবে আপনি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যের ৬০ শতাংশ মাত্র ভোগ করতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ ডায়াবেটিস, এজমা, বাত ইত্যাদির মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে যারা ভুগছেন তাদের উচিত মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে যথাসাধ্য মুক্ত থাকা, মানসিক অবসাদ রোগের দ্রুত চিকিৎসা করা। অন্যথায় স্বাস্থ্যের মারাত্মক পরিণতির আশঙ্কা রয়েছে।

আর্দ্র হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস ইফেক্ট সম্পর্কে আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি গ্যাস বায়ুমন্ডলে জমা হয়ে সূর্যতাপকে ধরে রাখছে। এভাবে গ্রিনহাউস ইফেক্টের মতো ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বায়ুমণ্ডল। যার ফলে গলে যাচ্ছে জমাট বরফ, পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ুর গতি প্রকৃতি। ডেকে আনছে পরিবেশ বিপর্যয়। যে গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে কার্বন-ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস মানুষের সৃষ্টি। যান্ত্রিক সভ্যতার চাকা সচল রাখতে ফসিল জ্বালানি জুড়িয়ে মানুষ প্রতিনিয়তই কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস জমা করছে বায়ুমণ্ডলে। এরপর রয়েছে মিথেন গ্যাস। এসব গ্যাসের নির্গমন মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে, গোটা পৃথিবীর জলবায়ুর প্যাটার্নই এখন বদলে যাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, পৃথিবীর বায়ুমন্ডল আগের চেয়ে ভেজা ও ময়লাযুক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে অসময়ে প্রলয়ঙ্করী ঝড়-তুফান, অস্বাভাবিক খরা, তাপদাহ, বিরামহীন বৃষ্টি ইত্যাদির কবলে পড়ছে পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ শতাব্দীর শেষনাগাদ বিশ্বে গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ২ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র উদ্ভাবন

স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি যন্ত্র তৈরী করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) যন্ত্রকৌশল বিভাগের সদ্য পাস করা প্রকৌশলী শেখ আহসান আহমাদ তারুণ্য। তিনি জানান, আমাদের দেশে কলকারখানায় পণ্যের গুণ নির্ধারণ, প্যাকিং ও গণনা করার জন্য দশ থেকে বিশ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে যন্ত্র আমদানি করতে হয়। শুধু আমদানিই নয়, এটি ব্যবহারেও রয়েছে নানান জটিলতা। যন্ত্র চালানোর জন্য অনেক সময় লোকও আনতে হয় বিদেশ থেকে। তারুণ্য দাবী করেন, তার উদ্ভাবিত 'অটোমেশন ফুড প্যাকিং প্রসেস' নামের যন্ত্রটি ঐসব দামি যন্ত্রগুলোর বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। তিনি আরো জানান, তার আবিষ্কৃত যন্ত্রটির দাম পড়বে মাত্র ২০ থেকে ২৫ হাযার টাকা।

যন্ত্রটির প্রধান অংশ হিসাবে একটি পিএলসি (প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার) ব্যবহার করা হয়েছে। পিএলসি এমন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে কোন প্রসেসকে স্বয়ংক্রিয় করা হয়। কলকারখানার যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত 'অটোমেশন' পদ্ধতির উপর তৈরী করা এই যন্ত্রটির সাহায্যে সাবান, বিস্কুট, আপেল, পানীয় সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সংখ্যা গণনা ও প্যাকিং করা যাবে।

তারুণ্য আরো জানান, এটি শতভাগ কার্যক্ষম। যন্ত্রটিতে যে পিএলসি ব্যবহৃত হয়েছে তা একটু ছোট। বড় মাপের পিএলসি ব্যবহার করলে এর সাহায্যে বড় ধরনের উৎপাদন সম্ভব। উল্লেখ্য, পিএলসির সাহায্যে অটোমেশনের উপর তৈরী করা এই যন্ত্রটিই দেশে প্রথম।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

লালমনিরহাট ১৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় মহিষখোচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। লালমনিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুন্তাযির রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা শহীদুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নোয়াব আলী, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আযাহার আলী রাজা মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম ১৯ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় পাওটানা হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মফীযুল হক্ব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন লালমনিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুর রহমান, কুড়িগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শফীকুল ইসলাম, রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ আবুবকর ও পীরগাছা দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

জামালপুর ২৪ সেপ্টেম্বর সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর যেলার উদ্যোগে ইসলামপুর থানার অন্তর্গত ঢেংগারগড় শুরের পাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাস'উদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন, মাওলানা ইদ্রীস আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম প্রমুখ।

রাজশাহী ২৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম আযীযুল্লাহ, মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ক্যাম্পাসের খণ্ডকালীন প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক ও শাহমখদুম থানা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী প্রমুখ। আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেন, রাযামানের ছিয়াম পালনের মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জনের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বক্তাগণ ষড়যন্ত্রের শিকার দীর্ঘ আড়াই বছর যাবৎ কারারুদ্ধ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর অবিলম্বে মুক্তির জোর দাবী জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম।

রাজশাহী ২৯ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর শিরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ক্যাম্পাসের খণ্ডকালীন প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম ও মাওলানা আব্দুর রাযযাক সালাফী। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব

শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আব্দুল হালীম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ও শাহমখদুম থানা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর মুক্তির জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উক্ত মসজিদের খত্বীব ও পেশ ইমাম মাওলানা ইলিয়াস আলী।

সাহারবাটী, মেহেরপুর ৩ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় সাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও যেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সভাপতি অধ্যাপক নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর দক্ষিণ এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ আযমাতুল্লাহ প্রমুখ। মেহেরপুর ও পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা থেকে আগত প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ হাসানুযযামান।

কুষ্টিয়া ৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে গোয়ালগ্রাম খান ছাহেবপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিয়াম ও তাক্বওয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির জন্য সবাইকে প্রতিনিয়ত দো'আ করার আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ, যেলা 'যুবসংঘ' সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সাধারণ সম্পাদক তারীকুয্যামান, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। সভায় উক্ত যেলার পক্ষ থেকে যেলা সভাপতি গোলাম যিল-কিবরিয়া মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আব্দুর রশীদ আখতার।

চারঘাট, রাজশাহী ৫ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর চারঘাট থানার অন্তর্গত ইউসুফপুর সিপাহীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চারঘাট এলাকার উদ্যোগে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক' এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চারঘাট এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ মাসে আমরা যেমন বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করি, তেমনি রামাযান পরবর্তী ১১টি মাসেও যেন আমরা ইবাদতের এই ধারা বজায় রাখি। আমাদের দান-ছাদাক্বার ধারা অব্যাহত রেখে আমরা যেন দুঃস্থ-অসহায় মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে আসি। তিনি আরো বলেন, রামাযানে আমরা যেমন সংযম অবলম্বন করি পরবর্তী মাসগুলিতেও যেন আমরা তদ্রূপ সংযম অবলম্বন করি। তাহ'লে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখ-শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আসবে এবং পরকালে আমরা পাব জান্নাত। তিনি উপস্থিত ২শতাধিক মুছল্লীকে প্রকৃত মুত্তাক্বী হওয়ার এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াতী মিশনে যোগ দিয়ে একে আরো বেগবান করার উদাত্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মেহেদী হাসান।

রাজশাহী ৬ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজপাড়া থানা 'আন্দোলন' -এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজপাড়া থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ক্যাম্পাসের খণ্ডকালীন প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুযাফফর বিন মুহসিন, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয়

সহ-পরিচালক ও অত্র মসজিদের খত্বীব জনাব ইমামুদ্দীন, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ও 'আহলেহাদীছ আইনজীবী পরিষদ' রাজশাহীর আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট জারজিস আহমদ, রাজপাড়া থানা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব গিয়াছুদ্দীন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক সালাফী প্রমুখ। আলোচনা সভায় বক্তাগণ পবিত্র মাহে রামযানের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একজন খাঁটি মুসলমান হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বক্তাগণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রবীণ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর দীর্ঘ আড়াই বছরের অমানবিক কারাবাসের অবসান ঘটিয়ে নিঃশর্ত মুক্তির জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

রাজশাহী ৭ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর বায়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ক্যাম্পাসের খণ্ডকালীন প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক সালাফী ও মাওলানা আফযাল হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক্ব ও অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুল বাশীর প্রমুখ।

বন্যা কবলিত যেলা সমূহে 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

লালমনিরহাট ৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ যেলার আদিতমারী থানার মহিষখোচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র উদ্যোগে ২৫০ জন বন্যার্তের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা নেতৃবৃন্দ। পরের দিন ৮ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ১০-টায় একই স্থানে ১৬০ জন বন্যাদুর্গত ব্যক্তির মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কুড়িগ্রাম ও রংপুর ৮ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর কুড়িগ্রাম যেলার পাওটানা হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র উদ্যোগে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। উক্ত স্থানে রংপুর ও কুড়িগ্রামের বন্যা দুর্গত ২০০ জন লোককে ত্রাণসামগ্রী প্রদান করা হয়।

জামালপুর ২৪ সেপ্টেম্বর সোমবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার ইসলামপুর থানাধীন ঢেংগারগড় শুরেরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র উদ্যোগে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। উক্ত স্থানে বন্যাদুর্গত ২০০ জন লোককে ত্রাণসামগ্রী প্রদান করা হয়।

টাংগাইল ২৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গোপালপুর থানাধীন ভাদুরীর চর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র উদ্যোগে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। উক্ত স্থানে বন্যাদুর্গত ১২০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

তাবলীগী বৈঠক

পাবনা ৩১ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ পাবনা যেলার ফুলুনিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মহিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফ আলী।

লালমনিরহাট ৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মহিষখোচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও লালমনিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান।

পাবনা ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঘোষপুর শাখার উদ্যোগে ঘোষপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ নফসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ।

রাজশাহী ২৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহিষবাথান শাখার উদ্যোগে স্থানীয় মহিষবাথান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

জামে মসজিদ ও দারুল হাদীছ পাঠাগার উদ্বোধন

নোয়াখালী ২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য নোয়াখালী যেলার হাতিয়া দ্বীপের সাগরিয়া শহরে নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও দারুল হাদীছ পাঠাগার উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। জুম'আর খুৎবা প্রদানের মাধ্যমে তিনি মসজিদের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। জুম'আর ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য হাফেয মাওলানা আখতার মাদানী।

ছালাতান্তে অত্র মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতওয়াল্লী মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও সাগরিয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল গণী। আলোচনা সভায় উপস্থিত পাঁচ শতাধিক মুছল্লীর বিভিন্ন প্রশ্নের তথ্যভিত্তিক উত্তর প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ও 'আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা আখতার মাদানী।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

বংশাল, ঢাকা ২৬ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য সকাল পৌনে ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কার্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। তিনি 'আহলেহাদীছের রাজনৈতিক দর্শন'-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। তিনি 'সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্ব'-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন। 'ইসলামী সংগঠনে অর্থের গুরুত্ব ও সংগ্রহ পদ্ধতি'-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, 'তাক্বওয়ার গুরুত্ব'-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, 'কর্মীদের গুণাবলী'-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান।

রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ৩০ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ নন্দলালপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শাহাবুদ্দীন, মুওয়াযেযম হুসাইন, নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম হাফেয ইমাম হুসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন

Contents

তেলাওয়াত করেন অত্র মসজিদ সংলগ্ন হেফয বিভাগের ছাত্র মামূন হুসাইন।

যশোর ৩ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর চঞ্চিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুয্যামান ও চঞ্চিপুর শাখা 'যুবসংঘ'এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান প্রমুখ। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ছালাত, ছিয়ামের ন্যায় দ্বীনে হক্কের দাওয়াত দেওয়াও প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরয। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) শুধুমাত্র আরবের মধ্যে তাঁর দাওয়াত সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং অনারবদের মাঝেও দাওয়াতী কাজ করেছেন। তাই 'যুবসংঘ'-এর প্রধান কর্মসূচী হচ্ছে, পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট অহি-র বিধান পৌঁছে দেওয়া। তিনি মাহে রামাযান থেকে শিক্ষা নিয়ে সাংগঠনিক মূযবূতি বৃদ্ধি, দায়িত্বানুভূতি ও নৈতিকতা জাগ্রত করার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ৬ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর যেলার মান্দা ধানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে 'পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, রামাযান পবিত্র কুরআন নাযিলের মাস। এ মাসেই হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী পবিত্র কুরআন এসেছিল মানবতার মুক্তির দিশারী হিসাবে হিদায়াতের আলোকবর্তিকা নিয়ে। সুতরাং সেই কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীছ অনুসারেই আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। তাহ'লেই আমরা প্রকৃত মুত্তাক্বী হ'তে পারব এবং রামাযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। তিনি আরো বলেন, পবিত্র মাহে রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হয়েছে মানুষকে মুত্তাক্বী, পরহেযগার ও সংযমী করে গড়ে তোলার জন্য। সুতরাং এ মাসে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী করে এবং অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ হ'তে বিরত থাকার আন্তরিক প্রচেষ্টাই হচ্ছে মুমিনের একান্ত কর্তব্য। তিনি উপস্থিত সবাইকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াতী কাফেলাকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম।

কালাই, জয়পুরহাট ৭ অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মহসিন। তিনি তাঁর বক্তব্যে কর্মীদের সক্রিয়তা বৃদ্ধির পরামর্শ দিতে গিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সাথে সাথে তিনি আহলেহাদীছদের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** ষড়যন্ত্রের জালে ফেলে যারা ফায়দা লুটতে চেয়েছিল, তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়েছে এবং তারাই সেই জালে বাঁধা পড়ে মসনদ হারিয়েছে। কাজেই আহলেহাদীছদের বিপদে ফেলে কেউ কোন দিন লাভ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ। তিনি আরো বলেন, হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁরা হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁদের উত্তরসূরী হিসাবে হক্ব প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই আসুন, সবাই মিলে সেই হক্বকে বাস্তবায়ন করি এবং বাতিলকে উৎখাত করি, আর এটাই হোক আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু মূসা, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম হাসান, মুহাম্মাদ আবু হাসান প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

বুড়িচং, কুমিল্লা ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব বুড়িচং থানাধীন জগৎপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ইউসুফ আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইসলামুদ্দীন। উপস্থিত বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার আন্দোলন। এ আন্দোলনের জন্য সময়, শ্রম ও অর্থের কুরবানী করার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি পবিত্র রামাযান মাসে ছালাত, ছিয়াম, যিকির-আযকার, দান-খয়রাত এবং সব ধরনের সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে সত্যিকার মুত্তাক্বী হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ মুসাফির অবস্থায় ছিয়াম রাখা যাবে কি?

-আরীফুর রহমান
সাতনালা জ্যোতি, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুসাফির অবস্থায় ছিয়াম রাখা বা না রাখা ইচ্ছাধীন বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। তবে মুসাফির অবস্থায় যদি কষ্টকর না হয়, তাহ'লে ছিয়াম রাখা ভাল। আর যদি কষ্টকর হয় তাহ'লে না রাখা ভাল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসাফির অবস্থায় যদি ছিয়াম রাখতে সামর্থ্য হয় তাহ'লে তার জন্য ছিয়াম রাখা ভাল হবে। আর যদি দুর্বল মনে করে তাহ'লে তার জন্য ছেড়ে দেওয়াই ভাল' *(মুসলিম হা/২৬১৮)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ জুম'আর দিনে বা রাতে কেউ মারা গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করা হবে কি?

-রুবি
হাকিমপুর বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে বা রাতে মারা যাবে আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬৭, সনদ হাসান)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন সেহেতু আল্লাহ তা'আলা এ দিনের বরকতে মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দিবেন *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ মুসাফির অবস্থায় শুধু ফরয ছালাত পড়তে হবে, নাকি সুন্নাত, নফল সবই পড়তে হবে?

-রাশেদুল ইসলাম
উত্তর আশকুর নামাপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মুসাফির অবস্থায় শুধু ফরয ছালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর অবস্থায় ছালাত ক্বছর করতেন। ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে বললাম, (ব্যাপার কি) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে মর্মে যদি ভয় কর তাহ'লে তোমরা ক্বছর করতে পার' *(নিসা ১০১)*। এখন তো মানুষ সম্পূর্ণ নিরাপদ। (তথাপি আমরা ক্বছর করি কেন?) ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি যেরূপ আশ্চর্যবোধ করছেন আমিও আপনার ন্যায় আশ্চর্যবোধ করতাম। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এটা জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটি একটি দান, যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি করেছেন। সুতরাং তোমরা তার দান গ্রহণ করো' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৫)*।

সফর অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত বা নফল পড়তেন না। হাফছ ইবনু আছেম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে ইবনু ওমরের সহচর ছিলাম। একদা তিনি যোহরের ছালাত দুই রাক'আত পড়লেন। অতঃপর নিজের আবাসে আসলেন। দেখলেন কতক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা কী করছে? আমি বললাম, তারা নফল পড়ছে। তিনি বললেন, যদি সফরে নফল পড়তে পারতাম তাহ'লে ফরযকে পূর্ণ করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহচর ছিলাম, দেখেছি তিনি সফরে দুই রাক'আতের অধিক কিছু পড়েননি। আবুবকর, ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-এরও আমি সহচর ছিলাম, তাঁরা সফরে দুই রাক'আতের অধিক কিছু পড়েননি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৮)*। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৪০; মুসলিম, হা/১৫৬১ 'ছুটে যাওয়া ছালাত পূরণ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ জামা-প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রাহীদুল ইসলাম
গাকুন্দা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার নিষেধাজ্ঞা শুধু ছালাতের জন্য নয়; বরং সর্বাবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। এটি গর্হিত অপরাধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'টাখনুর নীচে কাপড় দ্বারা যে অংশ ঢেকে যাবে উহা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*। অন্যত্র এসেছে, যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় পরবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৩৩২)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ)

বলেন, ‘যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে টাখনুর নীচে কাপড় পরে সে হালালের মধ্যে আছে না হারামের মধ্যে আছে তাতে আল্লাহ্‌র যায় আসে না’ *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৩৭, সনদ ছহীহ, আওনুল মা‘বূদ ২/৩৪০)*। অনুরূপ জামা বা জামার হাতা গুটিয়ে ছালাত পড়া উচিত নয়; বরং স্বাভাবিক রাখতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) এক ওযূতে ৪০ দিন পর্যন্ত ছালাত আদায় করেছেন। তিনি মায়ের পেটে থাকতেই ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। একথাগুলি কি সত্য?

-আবুল হোসাইন মিয়া
কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলি সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এগুলো আব্দুল ক্বাদের জীলানীর উপর অপবাদ দেওয়ার শামিল। এর সত্যতার ব্যাপারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা কথা তাঁর নামে ছড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, মানুষের ঘুম এবং পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন আছে। একজন মানুষ ৪০ দিন পর্যন্ত ঘুম এবং পেশাব-পায়খানা ছাড়া থাকতে পারে না। সেকারণ এক ওযূতে ৪০দিন ছালাত আদায়ের বিষযটি যে স্রেফ কাল্পনিক ও মিথ্যাচার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুরূপভাবে মায়ের গর্ভে ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করার ঘটনাও মিথ্যা। এ ধরনের প্রচারণা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহর বা আছরের ছালাত ভুলে ৪ রাক‘আতের স্থলে ৫ রাক‘আত পড়ে ফেলেন। ছালাত শেষে যখন তিনি জানতে পারেন, তখন সিজদায়ে সহোর মাধ্যমে সংশোধন করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মতে, এমতাবস্থায় ৪র্থ রাক‘আতে না বসলে ছালাত শুদ্ধ হবে না (নায়লুল আওত্বার ২/১১৬)। সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন?

-এইচ.এম. হাবীবুল্লাহ
আল-কাছেম, বাহরাইন।

উত্তরঃ ছালাতে ভুল হ’লে সিজদায়ে সহোর মাধ্যমে ছালাত সংশোধন করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাত ৫ রাক‘আত আদায় করলে তাকে বলা হ’ল ছালাতের রাক‘আত কি বেশী করা হয়েছে? তিনি বললেন, কী হ’ল! তারা বললেন, আপনি ৫ রাক‘আত পড়েছেন। অতঃপর তিনি সালামের পরে দু’টি সিজদা করলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৬)*। ইমাম আবূ হানীফা এবং সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মত হ’ল, ৪র্থ রাক‘আতে বৈঠককে বসা ফরয এবং না বসলে ছালাত হবে না। এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই; বরং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। উল্লেখ্য, সহো সিজদার পরে পুনরায় সালাম ফেরাতে হবে। *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৪/৭৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ মুসলিম ব্যক্তি হিন্দুর বাড়িতে কাজের বিনিময়ে মজুরি নিতে এবং খাওয়া দাওয়া করতে পারে কি? তাদের মন্দির মেরামত করে দিলে পাপ হবে কি?

-নূরুল ইসলাম
ঝাগুড়পাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ হিন্দুর বাড়িতে কাজের বিনিময়ে মজুরি নেওয়া এবং সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করা যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৪)*। তবে হিন্দুর যবেহকৃত কোন পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(মায়েদাহ ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ইহুদীর বাড়িতে খেয়েছিলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। হিন্দুদের মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করা যাবে না। কেননা এর দ্বারা শিরকের কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না’ *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ অমুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে সালাম-মুছাফাহর নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাসেল
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ অমুসলিম ব্যক্তি স্পষ্টভাবে ‘আস-সালামু আলাইকুম’ (السلام عليكم) বলে সালাম দিলে ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’ (وعليكم السلام) বলে উত্তর দেওয়া যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যখন তোমাদেরকে সালাম প্রদান করা হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম জওয়াব দাও অথবা অনুরূপ জওয়াব প্রদান কর’ *(নিসা ৮৬)*। ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, উত্তরে ‘তার চেয়ে উত্তম বলো’ মুসলমানদের জন্য এবং ‘হুবহু তা ফিরিয়ে দাও’ যিম্মীদের জন্য প্রযোজ্য *(তাহক্বীক্ব ইবনে কাছীর ৪/১৮৫)*।

তবে তারা যদি অস্পষ্টভাবে সালাম দেয় এবং ‘আস-সালামু’ (السلام) না বলে ‘আস-সামু (السام) বলে অথবা যদি স্পষ্টভাবে ‘আস-সামু আলাইকুম (السام عليكم) বলে তাহ’লে শুধু ‘ওয়াআলাইকা’ (وعليك) বা ‘ওয়া আলাইকুম’ (وعليكم) বলে উত্তর দিবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

উল্লেখ্য যে, অমুসলিম ব্যক্তিকে প্রথমে সালাম দেওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা ইহুদী-নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*।

অমুসলিমদের সাথে মুসাফাহ করা যেতে পারে। তবে নিজ থেকে আগে মুসাফাহর জন্য হাত বাড়ানো যাবে না *(ফাতাওয়া উছায়মীন, ৩/৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ ঈদগাহকে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দ্বারা সজ্জিত করা যাবে কি? কুরবানীর পশু কেনার পর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু ক্রয় করা যাবে কি?

-জা'ফর ইকরাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বর্তমানে বিভিন্ন ঈদগাহে যেভাবে সুদৃশ্য গেইট নির্মাণ করে ও রঙিন কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে, তা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ইদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। ইবাদতের স্থানে সাজ-সজ্জা করা যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,) তোমরা উহাকে (বিভিন্নভাবে) চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদী-খৃষ্টানরা করেছে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৭১৮ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭, ঐ)*। অতএব ঈদগাহ ছালাতের স্থান হিসাবে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তবে বিশেষ কোন সাজ-সজ্জা নয়।

কুরবানীর পশুর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু কিনে কুরবানী করতে শরী'আতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ জনৈক ব্যক্তি পাঁচ-সাত বছর ধরে কোন ছালাত আদায় করে না। এমনকি ঈদের ছালাতও পড়ে না। ছোট-খাট একটা মুদি দোকানে দিন-রাত শুধু টেলিভিশন, সি.ডি দেখে সময় কাটায়। ছালাতের কথা বললে কিছুই বলে না। এমতাবস্থায় তার দোকান থেকে কেনাকাটা ক্রয় করা যাবে কি? তার ব্যাপারে ছালাতের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে তাকে নছীহত করতে হবে এবং দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। অতঃপর ফিরে না আসলে উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সামাজিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হবে তখন তোমরা তাদেরকে ছালাতের আদেশ দাও। আর যখন দশ বছর হবে তখন তাদেরকে বেত্রাঘাত কর এবং বিছানাপত্র আলাদা করে দাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২, সনদ ছহীহ)*। এত কিছুর পরও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন না আসলে তাকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৩)*। আর উক্ত দোকানের পার্শ্বে যদি কোন দ্বীনদার ব্যক্তির দোকান থাকে তাহ'লে সে দোকান থেকে খরিদ করাই উত্তম হবে।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ ইয়াওমু আরাফার ছিয়ামের ফযীলত কী? চন্দ্র মাসের কত তারিখে উক্ত ছিয়াম রাখতে হয়? এটা আমাদের দেশের চাঁদের হিসাবে রাখতে হবে, না আরব দেশের চাঁদের হিসাবে রাখতে হবে?

-বদীউযযামান
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে একবছর পূর্বের এবং এক বছর পরের (ছগীরা) গুনাহ সমূহ মাফ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। উক্ত হাদীছে ছিয়াম পালনের জন্য যেমন কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি, তেমন দেশ অনুপাতে চাঁদ দেখারও হিসাব করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে 'আরাফার দিন' ছিয়াম রাখতে। কাজেই আমাদেরকে মক্কা শরীফের হিসাবে আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ বিদেশী ষাঁড়ের শুক্রবীজ সংগ্রহ করে গাভী প্রজনন ঘটানো বৈধ হবে কি?

-ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ গৃহপালিত প্রাণীসহ পৃথিবীর সকল প্রাণী আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ গাভীও একটি বড় কল্যাণকর পশু। কাজেই গবাদী পশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন উন্নতমানের প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। স্মর্তব্য হ'ল, শরী'আতের বিধিবিধান মেনে চলার আদেশ শুধুমাত্র মানুষ ও জিনের উপর ন্যস্ত। পশুর উপর নয় *(দ্রঃ আত-তাহরীক জানু/২০০১, প্রশ্নোত্তর ১৩/১১৮)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ মহিলারা জানাযার ছালাতে এবং কবরে মাটি দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?

-আব্দুর রশীদ সরকার
বেলচাম্পক, ছোট পাঁজরভাঙ্গা
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলারা পর্দা বজায় রেখে জানাযার ছালাতে শরীক হ'তে পারে। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩, মিশকাত হা/১৬৫৬)*। মহিলারা একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়তে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮২)*। তবে মহিলাদের কবরে মাটি দেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ একই সময়ে বেশ কয়েকটি মসজিদের আযান শুনা যায়। এমতাবস্থায় সব আযানের উত্তর দিতে হবে, নাকি একটি আযানের উত্তর দিতে হবে?

-মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বই ঘর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মসজিদের আযানের জওয়াব প্রদান করবে। তবে অন্যান্য মসজিদের আযানের জওয়াব দেওয়া ইচ্ছাধীন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে তখন তোমরা তাই বল যা মুওয়াযযিন বলে' *(বুখারী হা/৬১১, 'আযান' অধ্যায়)*। উক্ত হাদীছে 'মুওয়াযযিন' শব্দটি ব্যাপক হওয়ার কারণে ১ম আযানের জওয়াবের পর অন্যান্য আযানেরও জওয়াব দিতে পারে *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১২তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ জ্বর আসলে ভাল্লুকের লোম ব্যবহার করলে নাকি জ্বর ভাল হয়ে যায়। প্রশ্ন হ'ল- ভাল্লুকের লোম ব্যবহার করা যাবে কি?

-দুলালী বেগম
শাখারী পাড়া, ছাতার ভাগ
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ ভাল্লুকের লোম ব্যবহার করা যাবে না। কেননা তা'বীয বা অনুরূপ কোন কিছু রোগ মুক্তির জন্য শরীরে লটকানো বা বাঁধা যাবে না। ঈসা ইবনু হামযাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইমের নিকট গেলাম। তখন তাঁর শরীরে লাল ফোসকা পড়ে আছে। আমি বললাম, আপনি তা'বীয ব্যবহার করবেন না? উত্তরে তিনি বলেন, উহা হ'তে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এর কোন কিছু ব্যবহার করে, তাকে উহার প্রতি সোপর্দ করে দেওয়া হবে' *(তিরমিযী হা/২০০৫; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি তা'বীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ পবিত্র কুরআন বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করে পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম
লাউবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করে পড়া যাবে না। কারণ তাতে পুরোপুরি শুদ্ধ হয় না। আরবী হরফের মধ্যে অনেক হরফের মাখরাজ বাংলা ভাষায় লিখা সম্ভব নয়। সেকারণ আরবী শিখে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ যেনা কত প্রকার ও কি কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-কামরুযযামান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, যেনা বিভিন্ন প্রকারের। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন, সে তা করবে, চোখের যেনা দেখা, জিহ্বার যেনা কথা বলা আর মনের যেনা আকাঙ্ক্ষা করা এবং গুপ্তাঙ্গ উহাকে সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ মহিলারা যদি তারাবীহর ছালাতে ইমামতি করে তাহ'লে সরবে ক্বিরাআত পড়তে পারবে কি?

-মাসউদুর রহমান
নীচা বাজার, নাটোর।

উত্তরঃ মহিলারা তারাবীহর ছালাতে ইমামতি করলে সরবে ক্বিরাআত পড়তে পারবে। কারণ পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলাকে তার পরিবারের ইমামতি করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন *(আবুদাঊদ, দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/৪৯৩, ২/২৫৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ অনেকে বলে, অমুক ব্যক্তি ভাল চিকিৎসার অভাবে মারা গেল। অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখালে বেঁচে থাকত। এরূপ বলা কি ঠিক?

-রবীউল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এরূপ বলা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের নির্ধারিত সময় রয়েছে। যখন তা এসে যাবে তখন তারা একমুহূর্ত আগেও আসতে পারবে না, একমুহূর্ত পিছনেও যেতে পারবে না *(আ'রাফ ৩৪)*। সুতরাং এ ধরনের উক্তি থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ আমরা জানি যে, কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বৈধ নয়। কিন্তু জনৈক শিক্ষক বললেন, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দাঁড়ানো যায়। তাঁর কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ আল-মানছূর
মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ উক্ত শিক্ষকের বক্তব্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এতে আনন্দ পায় যে লোকজন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক, তবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে

নির্ধারণ করে নেয়' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৯, 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া সম্মানার্থে দাঁড়ানো বিরুদ্ধে অনেক হাদীছ রয়েছে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ জন্মের সময় প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় কি?

-মুছাব্বির
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তরঃ জন্মের সময় প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে তা ব্যাপকভাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের কারো সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার মায়ের গর্ভে ৪০ দিন শুক্ররূপে রাখা হয়, অতঃপর ৪০ দিন রক্তপিণ্ড করে রাখা হয়, অতঃপর ৪০ দিন গোশত টুকরা করে রাখা হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা ৪টি কালেমাসহ ফেরেশতা পাঠান। অতঃপর সে তার আমল, মৃত্যু, জীবিকা এবং সে সৎ লোক না বদ লোক হবে তা লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর উহাতে রূহ প্রবেশ করানো হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২)*। তবে মানুষের মূল তাক্বদীর আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করে এবং সম্মেলন শেষ হওয়ার আগে বাড়ী ফিরে যায় তাহ'লে তার প্রতি আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। তার এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আকরাম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা প্রয়োজনে কেউ বক্তৃতার ময়দান থেকে উঠে যেতে পারে। এ বিষয়ে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে বৈঠকের আদব হ'ল- বৈঠক শেষ করা এবং বৈঠকে বসে আল্লাহ্র যিকির করা। অতঃপর বৈঠক শেষের দো'আ পড়ে বিদায় নেয়া। অন্যথা সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৭২-৭৪)*। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে জুম'আর খুৎবা স্বতন্ত্র। কেননা জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ বিক্রি বেশী হবে এ আশায় দোকানে টিভি রেখে মানুষকে অশ্লীল ছবি দেখানো জায়েয কি?

-রূহুল আমীন
নওগাঁ।

উত্তরঃ ইসলামে অশ্লীলতা হারাম। তাই উক্ত উদ্দেশ্যে দোকানে টিভি রেখে মানুষকে অশ্লীল ছবি দেখানো বড় পাপ করা এবং বড় পাপের সহযোগিতা করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা পাপ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। সুতরাং উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ আমাদের দোকানে ওযনে কম দেওয়া হয়। আমার আব্বা আমাকে দিয়ে এ কাজটি করিয়ে নিচ্ছেন। এই অসৎ নির্দেশ পালন করা কি ঠিক হচ্ছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ওযনে কম দেওয়া মহা পাপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় কিন্তু যখন লোকদেরকে মেপে দেয় তখন কম দেয়' *(মুত্বাফফিফীন ১-৩)*। এমতাবস্থায় পিতার নির্দেশ পালন করা ঠিক হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পাপের কাজে আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য করতে হবে শুধু ভাল কাজে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৫)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ কুরবানীর দিন দুপুর পর্যন্ত নাকি না খেয়ে থাকতে হয়? এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল কালাম
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। এর নাম ছিয়াম নয়। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর-এর দিন না খেয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৪৪০, 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা খাওয়া সুন্নাত *(বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য লোকজনের দ্বারা কবর যিয়ারত করে নিয়ে অতঃপর গরু যবাই করে খাওয়ানো যাবে কি?

-মামুন
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের যুগে এ ধরনের প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। উহা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা করা যায়। মৃত ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম কাজ হ'ল তার জন্য ইস্তেগফার করা, দো'আ করা, ছাদাক্বা করা এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১০)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ শরী'আতে কোন প্রকার বাজনা জায়েয আছে কি?

-কামারুযযামান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ গান-বাদ্য শরী'আতে হারাম। এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'একশ্রেণীর লোক আছে যারা আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করার জন্য মূর্খতাবশতঃ অসার বাক্য সমূহ ক্রয় করে থাকে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(লোকমান ৬)*। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত 'লাহওয়াল হাদীছ' দ্বারা গান-বাদ্যকে বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এর অর্থ গান, গান, গান *(তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর ১১/৪৬ পৃঃ; ইবনু হিব্বান, সনদ ছহীহ)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, এই আয়াত সহ আরো দু'টি আয়াত (নাজম ৬১, বনী ইস্রাঈল ৬৪)-এর ভিত্তিতে বিদ্বানগণ গান-বাজনাকে নিষেধ করে থাকেন *(কুরতুবী ১৪/৫১ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) গান-বাজনা শুনলে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৮১১)*। তবে ইসলামী বিষয়ে উৎসাহিত করে এমন সব বাজনাবিহীন গান শোনা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণকে উদ্দীপিত করে তোলার জন্য জিহাদী কবিতা ও আখেরাতমুখী গান গাওয়া জায়েয আছে। খন্দকের যুদ্ধে খন্দক খোঁড়ার সময় ছাহাবীদের সাথে রাসূল (ছাঃ) নিজে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। অমনিভাবে যেকোন নেকীর কাজে উৎসাহিত করার জন্য শিরক ও বিদ'আতমুক্ত কবিতা পাঠ ও শোনা জায়েয। খ্যাতনামা কবি হাসসান বিন ছাবিত আনছারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসসানের জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রাখতেন। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলামের পক্ষে কবিতা সমূহ পাঠ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫ ও ৪৭৯৩, ৯২, 'বায়ান ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)*।

এতদ্ব্যতীত দফ বা এক মুখো ঢোলের বাজনা জায়েয আছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (বিদায় হজ্জে) মিনায় অবস্থানকালে আবুবকর (রাঃ) তার নিকট উপস্থিত হ'লেন। তখন দুইটি নাবালিকা সেখানে গান গাচ্ছিল এবং 'দফ' বাজাচ্ছিল। অপর বর্ণনায় আছে, তারা গান গাচ্ছিল যা দ্বারা 'বু'আস' যুদ্ধে আনছারেরা গর্ব করেছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন শুয়ে নিজেকে কাপড়ে আবৃত করে রেখেছিল। এটা দেখে আবুবকর তাদেরকে ধমক দিলেন। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর চেহারা উন্মুক্ত করে বললেন, ওদের ছাড়, আবুবকর! ইহা ঈদের দিন। অপর বর্ননায় আছে, হে আবুবকর! প্রত্যেক জাতির একটি আনন্দ আছে, আর ইহা আমাদের আনন্দের দিন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩২)*। তবে গান-বাদ্যকে ব্যবসায় পরিণত করা বা জাতিকে উহাতে অভ্যস্ত করার অনুমতি নেই।

উল্লেখ্য যে, বিয়ে ও ঈদের দিন 'দফ' নামক একমুখো ছোট ঢোল বাজানো জায়েয আছে- এই সূত্র ধরে এদেশের 'আউলিয়া' নামধারী কিছু মা'রেফতী ফক্বীর তাদের খানক্বায় বাদ্যসহযোগে 'যিকর' ও 'সামা' চালু করেছে। এটা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা 'যিকর' হ'ল ইবাদত, যা অবশ্যই সুন্নাতী তরীকায় হ'তে হবে। তাছাড়া 'দফ' বাজানোর বিষয়টি ছিল একেবারে ছোট বাচ্চাদের জন্য। কাজেই দফ-এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত গান-বাদ্য কোনভাবেই জায়েয হ'তে পারে না। *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯, দরসে কুরআন, 'বাদ্য-বাজনার বুদ্ধিবৃত্তির অপচয়')*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ অনেক বিবাহিত লোক বিদেশে চাকুরী করতে গিয়ে ৫/৬ বছর কাটিয়ে দেয়। স্ত্রী হ'তে এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কী?

-আযীযুর রহমান
মন্দিপুর পূর্বপাড়া
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। যদি তারা তাদের ইযযত রক্ষা করে চলতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ একই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর সূরা ইখলাছ পড়ে আবার অন্য সূরা পড়া যাবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ একই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর সূরা ইখলাছ পড়ে আবার অন্য সূরা পড়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, এক আনছারী ব্যক্তি মসজিদে কুবায় তাদের ইমামতি করত। সে প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ইখলাছ পড়ার পর অন্য একটি সূরা পড়ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসলে তারা তাঁকে এ সংবাদ জানান। তখন তিনি ইমামকে বললেন, কে তোমাকে প্রত্যেক রাক'আতে নিয়মিত এ সূরা পড়াতে উৎসাহিত করল? সে বলল, আমি ইহা পসন্দ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমার এই পসন্দই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' *(তিরমিযী, বুখারী তা'লীক্ব, নায়লুল আওতার ২/২২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০)ঃ হাদীছে আছে যে, ডান হাতে দান করলে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তাহ'লে কি প্রকাশ্যে দান করা যাবে না? কেউ দান করলে তাকে 'মারহাবা' দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুস সালাম সরকার

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রকাশ্যে দান করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে দান কর তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম' *(বাক্বারাহ ২৭১)*। তবে প্রকাশ্যে দান করতে গিয়ে যেন 'রিয়া' বা লৌকিকতা দেখানো প্রকাশ না পায় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেউ দান করলে তাকে 'মারহাবা' না দিয়ে তার জন্য নিম্নোক্তভাবে দো'আ করতে হবে بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ 'বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমার পরিবার-পরিজনে ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন' *(বুখারী, ফাৎহুলবারী ৪/৮৮)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১)ঃ অনেকে ধর্মীয় আত্মীয় করে থাকে। এ ধরনের আত্মীয় সম্পর্ক করা যাবে কি?

-আব্দুল আলীম
বিধধারা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এ ধরনের ধর্মীয় আত্মীয় করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ ইবনু হারেছাকে পালক পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন *(আহযাব ৩৭)*। তবে এ ধরণের আত্মীয়ের সাথে পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করা যাবে না। কারণ তারা মুহাররামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থতার কারণে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। হাকাম ইবনু হাযন আল-কুলাফী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ৭ম কিংবা ৯ম হিজরীতে মদীনায় আগমন করে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম এবং জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হয়েছিলাম। সে সময় আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লাঠির অথবা ধনুকের উপর ভর করে খুৎবা প্রদান করতে দেখেছি *(আহমাদ, আবুদাউদ, হা/১০৯৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩)ঃ মসজিদের সামনে কবর থাকায় মসজিদটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পূর্বের মসজিদের জায়গা ওয়াক্বফকারীরা নতুন মসজিদের অধীনে না দিয়ে তারা নিজেরা ভোগ করছে। প্রশ্ন হ'ল, ওয়াক্বফকৃত সম্পদ ওয়াক্বফকারীরা ভোগ করতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ সোহরাব
ব্রজনাথপুর, পাবনা।

উত্তরঃ মসজিদ স্থানান্তর করার পর উক্ত জায়গাটি মসজিদের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। ওয়াকফকৃত সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে উক্ত জায়গা থেকে অর্জিত আয় মসজিদের কাজে ব্যবহার করে অতিরিক্ত হ'লে তা অন্য মসজিদে ব্যয় করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪)ঃ পালক পুত্রের বিবাহের সময় মূল পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে, না পালক পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে?

-আনীসুর রহমান
বাউসা হেদাতীপাড়া
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যখন পালক ছেলেকে ডাকবে তখন প্রকৃত পিতার নামেই ডাকবে। পালক পিতার পুত্র হিসাবে সম্বোধন করবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যায়েদ ইবনু হারেছাকে যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলে সম্বোধন করতাম। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর সূরা আহযাবের ৫নং আয়াত অবতীর্ণ হ'লে আমরা তা পরিত্যাগ করি *(বুখারী হা/৪৭৮২, সূরা আহযাবের তাফসীর)*। সুতরাং পালক পুত্রের বিবাহের ক্ষেত্রে তার মূল পিতার নামই উল্লেখ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫)ঃ কোন সড়ক দুর্ঘটনায় পিতা ও পুত্র উভয়ে মৃত্যুবরণ করলে এবং কে আগে মৃত্যুবরণ করেছে সেটা শনাক্ত করা সম্ভব না হ'লে তাদের সম্পদ কিভাবে বন্টিত হবে?

-ফুরক্বান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যখন একদল লোক নৌকা কিংবা জাহাজে ডুবে অথবা আগুনে পুড়ে অথবা ছাদ ধসে কিংবা প্রাচীরের নীচে চাপা পড়ে এক সঙ্গে মারা যাবে এবং কে আগে মারা গেল তা নিশ্চিতভাবে জানা না যায়, সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর কেউ কারো ওয়ারিছ হবে না। তবে প্রত্যেকের সম্পদ তাদের স্ব-স্ব জীবিত ওয়ারিছগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, পৃঃ ৫০৪)*। যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে ইয়ামামার যুদ্ধে মৃত্যুবরণকারীদের মীরাছ বন্টনের নির্দেশ দিলেন। তখন আমি মৃত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারী বানালাম জীবিত ব্যক্তিদেরকে আর মৃত ব্যক্তিদেরকে বাদ দিলাম। অনুরূপ ত্বাউনে আমওয়াসে উষ্ট্রীর যুদ্ধে এবং ছিফফীনের যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের একে অপরকে উত্তরাধিকারী বানানো হয়নি; বরং তাদের সম্পদ জীবিতদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল *(আল্লামা শরীফ, সিরাজী আরবী শারাহ সহ, ডুবন্ত, অগ্নিদগ্ধ এবং অকস্মাৎ আঘাত জনিত মৃত ব্যক্তির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ বিভিন্ন নবী ও রাসূলের জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, প্রায় নবী-রাসূলের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পৃক্ত। উক্ত কথাটি কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবী-রাসূলের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন ইবরাহীম (আঃ)-কে ইবরাহীম খালীলুল্লাহ, মূসা (আঃ)-কে মূসা কালীমুল্লাহ এবং ঈসা (আঃ)-কে ঈসা রূহুল্লাহ বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/৪৭৮, 'শাফা'আত' অনুচ্ছেদ, ৩-৪ খণ্ড, পৃঃ ৫৭)*। অনুরূপ ইসমাঈল (আঃ)-কে যাবীহুল্লাহ বলা হয়ে থাকে। তবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ইবরাহীম খালীলুল্লাহ' এরূপ বলা সম্পর্কে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ চেয়ার টেবিলে খাওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহীম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সুন্নাত হ'ল দুই হাঁটু মাটিতে বিছিয়ে পায়ের পাতার উপর বসে খাওয়া *(তাবারানী, ফাৎহুলবারী ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬২)*। তবে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ যাকাত, ওশর, ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মসজিদের জায়গা ক্রয়, মেরামত ও সংস্কার এবং ইমাম-মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?

-আল-আমীন
মহব্বতপুর মধ্যপাড়া
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অর্থ মসজিদ বা নিজেদের সামাজিক কোন কাজে লাগানো যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের জন্য যেসব খাত উল্লেখ করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৬৮, পৃঃ ৪৩১)*। তবে ইমাম, মুওয়াযযিন গরীব হ'লে তাদেরকে দেওয়া যাবে। কিন্তু বেতন হিসাবে নয়। ইমাম-মুওয়ায্যিন হচ্ছেন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের দায়-দায়িত্ব সমাজের উপর ন্যস্ত। সুতরাং সমাজের লোকদের উচিত সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মানজনক ভাতা বা বেতনের ব্যবস্থা করা *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ ছাদাক্বাতুল ফিতর ও কুরবানীর চামড়ার টাকা একত্রিত করে কতদিনের মধ্যে বন্টন করতে হবে? কুরআনে উল্লিখিত আটটি খাত বাংলাদেশে আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে বন্টনের পদ্ধতি কি হবে?

-মুহাম্মাদ রায়হান
তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা।

উত্তরঃ এসব সম্পদ যত দ্রুত সম্ভব হক্বদারের নিকটে পৌঁছে দেওয়া উচিত। কারণবশতঃ দেরী হ'লে কোন দোষ নেই। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ফিতরার সম্পদ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কয়েকদিন যাবৎ উক্ত মাল দেখাশুনা করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২১১৩)*। বাংলাদেশে আটটি খাত আছে কি-না তা লক্ষ্যণীয় নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা আট শ্রেণীর লোককে দেওয়ার আদেশ করেননি; বরং আট শ্রেণীর লোক এই সম্পদের হক্বদার বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যখন যেখানে যতজন হক্বদার থাকবে, তাদের হক্বের পরিমাণ বিবেচনা করে প্রদান করতে হবে। সবাইকে সমান দেওয়াও আবশ্যক নয়। প্রয়োজনে কোন হক্বদারকে বাদ দিয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যকে সম্পূর্ণ মাল দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ কুরবানীর গোশত বন্টন পদ্ধতি কি? সূদের টাকা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি? কুরবানী কারা করবে?

-তাজুল ইসলাম
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*। উল্লেখ্য, দরিদ্রদের জন্য জমাকৃত গোশত যারা কুরবানী দিয়েছে তাদের মাঝে বন্টন করা ঠিক নয়।

ইসলামে সূদ হারাম, তাই শুধু কুরবানী নয় কোন ইবাদতই হারাম উপার্জন দ্বারা বৈধ নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোযগারের উপায় অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; আহমাদ, বায়হাক্বী, হাকেম প্রভৃতি)*। সুতরাং যার সামর্থ্য আছে সে অবশ্যই কুরবানী করবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।